ইঞ্জিল মুকদ্দস্।

মথি মুরিদের বনায়া।

GOSPEL OF MATTHEW.

IN

MUSSULMANI BENGALI VERSE.

BY

H. C. RAHA.

কলিকাতা ;

চৌরঙ্গি রোড, ২০ নং ভবনে প্রকাশিত।

No. 15.

ইঞ্জিল মুকদ্দস্।

মথি মুরিদের বনায়া।

GOSPEL OF MATTHEW.

IN

MUSSULMANI BENGALI VERSE.

BY

H. C. RAHA.

কলিকাতা;

চৌরঙ্গি রোড, ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

C. V. E. S.]

[মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

১২ বাব।

১৩ বাব।

১৪ বাব।

১৫ বাব।

১৬ বাব।

১৭ বাব।

১৮ বাব।

১৯ বাব।

২০ বাব।

২১ বাব।

২২ বাব।

ইঞ্জিল মুকদ্দস।

মথি মুরিদের বনায়া।

১ বাব।

মসীহের পএদাসের বয়ান।

শুনরে মমিন ভাই একীন দিলেতে। ইসার পএদাস্ হৈল অএছা ছুরতে॥ মরিয়ম মসীহের আছিল জননী। সেই বিবি য়ূষফের হইলে মাঙ্গনি॥ ওঠা বসা তারা যবে নাহিক করিল। পাক রূহ মার্ফতে সে হামেলা হইল॥ য়ূষফ খশম তার নেক যে আছিল। তাহার বদ্নাম নাহি করিতে মাঙ্গিল॥ ছিপায়া ছিপায়া তারে ভিতরে ভিতরে। ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করিল অন্তরে॥ এ সববে ভাবা গোনা করিছে দিলেতে। খোদার ফেরেস্তা এক সেইত ওখতে॥ খোয়াবের মারফতে দেখহ্ আখের। তাহার নজ্দিকে এসে হইল জাহের॥ আয় দায়ূদের বেটা য়ূষফ মর্দ্দন। বিবি মরিয়ম তেরা কবিলা আপন॥ আপনার নজ্দিগেতে তাহারে লইতে। দহ্শৎ করিও না আপন দেলেতে॥ হামেলা হৈয়াছে সে যে কহিনু তোমায়। হইয়াছে রূহ কদ্দূসের অছিলায়॥ আর এক বেটা সেই বিবি যে জনিবে। আর তুমি তার নাম ইসা যে রাখিবে॥ আপনার লোকগণে তিনি দুনিয়াতে। বাঁচাবেন

রের বিচে। সবব নবির দ্বারা এহা লেখা আছে॥ এহুদিয়া মুলকের বৈৎহেম্ শহর। এহুদা মুলুকে আছে যে সব নগর॥ তুমি না হইবে ছোট তার দর্মিয়ানে। সবব আমার এই ইস্রায়েলগণে॥ আসিবে যে বাদ্শা পরওরিশ করিতে। আসিবেন তিনি তেরা দর্মিয়ান হৈতে॥ সেই যে মাজুস লোক সেথা এসেছিল। হেরোদ তাদের চুপ চাপেতে ডাকিল ॥ ঐ তারা কোন ওক্তে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের কাছে ইহা তহকিক করিল॥ যাইতে হুকুম দিয়া বৈৎলেম্ শহরে। এই বাৎ কহিলেক তাহাদের তরে॥ তোমরা যাইয়া খুব দৈরাফ্ত করিয়া। সেইত লড়্কারে খুব দেখিবে ঢুঁড়িয়া॥ সুরাক পাইলে তত্ত্ব জানাবে আমাকে। আমি ভি যাইয়া সেজ্দা করিব তেনাকে॥ বাদশাহের অএছাই হুকুম শুনিয়া। চলিল তাহারা সবে রওনা হইয়া॥ যে তারা দেখিল তারা পূরবে থাকিয়া। সেই তারা তাহাদের আগেতে যাইয়া॥ সেই লড়্কা আছিলেন যেই জাএগায়। ঠহেরিল সেই তারা যাইয়া সেথায়॥ দেখিয়া তাহারা তাহা খোশালিত হৈয়া। ঘরের ভিতরে সবে গেল যে ঘুসিয়া॥ তাঁর মাতা মরিয়ম বিবির সহিতে। সেই ত লড়্কারে তারা পাইল দেখিতে॥ জমিনে ঝুঁকিয়া শির সেজ্দা করিয়া। আর তারা নিজ নিজ আস্বাব খুলিয়া॥ বাহির করিয়া সোনা লোবান ও মুর। আদায় করিল তাঁর নজ্দিকে নজোর॥ খোয়াবে এলাহি হৈতে পেলো যেই মানা। হেরোদের কাছে তাই ফিরিয়া গেল না॥ তা বাদে তাহারা সবে জুদা পথ দিয়া। আপন মুলুকে ফের গেল যে চলিয়া॥

তাহারা সকলে গেলে রওনা হইয়া। খোয়াবে ফেরেস্তা

তাহাদের গুনাহ হইতে॥ নবির মার্ফতে খোদা আগে যা কহিল। অএছা ঘটিলে সেই বাৎ পূরা হৈল॥ "দেখ এক কুঙারী যে হামেলা হইবে। হামেলা হইয়া এক বেটা সে জন্মিবে॥ সে বেটার নাম ইম্মানূয়েল রাখিবে। ইয়ানে মোদের সাথে খোদা সে হইবে॥" এহা বাদে নিন্দ হৈতে য়ূষফ উঠিয়া। খোদার ফেরেস্তা গেল জেছা ফর্মাইয়া॥ সেই ফেরেস্তার দেখ বাৎ মোতাবেক। আপন জরুরে নিজ নজ্দিকে নিলেক॥ যবতক পহেলৌটা বেটা না জন্মিল। তবতক ওঠা বসা নাহিক করিল॥ তা বাদে যখন সেই বেটা পএদা হৈল। সে বেটার নাম তারা ইসা যে থুইল॥

---

২ বাব।

তারা দেখিয়া মাজুসদের আসিবার বয়ান।

হেরোদ নামেতে শক্শ বাদ্শা যখন। এহুদার বৈৎ-লেহম্ শহরে তখন॥ ইসার পএদাস যবে সেখানে হইল। তার বাদে বলি শুন যে সব ঘটিল॥ কয়েক মাজূস লোক পূরব হইতে। আসিয়া কহিল তারা যিরূশালমেতে॥ এহুদী জাতির বাদ্শা পএদা হৈয়াছেন। সেই লড়্কা বল শুনি কোথায় আছেন॥ দেখেছি তেনার তারা পূরব হইতে। তাই আসিয়াছি তাঁরে সেজ্দা করিতে॥ হেরোদ বাদ্শাহ আর যিরূশালেমের। সব লোক ইহা শুনি ঘবড়াইল ঢের॥ সরদার ইমাম আর কাতিব যতেক। ডাকাইয়া এই বাৎ সবে পুছিলেক॥ মসীহ হইবে পএদা বলহ কোথায়। শুনিয়া জওয়াবে তারা অএছা বাতায়॥ এহুদার বৈৎলেহম্ শহ-

হেরোদের মৌৎ বাদে য়ূষফের নাসরৎ শহরে যাইবার বয়ান।

আর হেরোদের মৌৎ হইবার পরে। খোদার ফেরেস্তা গিয়া মুলুক মিসরে॥ খোয়াবেতে য়ূষফের নজদিকে যাইয়া। কহিলেক এই বাৎ জাহের করিয়া॥ উঠিয়া আপন জরু লড়্কা সাথে লহ। ইস্রেলের মুল্লুকেতে ফের তুমি যাহ॥ সবব লড়্কার জান লইতে ফেকের। করেছিল যারা মৌৎ হৈয়াছে তাদের॥ তাহাতে সে জরু আর লড়্কারে লইয়া। ইস্রেলের মুলুকেতে আইল চলিয়া॥ কিন্তু শুনে হেরোদের বেট আর্খিলায়। বাপের হুদ্দাতে নিজে হুকুম চালায়॥ তাহাতে দেলের বিচে ফের ঘব্‌ড়াইল। এহুদা মুলুকে যেতে দিলেতে ডরিল॥ তাবাদে হুকুম পাইয়া এলাহি হইতে। আখেরে চলিয়া গেল গালিল জিলাতে॥ যাইয়া রহিল তারা শহর নাসরতে। নবির কহায়া বাৎ পূরা হৈল তাতে॥ "তিনিই যে নাসরিয় কহ্‌লান যাইবে।" এই বাৎ লেখা আছে নবির কেতাবে॥

---

৩ বাব।

এহিয়ার ওয়াজ করিবার বয়ান।

এহুদা দেশের নাম শুনিয়াছ কানে। এহিয়া নামেতে নবি আছিল সেখানে॥ মএদানে জাহের হৈয়া সেই রাস্তবাজ। আদমির নজদিকে এছা করেন আওয়াজ॥ নজদিক হইল দেখ খোদার রাজাই। তৌবা করহ দেল করিয়া নস্চাই॥ "মএদানের বিচে দেখ এক রাস্তবাজ। আর দেখ আছে তাঁর এই ত আওয়াজ॥ খাবিন্দের রাহা এবে করহ তৈয়ার। সমান করহ আর রাস্তাটী তেনার॥" এই

য়ূষফেরে দেখা দিয়া॥ কহিল উঠিয়া তুমি জরু লড়্কা লিয়া। মিসর মুলুকে আভি যাও পলাইয়া॥ যবতক আমা হৈতে ফের না শুনিবে। তবতক তুমি সেই মুলুকে রহিবে॥ কতল করিতে তাঁরে হেরোদ বাদ্শায়। তল্লাশ করিবে খুব কহিনু তোমায়॥ তাবাদে য়ূষফ উঠে রাতা রাৎ কোরে। জরু লড়্কা গিয়া গেল মুলুক মিসরে॥ যবতক হেরোদের মৌৎ না হইল। তবতক সবে গিয়া সেথায় রহিল॥ ফর্ম্মাইলা খোদা যাহা নবির মার্ফতে। সেই বাৎ পূরা দেখ হইল ইহাতে॥ "মিসর মুলুক হৈতে আপন বেটাকে। ডাকিয়া নিলাম আমি" কহিনু তোমাকে॥

বৈৎলেম শহরে লড়কাদের কতল হইবার বয়ান।

তাবাদে মাজুস লোক বাদ্শাহের সাথে। করিলেক দাগাবাজি বুঝিয়া দিলেতে॥ বড় গোশ্শা হইলেক তাতে হেরোদের। শুন বলি সে কি তবে করিল আখের॥ মাজুস লোকের কাছে দৈরাফ্ত করিয়া। আছিলেক যে ওখৎ ওয়া-কেফ্ হৈয়া॥ সেই ওক্ত মোতাবেক বৈৎলেম শহরে। আর সেই শহরের সরহদ্ ভিতরে॥ দুবরশ আর তার কম উম্ম-রের। আছিল যতেক লড়্কা যতেক লোকের॥ আপনার লোকজন বহুৎ ভেজিয়া। ফেলিল তামাম লড়্কা কতল করিয়া॥ যিরিমিয়া নবি আগে যে বাৎ কহিল। ইহাতে তেনার সেই বাৎ পূরা হৈল॥ "নালা ও মাতম আর আও-য়াজ কান্নার। শুনা যায় রামৎ শহরে বেশুমার॥ কাঁদিছে রাহেল নিজ লড়্কাদের তরে। তশল্লি না মানে তারা গেছে সবে মর্যে॥"

রূহ কুদ্দসেতে। বাপ্তিস্মা দিবেন সবে নিজ কেরামতে॥ আছে এক কুলা ফের সে শক্‌শের হাঁতে। নিজের খামার তিনি ঝাড়িবে তাহাতে॥ ঝাড়িয়া যতেক গেঁহু বাছিয়া বাছিয়া। আপনার গোলা ঘরে থোবে জমাইয়া॥ ভূঁষি আর তুঁষ যত থাকিয়া যাইবে। পুড়িবার লেগে তাহা আগুনে ডালিবে॥

এহিয়ার হাঁতে দেখ বাপ্তিস্মা পাইতে। আইলেন ইসা মসী গালীল হইতে॥ যর্দ্দন দরিয়া পাড়ে আছিল এহিয়া। আইলেন ইসা সেথা তেনারে দেখিয়া॥ এহিয়া করিয়া মানা কহিল তেনাকে। আসিয়াছ কেন তুমি বন্দার নজ্‌দিকে॥ বল্‌কে বন্দারে দেখ খাবিন্দের হাঁতে। জরুর লাজেম আছে বাপ্তিস্মা পাইতে॥ হজরৎ বয়ান তাঁরে করিলা জওয়াবে। অএছা হইতে দেও, মানা না করিবে॥ এই মতে সব কাম করিতে আঞ্জাম। মোদের লাজিম আছে সাফ্‌ কহিলাম॥ ইহাতে এহিয়া নবী রাজী যে হইল। এহিয়ার হাঁতে ইসা বাপ্তিস্মা পাইল॥ পানি হৈতে ইসামসী উঠিলা যখন। আস্মানের দরোয়াজা খুলিল তখন॥ এলাহির রূহ কবুতর রূপ ধর্‌্যে। উত্‌রিতে দেখিলেন ইসা নিজ শিরে॥ আস্মান হইতে ফের হৈল এই সোর। এ মেরা পেয়ারা বেটা, এতে খুষ মোর॥

---

৪ বাব।

শয়তানের মারফতে ইসার ইম্তিহান।

শয়তানের ওছিলায় ইম্তিহান্ পাইতে। রূহের মার্ফতে

নবুয়ৎ কহে যিশাইয়া নবি। এহিয়ার তরে বুঝে কহি তার খুবি॥ উঠের বালের সে যে লেবাচ পিন্ধিত। চাম্ড়ার কোমরবন্ধে কোমর বান্ধিত॥ ভুখা ও পিয়াস তার যখন হইত। জঙ্গ্লিয়া মধু আর তিড্ডি সে খাইত॥ যিরূ-শালেম্ শহরের বাসেন্দা লোকেরা। এহুদিয়া মুলকের গরিব প্রজারা॥ দলে দলে তারা সবে বাহির হইল। ময়-দানে আসিয়া তাঁরে সেলাম ঠুকিল॥ যর্দ্দন দরিয়া পাড়ে যত লোক ছিল। তারাও আসিয়া গুনা কবুল করিল॥ যাহারা খুলিয়া দেল্ তোউবা করিল। এহিয়ার কাছে তারা বাপ্তিস্মা পাইল॥ তাঁহার মার্ফতে দেখ বাপ্তিস্মা পাইতে। ফেরাজি সিদূকিগণে দেখিয়া আসিতে॥ ধম্-কিয়া তাদেরে কহে এহিয়া তখন। আয়রে সাঁপের বাচ্চা মগ্রুরগণ॥ সাম্নি গজব হৈতে যাইতে ভাগিয়া। কোন শক্শ তোমাদেরে দিল শিখাইয়া॥ তোউবা করিলে দিলে যেই ফল ফলে। আন তবে সেই ফল তোমরা সকলে॥ ইব্রা-হীম বাপ মেরা কিবা আছে ডর। অএছা ভাবিয়া দেলে করো না গুমর॥ আল্লা তালা হন দেখ মালেক সবার। সেরেফ করিতে যদি মর্জ্জি হয় তাঁর॥ ইব্রামের লেগে এই পাথর হইতে। পারেন হাজার লড়্কা তিনি উঠাইতে॥ আরো ভি আমার বাতে করহ খেয়াল। গাছের গোড়ায় লাগা রয়েছে কুঢ়াল॥ যে গাছেতে ভাল ফল নাহিক ধরিবে। কাটিয়া তাহারে পরে আগুনে ডালিবে॥ বাপ্তিস্মা দিলাম আমি কেবল পানিতে। আসিবে দোশরা জন আমার পরেতে॥ আমা হৈতে বড় তিনি কহিলাম সই। বহিতে তেনার জুতি লাএক যে নই॥ সেই শক্শ আগ আর

খোদারে খালি সেজ্‌দা করিবে॥ শুনিয়া ইসার মুখে অএছা বয়ান। তাঁহারে ছাড়িয়া ভেগে গেল যে শৈতান॥ তাবাদে আস্মান হৈতে ফেরেস্তা আসিল। আসি ইসা মসীহের খেদ্‌মৎ করিল॥

ইসামসীহের নসীহতের শুরু।

কয়েদ খানাতে বন্দী হৈয়াছে এহিয়া। বাদে ইসামসী এই খবর পাইয়া॥ আস্তে আস্তে নাসরৎ ছাড়ি তার পরে। দাখিল হৈলেন গিয়া গালীল শহরে॥ সিবূলন নপ্তালীর সীমানার ধারে। উত্‌রিলেন গিয়া তিনি সুমুদ্রের পাড়ে॥ কফর নাহূম নামে যে জাগা জাহের। সেই শহরেতে গিয়া রহিলা আখের॥ অএছা হইলে তবে শুন নবূয়ৎ। সিবূলূন নপ্তানির লোকেরা তাবৎ॥ আন্ধেরাতে বস বাস তারা সবে করে। লেকিন জবর রোশ্নি দেখিবে আখেরে॥ মৌতের ছায়ার দেশে বাস করে যারা। তাহাদের লেগে রোশ্নি হইবেক খাড়া॥ ইশাইয়া নবী ইহা আগে কৈয়াছিল। এখন তেনার সেই বাৎ পূরা হৈল॥ পরে ইসা সুখবর জাহের করিয়া। এই কথা ইন্‌সানেরে দিলা বুঝাইয়া॥ তৌবা করে পাক সাফ হওরে তাবৎ। হইল নজ্‌দিক বেহেস্তের বাদ্‌শাহৎ॥ পরে ইসা গালীলের সুমুন্দর পাড়ে। দেখিলা যাবার ওক্তে ঢের মাছুয়ারে॥ পিতর যাহার নাম ওড়ফে শিমোন। আন্দ্রিয় নামেতে তার ভাই এক জন॥ এই দোন শক্‌শে জাল পানিতে ফেলিতে। দেখিতে পাইয়া ইসা লাগিলা কহিতে॥ মেরা সাথে দোন জন আইস চলিয়ে। আমি যে করিব তুঝে মানুষধরিয়ে॥ জাল টাল রেখে তারা এই বাৎ শুনে। তুরন্ত

ইসা গেলা ময়দানেতে ॥ চাল্লিশ রোজ সেথায় থাকিবার পর। ভুক্ষা হইলেন ইসা খোরাকি বেগর॥ তাবাদে সেখানে দেখ আসিয়া শৈতান। করিল ইসার কাছে অএছা বয়ান॥ খোদার ফর্জ্জন্দ্ তুমি ঠিক যদি হবে। এ সব পাথরে রুটী কর দেখি তবে॥ এই বাত শুনি ইসা করিলা বয়ান। সেরেফ রুটীতে কভি নাহি বাঁচে জান॥ খোদার মার্ফতে পাই যে সব কলাম। তাহাতেই বাঁচে জান ঠিক কহিলাম॥ শয়তান ফের তাঁরে পরীক্ষা করিতে। আখেরে লইয়া গেল পাক শহরেতে॥ হৈকলের গম্বুজ পরে তাঁরে বসাইয়া। শৈতান কহিল তাঁরে বয়ান করিয়া॥ খোদার ফর্জ্জন্দ তুমি যদি দুনিয়াতে। এখান হইতে তবে গির জমিনেতে॥ সবব অএছা আছে বয়ান কেতাবে। এলাহি তোমার তন্ রক্ষার সববে॥ হুকুম করিয়া নিজ ফেরেস্তা সবায়। পাথরের চোঠ যেন নাহি লাগে পাঁয়॥ এহারই সববে সব ফেরেস্তা আসিয়া। রাখিবে তোমারে দেখ দস্তেতে ধরিয়া॥ শুনিয়া এ বাৎ ইসা তাহারে ফর্ম্মান। জানিবে কেতাবে আছে অএছা বয়ান॥ এলাহি তোমার খোদা এ বাৎ জানিবে। তেনার ইন্তান তুমি কভি না করিবে॥ আবার শৈতান দেখ লইয়া তেনারে। বসাইল এক পাহাড়ের চূড়া পরে॥ দুনি-য়ার আসবাব জালাল দৌলৎ। দেখাইল তথা হৈতে তেনারে তাবৎ॥ বাদে সে কহিল তাঁরে দেমাগে ফুলিয়া। কর যদি সেজ্‌দা মোরে জমীনে ঝুঁকিয়া॥ দুনিয়ার আস্‌বাব যা দেখ নজরে। তাহৈলে এসব চিজ মিলিবে তোমারে॥ এছা বাৎ শুনি ইসা করিলা বয়ান। ভাগহ্ এখান হৈতে আয় শয়তান॥ কেতাবে খবর আছে মালুম করিবে। আপন

এই বাৎ মেরা শুনরে সকল। বেহেস্তের পাদ্শাহৎ তাদের দখল॥ দেলে পেরেছান লোক মুবারক হবে। সবব আ-খেরে তারা তশল্লী পাইবে॥ মুবারক যারা হয় গরীব দেলেতে। মিলিবে দখল তাহাদিগে দুনিয়াতে॥ মুবারক দীন তরে ভুক্ষা ও পিয়াসা। সবব পূরাই তারা পাইবে হামেশা॥ মুবারক দুনিয়াতে যে বা মেহেরবান। মেহের পাবার হক্কে লাএক সে জন॥ পাক দেল যার, মুবারক কহি তারে। সবব দেখিতে সে যে পাইবে খোদারে॥ মুবারক আপোষ-করণেওয়ালাগণ। জাহের হইবে তারা খোদার ফর্জ্জন্দ॥ মুবারক, দীন তরে খেজালতী যারা। বেহেস্তে কবুল খালি হইবেক তারা॥ আমার নামের হক্কে লোকে তোমা সবে। খেজালত দিবে আর দুষ্মনি করিবে॥ আর কত ঝুটা কর্‌ব্যে তহমৎ দিবে। সেই ওক্তে মুবারক তোমরা জানিবে॥ সে ওখ্‌তে খোশালিত তোমরা হইবে। বেহেস্তে এহার ফল জরুর মিলিবে॥ আগে যত নবীগণ জাহের হইল। তাদের হক্‌কে ভি অএ্ছা তজ্‌দিয়া মিলিল॥

আর এক বাতে মেরা খেয়াল করিবে। তোমাদিগে দুনিয়ার নিমক জানিবে॥ কিন্তু নিম্‌কি গুণ যদি যায় নিম-কের। কি ছুরতে করিবেক নিম্‌কি আখের॥ এমন নিমক কোন কামে না লাগিবে। লোকেরা বাহিরে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিবে॥ আদমির পাঁএর নীচে সেইত নিমক। ফেলে মাড়াবার হয় নিতান্ত লাএক॥ ফের তোমাদের মুই কহি বাৎ এক। তোমরা এ দুনিয়ার রোশ্নির মাফেক॥ পাহাড়ের পরে দেখ যে শহর হয়। লোকের নজরে তাহা ছিপান না রয়॥ আর দেখ আদ্‌মি লোকে চিরাগ জ্বালিয়া। কাঠার

চলিল দোন তেনার পিছনে ॥ এহা বাদে সেথা থেকে যাইতে যাইতে। শিবদির বেটাগণে পাইলা দেখিতে ॥ আকূব এহিয়া নামে তারা দোন ভায়ে। বাপজীর সাথে তারা ছিল নিজ নায়ে ॥ বসিয়া বসিয়া তারা জাল রীপু করে। দেখিয়া ডাকিলা ইসা তাহাদের তরে ॥ বাপ্জী আর জাল নাএতে ফেলিয়া। তাঁর সাথে দোন ভাই গেল যে চলিয়া ॥ ঘুমিয়া ঘুমিয়া তিনি গালীল তাবৎ। মস্জিদে মস্জিদে কত দিলা নসীহৎ ॥ এলাহির বাদ্শাহির যে খুষ খবরী। তামাম লোকের কাছে করিলেন জারি ॥ বেমারিতে কত লোক ছিল পেরেছানে। করিলা তাদেরে চাঙ্গা সেরেফ বয়ানে ॥ এরূপে খুষনাম তাঁর সকলে শুনিল। তামাম সুরিয়া দেশে জাহের হইল ॥ ঘাও, ফোড়া, মৃগীরোগী, ভূতে পাওয়া যত। তাঁহার নজ্দিকে আনা হৈয়াছিল কত ॥ হরেক বিমারি লোক সেথায় আসিয়া। চাঙ্গা হৈয়া সব লোকে গেল যে চলিয়া ॥ যিরূ-শালেম্, দিকাপলি, এহুদিয়া আর। গালীল মুলুক ফের যর্দ্দ-নের পাড় ॥ বহুত বহুত লোক এই সব্ হৈতে। নিকলিয়া চলিলেক তাঁর পিছনেতে ॥

---

৫ বাব।

পাহাড়ের উপরেতে নসীহৎ।

এহা বাদে লোকদের জমাত দেখিয়া। পাহাড়ের পরে ইসা গেলেন উঠিয়া ॥ নজ্দিকে আসিলে পরে শাগরেদ সবে। এই নসীহৎ ইসা করিলেন তবে ॥ যাহাদের দেলে নাই দেমাগ গুমান। তাহারাই হয় মুবারক ইন্সান ॥ আর

হতে ঠাঁই না পাইবে। এবাবতে হুশিয়ার হামেশা থাকি-
বে॥ আদমির জান তুমি কভি না লইবে। নিলে সাজা
পাইবার লাএক হইবে॥ তোমাদের আগে যত ইন্‌সান আ-
ছিল। তাহাদের তরে এই বাৎ কহা গেল॥ কিতাবের বিচে
আছে এই যে হুকুম। তোমা সবে এই বাৎ আছয়ে মালম॥
আখের কোনই শক্‌শ নিজ ভাই পরে। বেহুদা করয়ে গোস্মা
কহিনু তোমারে॥ বেষক সেইত শক্‌শে জান গুনাগার।
হাকিমের কাছে সাজা হইবে তাহার॥ আপনার ভাএরে যে
আহাম্মক কয়। সাজার লাএক সেতো মজ্‌লিসেতে হয়॥ শুনহ
তোমরা সবে আমার বয়ান। আপন ভাএরে যেবা কহিবে
নাদান॥ যেই আগ জ্বলে দোজোখের বিচখানে। সাজার
লাএক সেত হবে সেই খানে॥ তেলাগিয়া কহি শুন পাক
সাফ দেলে। কুরবানগাহের কাছে নজর আনিলে॥ সেখানে
ইয়াদে যদি আইসে তোমার। ভাইএর নজ্‌দিকে তুমি আছ
গুনাগার॥ কুরবানগাহের কাছে নজর রাখিয়া। আপোষ
করিবে ভাইজীর কাছে গিয়া॥ আপোষ হইলে বাদে সেথা
এসে ফের। আপন নজর তুমি চড়াবে আখের॥ কয়েদীর
সাথে যবতক থাক পথে। তবতক রাজীনামা কর তার
সাথে॥ কি জানি কয়েদী যদি ধরিয়া তোমারে। হাকি-
মের কাছে ফের সুপরদ করে॥ তাহাতে হাকিম যদি আবার
তোমারে। পেয়াদা ডাকিয়া তার দেয় জিম্বা কর্য়ে॥ পেয়াদার
জিম্বা হৈলে বেষক জানিবে। কয়েদ খানার বিচে তুমি বন্দী
হবে॥ তাহা হৈলে এই বাৎ কহি তুসবায়। যবতক দেনা
তুমি না কর আদায়॥ আখেরি কৌড়িটী তক না পারিলে
দিতে। পারিবে না নিকালিতে তুমি সেথা হৈতে॥

নীচেতে নাহি রাখে ছিপাইয়া॥ কিন্তু শামাদান পরে তা-হারে খাটায়। তাহাতে তাহার রোশ্নি সব লোকে পায়॥ তোমাদের যেন হয় খুব পাক চাল। তা হৈলে লোকেরা তাহা করিয়া খেয়াল॥ বেহেস্তের বাপ যিনি হন হকে হক। হরেকে তাঁহারে যেন কহে মুবারক॥ এ লাগিয়া সামনেতে সে সব লোকের। তোমাদের রোশ্নি যেন থাকয়ে জাহের॥

নবূয়ৎ, আর দেখ তৌরেথ খোদার। এসেছি করিতে রদ দুনিয়া মাঝার॥ অএছা ভাবা গোনা দেলে করিও না আর। রদ করিবারে নাহি এরাদা আমার॥ লেকিন সে সব মুই করিতে পূরাই। আসিয়াছি দুনিয়াতে কহিনু তাহাই॥ আর এক বাৎ এই করি যে বয়ান। এই যে দেখিছ সবে দুনিয়া আস্মান॥ যব তক এই সব না যাবে গজবে। পূরা না হইলে তব তক এই সবে॥ খাবিন্দের তৌরেথ যে সকল জানিবে। একটী নোক্তাও তার রদ না হইবে॥ যে সব তৌরেথ খোদা করিলা জাহের। সকলের ছোট তার যে হুকুম ফের॥ যেই শক্‌শ তাহা কভি অদুল করিবে। নিজেও তাহার মত আমলে আনিবে॥ অন্যের করিতে কাম তার মোতাবেক। যেই শক্‌শ দুনিয়াতে ফের বাতাবেক॥ আস্মা-নী বাদ্‌শাহে যারা দাখেল হইবে। তাহাদের বিচে তাকে ছোট গিনা যাবে॥ বিলকুল তৌরেথ কিন্তু যে জন মানিবে। বেগানারে সেইরূপ করিতে ফর্ম্মাবে॥ বেহেস্তের পরে সেত দাখেল হইবে। সেখানেতে সেই শক্‌শ বড় গিনা যাবে॥ আর এক বাৎ মুই কহি তেরা কাছে। ফিরুশী ও নবিসিন্দা যত লোক আছে॥ তোমাদের নেকি কাম তাহাদের হৈতে। পাক সাফ্‌ না হইলে জেনো কোন মতে॥ বেহেস্তের বাদ্‌শা-

সবব পাওদান তাহা হয় যে খোদার॥ না খাও কশম কভি যিরূশালেমের। এলাহি খোদার সে যে শহর নিজের॥ আপন শিরের নাহি খাইবে কশম। এহার সবব কহি করহ মালম॥ সাদা কি করিতে কালো এক বাল তার। কোনহ ছুরতে নাহি মকদুর তোমার॥ অতএব বাৎ চিৎ যে ওক্তে করিবে। ছেরেফ হাঁ আর না এ বাৎ কহিবে॥ এ সেওয়ায় জাস্তি যদি আর কিছু কবে। বুরাই হইতে হয় সে সব জানিবে।

আঁখের বদলে আঁখ আছে যে জাহের। দাঁতের বদলে দাঁত জান ইহা ফের॥ কিন্তু মেরা এই বাতে সবে দেল দিবে। মুদ্দই যে হবে তারে কভি না রুখিবে॥ ডাহিন গালেতে যদি থাপড়া মারে কেহ। তাহার তরফে বাঁও গাল ফিরে দেহ॥ ঝগড়া করিয়া কোন জন তেরা সাথে। পিন্ধন কাপড় তেরা যদি চাহে লিতে॥ তাহারে কখন তুমি মানা না করিবে। আঙ্গের চাপকান তারে লিতেও ভি দিবে॥ তোমারে যদি বা কোন শক্শ বেগার ধরে। তার সাথে এক কোশ হাঁটিবার তরে॥ মেরা এই বাৎ তুমি দেলেতে রাখিবে। বল্কে তাহার সাথে দুকোশ চলিবে॥ যে কেহ তোমার কাছে আসিয়া মাঙ্গিবে। জরুর তাহারে তুমি খয়রাত করিবে॥ যে কেহ তোমার কাছে করজ মাঙ্গিবে। নাউমেদ তারে তুমি কভি না করিবে॥

আপন পড়সী পর করিবে মেহের। নফ্রত দুষ্মন পরে হইবেক ফের॥ সাবেকি ওখতে ইহা হৈয়েছে বয়ান। ওয়াফিক আছে ইহা তাবৎ ইন্সান্॥ কিন্তু আমি এই বাৎ কহি তোমাদেরে। হইবে মেহেরবান দুষ্মনেরও পরে॥ যদি কোন

সাবেক আইনে দেখ আছে এই মানা। কোন মতে তুমি নাহি করিবেক জিনা॥ লেকিন ফর্ম্মাই মুই তোমাদের তরে। আশক করিয়া যদি দেলের ভিতরে॥ দোশ্‌রার জরুর পানে চাহে আঁখ ঠেরে। সে শকশ তাহার সাথে তবে জিনা করে॥ ডাহিনের আঁখ যদি কহিতেছি তোরে। কোনই সুরতে তেরা সাথে বদি করে॥ সে ডাহিন আঁখ তুমি তুরন্ত খুলিয়া। আপনার তন হৈতে দিবেক ফেকিয়া॥ সারা তন লিয়া দোজোখেতে যাওয়া চেয়ে। এক আঁখ খোয়া ভাল দিলাম বাতায়ে॥ তেরা ডান হাঁত যদি তেরা বদি করে। তফাতে ফেকহ তুমি উখাড়িয়া তারে॥ দোজোখেতে সারা তন ফেকা যাওয়া হৈতে। বহুৎ ফাএদা এক হাঁত ফেকে দিতে॥

এও ভি জাহের ছিল জানহ সকলে। জরুরে ছাড়িতে খেশ আছে যার দেলে॥ তাহৈলে ফার্খতি তারে দিবেক খশম। লেকিন শুনহ সবে আমার হুকুম॥ জিনা দোষ বিনা দেখ কোন শক্‌শ যদি। আপন জরুরে কভি দেয় ফারখতি॥ তবে আমি এই বাৎ কহি যে তোমায়। আপন জরুরে সেই জিনাতে গেরায়॥ তাল্লাকী বিবিরে ফের সাদি করে যেই। তার সাথে জিনাকারী করে দেখ সেই॥

এওভি তো সবে খুব আছয়ে মালুম। কোন মতে করিবে না ঝুটাই করম॥ খোদার তরফে নিজ হলফ্ রাখিবে। এও ভি মালুম বেস আছে তোমা সবে॥ লেকিন হুকুম মেরা অএছা জানিবে। কোনহ হলফ নাহি কেহই করিবে॥ ভেস্তের কশম নাহি কভিভি করিবে। সবব খোদার তক্ত তাহাতো জানিবে॥ জমিনের হলফ্ নাহি করিবে আবার।

লেকিন যে ওক্তে তুমি করিবে খয়রাৎ। যে কাম করিবে দেখ তেরা ডানি হাঁৎ॥ নিজ বাঁও হাতেরে ভি নাহি জানাইবে। লেকিন ছিপায়া তুমি খয়রাৎ করিবে॥ ছিপায়া দেখেন যিনি বাপ তোমাদের। তিনিই জাহেরে ফল দিবেন আখের॥ ফের দেখ তুমি যবে নেমাজ পড়িবে। নাছাদিক লোকদের মত না করিবে॥ হৈকলের বিচে আর চকের কেনারে। আদ্‌মিরে দেখায়ে তারা ইবাদৎ করে॥ সাচ্চা বাৎ কহি আমি বুঝে দেখিবেক। তাহারা পাইল ফল কাম মোতাবেক॥ লেকিন যে ওক্তে তুমি নেমাজ করিবে। আপনার কুঠরীতে একেলা ঢুকিবে॥ দরোয়াজা দিয়া কর ছিপায়া নেমাজ। আস্মানি বাপের কাছে করহ আরর্জ॥ ছিপায়া দেখেন তেরা বাপ আস্মানের। জাহেরে তোমারে ফল বক্‌শিবে আখের॥ তোমরা সকলে যবে নেমাজ পড়িবে। কাফের লোকের মত নাহিক করিবে॥ একি বাৎ দফে দফে তাহারা আওড়ায়। দেলের বিচেতে করে খেয়াল সবায়॥ একি বাৎ দফে দফে যদি আওড়াইবে। তাহা হৈলে এবাদৎ কবুল হইবে॥ কভি না হইও তোরা মাফেক তাদের। সবব দর্‌কার আছে যাতে তোমাদের॥ মাঙ্গিবার আগে তাহা জানেন এলাহি। বিল্‌কুল মালুম তাঁরে কিছু ছিপা নাহি॥ এর লেগে তোমা সবে আমি যে বাতাই। অএছা আরজ কর এলাহির ঠাঁই॥ আয় মেরা বেহেস্তের বাপ পরোয়ার। পাক সাফে মানা যাউক নামটী তোমার॥ আর দেখ আইসুক তেরা বাদ্‌শাহৎ। এরাদা তোমার পূরে বেহেস্তে যেমৎ॥ তেমনি হউক পূরা এই দুনিয়ায়। আজিকার খোরাকি তুমি বক্‌শাও সবায়॥ মোরা মাফ করি

শক্‌শ দেখ, তোরে ছেতাইবে। লেকিন তাহারে তুমি দোয়া বক্‌শাইবে। আরো কহি যেই শক্‌শ ঘিন্না করে তোরে। মেহেরেতে ভালাই তুমি করহ তাহারে॥ যে তোরে বদনাম দেয় লাহনত করে। আরজ করহ তুমি সে শক্‌শের তরে॥ বদী ভালা লোক পরে সেই মহাজন। উঠায়ে থাকেন দেখ আপতাপ আপন॥ নেকি বদী যত আছে দুনিয়া মাঝার। পাণি বরষেন যিনি উপরে সবার॥ হেন যে আস্মানি বাপ বড় মেহেরের। তাঁর বেটা বল্যে সবে হইবে জাহের॥ যাহারা পেয়ার করে তোমা সবাকারে। ছেরেফ পেয়ার যদি কর তাহাদেরে॥ তাহৈলে কি ফায়দা হবে তোমাদের তরে। গোমস্তা লোকেও ঠিক অএছাই করে॥ তোদের আস্মানী বাপ জেছা পূরা পাক। তোমরা তাবতে হও তেনারি মাফেক॥

---

৬ বাব।

খয়রাতের বাবত বয়ান।

হুঁশিয়ার, দেখাইতে যতেক ইন্‌সানে। করিবে না নেকি কাম তাদের সাম্‌নে॥ তাহা হইলে আস্মানের বাপজী হইতে। কভিবি তাহার ফল পাবে না পাইতে॥ অতএব যে ওখতে খয়রাত করিবে। মক্করবাজ লোকদের মত না হইবে॥ তাহারা লোকের কাছে তারীফ পাইতে। ইবাদৎ খানা আর শড়ক বিচেতে॥ খয়রাতের ওক্তে তুরি বাজায় যেমন। কভিবি তোমরা নাহি হইবে তেমন॥ কিন্তু মুই সাফ বাৎ কহি তোমাদের। নিজ নিজ বখ্‌সিস মিলেছে তাদের॥

সেই আঁখ হইলে রেশান ॥ অএছা হইলে পরে শুন বিবরণ। রোশনি হইবে তেরা বিলকুল তন ॥ লেকিন তোমার আঁখ গরবাদ হইলে। আন্ধেরা থাকিবে তেরা বেবাক শরীলে ॥ ভিতরের রোশ্নি তেরা হইলে আন্ধার। কত বড় সে আন্ধার ভাব একবার ॥ এক শক্শ দুই জন মনিবের তরে। খেদমৎ করিবারে কোন মতে নারে ॥ হয় সে একেরে বেসি পেয়ার করিবে। দুসরা মনিবে নাহি ভালই বাসিবে ॥ হয় সে একের কামে জাস্তি দেল দিবে। দোসরা জনের কামে গাফেলী করিবে ॥ তেমনি এলাহি খোদা ও ধন দৌলৎ। করিতে না পার এই দুয়ের খেদমৎ ॥ আর এক বাৎ মুই করি যে বয়ান। জান রাখিবার তরে হৈও না হয়রাণ ॥ কোন্ কোন্ চিজ মুই আজিকা খাইব। কিম্বা কোন্ চিজ পিয়ে জান বাঁচাইব ॥ ঢাঁকিতে বদন আর কিই বা পিন্ধিবে। দেল বিচে হেন ভাবা গোনা না করিবে ॥ খানা ও বস্তর হৈতে শরীর তোমার। হয় কি না হয় ঢের গুণে বেহেতর ॥ আস্মানে চিড়িয়া পর করহ নজর। না বুনে আনাজ তারা জান বেহেতর ॥ চিড়িয়া না কাটে সুত কাপড়ের তরে। গোলাতে আনাজ তারা জমা নাহি করে ॥ তউভি তাদের বাপ যিনি বেহেস্তের। হামেশা খোরাক দেখ দেন তাহাদের ॥ চিড়িয়া যে উড়ে যায় আস্মানের পর। তোমরা কি তাহা হৈতে নহ বেহেতর ॥ ভাবাগোনা কোরে কেবা তোদের ভিতর। বাড়ায়েছে এক হাঁত আপন উম্মর ॥ পোষাকের তরে কেন ভাবাগোনা কর। খেতের সোশন পরে করহ নজর ॥ সুতা কাটিবারে তারা না জানে কখন। তবু রোজ রোজ তারা বাড়িছে কেমন ॥ কোন কাম কাজ তারা

জেয়ছা নিজ গুনাগারে। মাফ কর আমাদের গুনা সে প্রকারে॥ ইম্তিহানে আমাদেরে তুমি না গেরাও। লেকিন ফছাদ থেকে সবারে বাঁচাও॥ সবব বাদ্‌শাই, কুদরৎ কেরামৎ। হামেশার তরে হয় তোমার তাবৎ॥ তোমাদের কাছে যেবা হয় গুনাগার। মাফী যদি বক্‌শ তারে না হৈয়া বেজার॥ তবে তোমাদের বাপ যিনি বেহেস্তের। মাফ করিবেন গুনা সব তোমাদের॥ মাফী যদি নাহি বক্‌শ দুসরা জনেরে। খোদাও না বক্‌শিবেন মাফী তোমাদেরে॥ রোজা রাখা হয় দেখ যবে তোমাদের। নাছাদিকদের মত কোর না জাহের॥ তাহারা দুসরা জনে জানাবার তরে। আপন আপন মুখ বেজার যে করে॥ লেকিন তোমরা অএছা কভি না করিবে। সুখা মুখা মুখ নাহি বাহিরে দেখাবে॥ সাফ বাৎ ফর্ম্মাতেছি আমি তোমাদেরে। কামের মাফেক ফল মিলেছে তাদেরে॥ লেকিন তুমি ভি রোজা রাখিবে যখন। লোকেরা তোমারে যেন না দেখে তেমন॥ এর লেগে শির পরে তেল যে মলিবে। মুখ হাঁত ধুয়ে সাফ ও সুত্রা রাখিবে॥ তাহাতে তোমার বাপ ছিপায়ে দেখিবে। জাহেরে তাহার ফল তিনি বক্‌শাইবে॥ কীড়া ও মরিচা লেগে যেথা মাটী করে। সিন্ধ কেটে লিয়া যায় ধন যেথা চোরে॥ হেন দুনিয়াতে তুমি আপনার তরে। জমা না করিবে ধন কহিনু তোমারে॥ কীড়া মরিচায় যেথা গরবাদ না করে। সিন্ধ কেটে লিতে আর নাহি পারে চোরে॥ অএছাই বেহেস্তে জমা কর তেরা ধন। কোন মতে তাহা খোয়া যাবে না কখন॥ সবব তোমার ধন থাকিবে যেথায়। তোমাদের দেল জান রহিবে সেথায়॥ আঁখ হয় শরীরের চেরাগ সমান। আর দেখ

দের তরে বিচার না হবে॥ জেয়ছা বিচারে কর বিচার পরের। তেয়ছাই বিচার দেখ হবে তোমাদের॥ জেয়ছা ওজনে তোরা ওজন করিবে। তেয়ছা ওজনে ফের ওজন হইবে॥ সা-তীর থাকিতে নিজ আঁখের বিচেতে। খেয়াল করিয়া তাহা না দেখ্যে দিলেতে॥ যে তিন্‌কা থাকয়ে ভাএর আখের ভিতর। তাহার উপরে কেন তোমার নজর॥ সা-তীর আপন আঁখে থাকিতে থাকিতে। কি ছুরতে ভাইকে বা পারিবে কহিতে॥ ঘাঁসের টুক্‌রা আছে ভাই তেরা অঁখে। নিকালিয়া দিতে তাহা দেহরে আমাকে॥ আপনার আঁখ থেকে রে ফেরেববাজ। নিকালিয়া ফেল আগে সা-তীর দরাজ॥ তাহা হৈলে আপনার ভাইএর আঁখ হৈতে। দেখিতে পাইবে সাফ তিন্‌কা নিকালিতে॥

কুত্তারে তো পাক চিজ কভি নাহি দিবে। আর শূয়-রের সাম্‌নে মতি না ছড়াবে॥ তাহৈলে পাঁয়েতে তারা তাহা মাড়াইবে। ফের তোমাদের দেখ কাটিতে যাইবে॥

মাঙ্গহ, মাঙ্গিলে পরে তোমারে মিলিবে। ঢুঁড়হ, তা-হৈলে বাদে সুরাক পাইবে॥ কেওয়াড়েতে ঠক ঠক কর তুমি তবে। তাহৈলে কেওয়াড় তেরা লেগে খোলা যাবে॥ সবব যে জন মাঙ্গে সেই জন লেয়। যেই শক্‌শ ঢুঁড়ে দেখ, সেই শক্‌শ পায়॥ কেওয়াড়েতে ঠক ঠক যেই জন করে। দরো-য়াজা খোলা যায় সে শক্‌শের তরে॥ বাপের নজ্‌দিকে যদি বেটা রুটী চায়। কোন্ বাপ সে বেটারে পাথ্‌থর দেলায়॥ আর যদি মচ্ছি মাঙ্গে বাপের হুজুরে। অএছা করিলে পরে সাঁপ দেয় তারে॥ তোমাদের বিচে বল হেন কেবা আছে। বেটারা অএছা পায় বাপদের কাছে॥ বুরা হৈয়ে দেখ যদি তোমরা সকলে। ভালা চিজ দিতে জান আপন ছাবালে॥

কভি নাহি করে। তউভি ফর্ম্মাই আমি তোমাদের তরে॥ সুলেমান নামে যেই বাদশা আছিল। দুনিয়ার বিচে তাঁর জাস্তি ধন ছিল॥ দেল বিচে ভেবে দেখ সেই সুলেমান। খপচুরত নাহি ছিল ইহার সমান॥ অতএব আজ তাজা যাহারে দেখিবে। বেশক সামনের রোজ চুলাতে গিরিবে॥ হেন যে খেতের ঘাঁস দেখিছ তাবৎ। এলাহি ইহারে যদি দিলা এ ছুরৎ॥ অতএব শুন থোড়া ইমান্দারগণ। তোমাকে কি তিনি নাহি দিবেন বসন॥ অতএব আমরা কি খোরাক খাইব। আর বা কি পিয়া এই জান বাঁচাইব॥ কি পিন্ধিয়া ঢাঁকিবেক আপন বদন। এর লেগে ভাবা গোনা কোর না কখন॥ মূরুতের পূজা করে যেই সব জনা। এসব বাবতে তারা করে ভাবা গোনা॥ যে সকল চিজে আছে তেরা দরকার। জানেন ভেস্তের বাপ আল্লা পরোয়ার॥ খোদার বাদ্শাই আর দীনের সববে। ভাবা গোনা সকলের পহেলা করিবে॥ তাহাতে সে সব চিজ তোমাকে মিলিবে। যে সব চিজেতে তেরা দর্কার হইবে॥ আনেওয়ালা রোজ তরে নাহিক ভাবিবে। নিজ তরে সে যে নিজে ভাবিত হইবে॥ হরেক রোজের তরে নিজ ভার তার। বহুৎ তাহার লেগে কহিলাম সার॥

---

৭ বাব।

শাগরেদ লোকের প্রতি নসিহৎ।

দোস্রার বিচার দেখ কভি না করিবে। তাহৈলে তো-

যাতে সবে দেহ জান দেল। কেবল তারাই হবে বেহেস্তে দাখেল॥ সেই রোজ অএছাই জরুর ঘটিবে। খাবিন্দ বলিয়া মোরে বহুতে ডাকিবে॥ তোমার নামেতে দেখ আমরা সবাই। দুনিয়াতে কি ঢের পেষিন্‌গুই কহি নাই॥ তেরা নামে ভূত কি গো নাহি ভাগায়েছি। আজব করম আর নাহি কি করেছি॥ সে সকল লোকে সাফ কহিব ইহাই। আমি তোমা-দিকে দেখ কভি জানি নাই॥ আয় বদকামকারি শক্‌শ তাবতে। তফাতে ভাগিয়া যাও মেরা পাছ হৈতে॥

অতএব শুনে মোর এ বাৎ সকল। যেই শক্‌শ তাহা দেখ করয়ে আমল॥ সে হবে এমন বুঝদারের মাফেক। পাত্‌-থরের পরে যেবা ঘর বানালেক॥ তা বাদে বর্ষিল পানি তুফান আসিল। ঝড়ের মতন জোরে হাওয়াভি ছুটিল॥ তউভি হাবেলি সেই নাহি গেল পড়্যে। সবব বনেদ তার পাত্‌থেরের পরে॥ আর যেই শক্‌শ শুনে এবাৎ সকল। লেকিন সে সবে নাহি করয়ে আমল॥ হেন বেঅকুব হবে বলিতে তাহারে। যে শক্‌শ বানায় হাব্‌লি বালির উপরে॥ তাবাদে বর্ষিল পানি তুফান ছুটিল। হাওয়াভি ছুটিয়া সেই হাব্‌লিতে লাগিল॥ তাহাতে এই তো হাব্‌লি তখনি গিরিল। আর তার সেই গেরা জব্বর হইল॥

এই সব বাৎ ইসা খতম করিলে। তাজ্জব মানিল যত আদ্‌মি সকলে॥ কাতিবদারেরা দেয় জেছা নসীহৎ। তিনি নসীহৎ নাহি দিলেন সেমৎ॥ যে সকল লোক হয় এক্তিয়ার দার। নসীহৎ ছিল তাঁর মাফেক তাহার॥

তবে তোমাদের বাপ ভেস্তের মালেক। দিবে না কি ভালা চিজ যে তা মাঙ্গিবেক॥

পরের যে রূপ কাম তোমরা চাহিবে। তোমরাও তাদের তরে তেমনি করিবে॥ সবব তৌরেৎ আর নবীর কেতাবে। যাহা আছে এ তাহার খোলাসা জানিবে॥ কম চৌড়া রাস্তা দিয়া তোমরা ঢুঁকিবে। জাহান-নামের রাস্তা ফএলা জানিবে॥ খারাবির দরোয়াজা খুব চউড়া হয়। তাহা দিয়া বহুত লোকেরা ঢুকে যায়॥ দরোয়াজা ছোট, পথ সরু জিন্দেগীর। থোড়া লোকে জানে কিন্তু তাহার তাবির॥

বাহিরে যে সব লোক ভেঁড়ার লেবাছে। বাহানা করিয়া আসে তোমাদের কাছে॥ ভিতরেতে গিল্‌নেওয়ালা কেন্দুয়ার মত। এ হেন ফেরেব নবী আসিবেক যত॥ হুঁশিয়ার হবে কিন্তু তাদের বাবতে। ফল দ্বারা তাহাদিগে পাবে পছা-নিতে॥ কাঁটাওয়ালা গাছ দেখ হয় যে সকল। তা থেকে কি পাড়ে কেহ আঙুরের ফল॥ শিয়াল কাঁটার গাছ হইতে কখন। পাড়ে কি ডুমুর ফল কভি কোন জন॥ এ ছুরতে ভাল গাছ ভাল ফল ধরে। আর দেখ বুরা ফল ফলে বুরা পেড়ে॥ ভাল গাছে বুরা ফল কভি নাহি ধরে। ভাল ফল নাহি কভি ফলে বুরা পেড়ে॥ যে গাছেতে ভাল ফল নাহিক ফলিবে। কেটে কুটে সেই গাছ আগে ডালা যাবে॥ অতএব তোমরা যে ফলের মার্ফতে। পারিবেক সে সবেরে পছা-নিয়া লিতে॥

খাবিন্দ খাবিন্দ, বল্যে মোরে ডাকে যারা। বেহেস্তে দাখেল নাহি হবে সবে তারা॥ আস্মানী বাপের মোর হুকুম সকল। যেই যেই শক্‌শ করে হামেশা আমল॥ মেরা এই

ইহার। মেহের করিয়া কর হুকুম জাহের॥ তাহাতেই চাঙ্গা হবে বান্দা গোলামের। আমি নিজে হই দুসরার তাঁবেদার। আবার লস্কর লোক তাঁবেতে আমার॥ আমি যাকে যাও বলি, বেষক সে যাবে। আমি যাকে এস বলি বেষক আসিবে॥ এই কাম কর ইহা বলিলে বান্দারে। বেওজর সেই শক্‌শ সেই কাম করে॥ আরজ করিলে সুবেদার এ ছুরতে। তাজ্জব মানিলা ইসা আপন দিলেতে॥ সাথে যত আদ্‌মি ছিল কহিলা তাদেরে। ঠিক বাৎ এই আমি কহি সবাকারে॥ ইস্রেলের বিচে দেখ আছে যত জন। পাই নাই কারু কাছে ইমান এমন॥ আর আমি সাফ কহি শুন দেল দিয়া। পূরুব পশ্চিম হৈতে বহুতে আসিয়া॥ ইব্রাহীম, ইসাহাক য়াকূবের সাথে। বেহেস্তেতে বসিবেক সভে এক সাথে॥ রাজ্যের লড়কাগণে আখেরে দেখিবে। বাহেরে যে আগ আছে তাতে ডালা যাবে॥ বড় পেরেশান সেথা সাফ কহিতেছি। সেথানেতে রোণা আর দাঁত খিচি মিচি॥ এহা বাদে ইসামসী খোশাল হইয়া। সুবেদার তরে ইহা দিলা ফর্ম্মাইয়া॥ যাও সুবেদার জেছা করিলে এত্‌বার। তাহার মাফেক ফল হউক তোমার॥ ইসামসী এই বাৎ যদি ফর্ম্মাইল। তদ্‌ঘড়ি তার বান্দা চাঙ্গা যে হইল।

পিতরের শাস ওগয়রহকে চাঙ্গা করন।

এহা বাদে পিতরের মকানে আসিয়া। দেখিল তাহার শাস রয়েছে পড়িয়া॥ বোখারেতে কাবু হৈয়া সে শুইয়াছিল। দেখিয়া মসীহ তার বদন ছুইল॥ তাহাতে বেমারি তার তখনি ছুটিল। উঠিয়া সে খাবিন্দের খেদমৎ করিল॥

৮ বাব।

কোড়িকে চাঙ্গা করণ।

পাহাড় হইতে ইসা নীচে উতরিল। বহুত ইনসান তাঁর পিছনে আইল॥ এক জন কোড়ি লোক নজদিকে আসিয়া। আরজ করিল তাঁরে সেজদা করিয়া। আয় খোদাবন্দ, যদি তেরা দেলে চায়। সাফ করিবারে তবে পারহ আমায়॥ ইহা শুনি ইসামসী হাঁত বাঢ়াইয়া। বয়ান করিলা এই তাহারে ছুইয়া॥ সাফ হৈয়ে যাও তুমি এরাদা আমার। সেই ওক্তে কুঠ ভাল হইল তাহার॥ ডাকিয়া তাহারে ইসা ফর্মাইলা ফের। এ মাজেজা কারু কাছে না কর জাহের॥ লেকিন যাইয়া তুমি মোল্লার নজদিকে। সেরেফ দেখাবে তুমি সেথা আপনাকে। তুমি যে হৈয়েছে সাফ পচা কুঠ হৈতে। আদমির সামনে ইহা সাবুদ করিতে॥ মুসা নবী করিয়াছে যাহা মুকরর। এখনই আদায় কর গিয়া সে নজর॥

স্বেদারের বান্দাকে চাঙ্গা করণ।

ইহা বাদে সেথা হৈতে তশরিপ লইলে। কফর নাহুম নামে মুল্লুকে পৌঁছিলে॥ এক সুবেদার এসে তাঁহার নজদিকে। আরজ করিয়া এহা কহিল তেনাকে॥ রসা রোগ হৈয়ে মোর বান্দা এক জন। বিছানায় পড়ে ঘরে হয় পেরেশান॥ কহিলেন ইসা তারে মুই সেথা যাব। যাইয়া বান্দারে তেরা চাঙ্গা যে করিব। এই বাৎ শুনে সুবাদার নেকবান। জওয়াবে ইসার কাছে করিল বয়ান॥ আমার ঘরে যে লিবে তসরিপ তোমার। কোন মতে নাহি মুই লাএক

তিনি ছিলেন তখন। তাঁহার নজ্‌দিকে গিয়া শাগরেদগণ॥ জাগাইয়া তাঁরে তারা কহিল এয়ছাই। জান রাখ খোদাবন্দ, নৈলে মর্‌য়ে যাই॥ তাহাদিগে ইসামসী কহিলেন তবে। থোড়াই ইমান্‌দার দেখি তোরা সবে॥ দশীহৎ কর সবে কিসের লাগিয়া। উঠিলেন এই বাৎ তাদিগে ফর্মাইয়া॥ সমুন্দর আর ঝড় দোনরে ধম্‌কাইল। তাহাতে তাহারা দোন চাএন হইল॥ সুমুদ্রের পানি যদি থির থার হৈল। তাজ্জুব মানিয়া লোকে তখন কহিল॥ কেয়ছা শক্‌শ এই কি কহিব আর। হাওয়া ও সমুদ্র মানে হুকুম এনার॥

দুই শক্‌শ হইতে ইসার ভূত ছাড়াওন।

ইহা বাদে পার হৈয়া ইসামসী ফের। গিদিরিয় মুলুকেতে পৌঁছিলা আখের॥ দুজন দেওয়ানা আদ্‌মি গোরস্থান হৈতে। উঠিয়া যে মুলাকাৎ কৈল তাঁর সাথে॥ অএছা জবরদস্ত ছিল দোন জন। পথ দিয়া লোক নাহি চলিত কখন॥ উচাঁ আওয়াজেতে তারা কহে আর বার। আয় ইসা বেটা তুমি এলাহি খোদার॥ কেন তুমি আসিতেছ আমাদের কাছে। তেরা সাথে আমাদের এলাকা কি আছে॥ তুমি বুঝি মুকররি ওক্তের আগুতে? তস্‌দিয়া দিতে আসিতেছ এ জাগাতে? এক বড় শূয়রের পাল সে ওখতে। চরিতেছিলেক তার থোড়াই তফাতে॥ মিন্নৎ করিয়া কহে ভূতগণ তবে। অগর মোদেরে যদি তুমি ছাতাইবে॥ ঐ শূয়রের পালে লইতে পনাহ। আমাদের সবে তবে এজাজৎ দেহ॥ তাহাদিগে যদি ইসা যাইতে বলিল। শূয়রের পালে তারা পনাহ লইল॥ বেবাক শূয়র তবে ঢাল জাএগা দিয়া। ডুবিয়া

তাবাদে সাঞ্জের ওক্ত যখন হইল। বহুৎ দেওয়ানা তাঁর কাছে আনা গেল॥ বাতের মার্ফতে খালি মসীহ তথন। ছাড়াইলা তাহাদের হৈতে ভূতগণ॥ হরেক বেমারি লোক অএছা ছুরতে। আরাম করিলা তিনি বাতের মার্ফতে॥ এগুনেতে ইসাইয়া নবীর মার্ফতে। কহা গেল যেই বাৎ পূরা হৈলো এতে॥ "আমাদের কম জোরি সব তিনি নিল। মোদের বেমারি যত আপনি সহিল॥"

ইসার শাগরেদগণের কাম।

বহুত্ লোকের ভিড় দেখে চারি ভিতে। সুমুদ্রের দোশ্‌রা পারে কহিলা যাইতে॥ কোনই কাতেব লোক আসি সে ওখতে। ইসার নজ্‌দিকে দেখ লাগিল কহিতে॥ আয়, খোদাবন্দ তুমি যাবে যে জাগাতে। আমিও ভি সেই খানে যাব তেরা সাথে॥ তাহাতে কহিলা ইসা সে শক্‌শের কাছে। শিয়ালের তরে দেখ তার গাঢ়া আছে॥ বাঁসা আছে আস্মানের চিড়িয়াগণের। মাথা থুভে জাগা নাই আদ্‌মির পুতের॥ আপন শাগ্‌রেদ এক কহিল তেনারে। বাপের কব্বর দিতে ছেড়ে দেও মোরে॥ বাপের কব্বর দিতে হুকুম চাহিলে। ইসা মসী তার তরে এবাৎ কহিল॥ আমার পিছনে আসা তেরা বেহেতর। মুর্দ্দারাই দিক গিয়া মুর্দ্দার কব্বর॥

ইসার তুফান আমজাইবার বয়ান।

বাদে ইসামসী যবে নাএতে উঠিল। শাগ্‌রেদ সকলে তাঁর পিছনে চলিল॥ তাহাতে তুফান বড় সমুদ্রে উঠিয়া। তুফানে তুফানে নাও গেল যে ঢাকিয়া॥ লেকিন শুইয়া

হে চলিয়া॥ তাহাতে তদ্‌ঘড়ি সেই অরধাঙ্গী উঠিয়া। আপনার মকানেতে গেল যে চলিয়া॥ অএছা আজব কাম হেরিয়া আঁখেতে। তাজ্জুব মানিল লোকে আপন দিলেতে॥ খোদা যে আদ্‌মিরে এয়ছা মক্‌দুর বক্‌শিল। এর লেগে তাঁর ঢের তারেফ করিল॥

মথিকে ইসার ডাকিবার বয়ান।

সে জাএগা হইতে ইসা যাইতে যাইতে। হাজের হইল শেষে মাশুল খানাতে॥ মথি নামে শক্‌শ সেথা আছিল বসিয়া। বয়ান করিল ইসা তাহারে ডাকিয়া॥ মেরা সাথে পিছে এস বলিয়া ডাকিল। তাহাতে মথিও তাঁর পিছনে চলিল।

তহশীলদার ও গুনাহগারদের সাথে ইসার খানা খাইবার বয়ান।

পরে ইসামসী দেখ ঘরেতে ঢুকিয়া। খানা খাইবার তরে গেলেন বসিয়া॥ হরেক গুনাহগার সেখানে আছিল। তারাও তাঁদের সাথে খানাতে বসিল॥ তাহাতে ফিরুশীগণ এ সব দেখিয়া। শাগরেদ লোকেরে তাঁর কহিল ডাকিয়া॥ তোমাদের মুরশেদ কিশের লাগিয়া। তশীল্‌দার গুনাগার মজ্‌লিশে বসিয়া॥ ইহারা যে বদ লোক সাথে ইহাদের। বেওজর খানা পিনা করিছেন ফের॥ তাহাদের এই বাৎ মসীহ শুনিয়া। কহিলেন তাহাদেরে জওয়াব করিয়া॥ যাদের বিমার নাই, দেখ তাহাদের। কিছুই দরকার আর নাহি হকিমের॥ লেকিন বেমারি আছে যে সব লোকের। তাদের দরকার কিন্তু আছে হকিমের॥ আমিত পেয়ার নাহি করি

মরিল তেজে পানিতে গিরিয়া॥ নেগাহবানেরা গিয়া শহ্‌রেতে ফের। দেওয়ানা লোকের কথা করিল জাহের॥ তাহাতে যতেক লোক মসীহের সাথে। মুলাকাৎ করিবারে এলো বাহিরেতে॥ দেখিয়া তাহারা তাঁরে বহুৎ মিন্নতে। কহিল তাঁহারে নিজ দেশ হৈতে যেতে।

---

৯ বাব

এক অর্দ্ধাঙ্গিকে ইসার চাঙ্গা করিবার বয়ান।

ইহা বাদে পার হৈয়া মসীহ নৌকাতে। পরে তিনি আইলেন আপন বস্তীতে॥ আছিল অর্ধাঙ্গী এক খাটের উপরে। আনিল লোকেরা তারে ইসার হুজুরে॥ তাহাতে মসীহ দেখে তাদের ইমান। অর্ধাঙ্গীর তরে ইহা করিলা বয়ান॥ আয় মেরা বেটা তুমি খাতেরজমা রহ। মাফ করা গেল দেখ তোমার গুনাহ॥ এই বাৎ শুনে সাফি লোকেরা ভাবিল। তবে এই শক্‌শ দেখ কুফর বকিল॥ ইসামসী তাহাদের বুঝিয়া গুমান। তাহাদের তরে অএছা করিলা বয়ান॥ কিসের সববে দেখ তোমরা সকলে। বদ্‌গুমান করিতেছ নিজ২ দেলে॥ মাফ করা গেল দেখ তোমার গুনাহ। ইমানে উঠিয়া তুমি এখন ফিরহ॥ দেখ এই দোন বাতের দর্‌মিয়ান। কোন্ বাৎ ফর্ম্মাইতে আছয়ে আছান॥ লেকিন মাফিতে গুনা এই দুনিয়ার। মকদুর আছে যে এই আদ্‌মির বেটার॥ ইহা জেছা তারা সবে পারে সমঝিতে। এর লাগি অর্ধাঙ্গীরে লাগিলা কহিতে॥ উঠ বেটা, উঠে তেরা পালঙ্গ লইয়া। আপন মকানে তুমি যাও

এহি ওখ্‌তেই মোর বেটী যে মরিল॥ তুমি এসে তার পরে রাখ যদি হাঁত। তবে ত আমার বেটী বাঁচিবে নেহাৎ॥ ইসামসী খোদে আর শাগরেদেরা সবে। উঠিয়া তাহার পিছে চলিলেন তবে॥ হেন ওক্তে এক নারী সেখানে আছিল। বারো বর্‌শ তক যার লহু গির্ত্তেছিল॥ সে আওরৎ লিয়া দেখ ইসার পিছন। পিছন তরফে ছুলো কাপ্‌ড়ার দাওন॥ ছেরেফ তেনার কাপ্‌ড়া ছুঁইতে পারিলে। আরাম হইব ইহা ভাবে সেই দেলে॥ বাদে ইসা মসী নিজ মুখ ফিরাইয়া। বয়ান করিলা সেই নারীরে দেখিয়া॥ রহ রে খাতের জমা আয় মেটী মেরা। আরাম করিল তুঝে ইমান তোমারা॥ ইসা মসী যবে এই বয়ান করিল। তদ্‌ঘড়ি সে আওরৎ আরাম হইল॥

বাদে ইসা সরদারের মকানে পোঁছিয়া। বাজন্দার লোকে সোর করিতে দেখিয়া॥ কহিলেন সব লোক যাও নিকালিয়া। মরে নাই লড়কি খালি রয়েছে শুইয়া॥ শুনিয়া ইসার বাৎ সেই সব লোকে। সকলেই বড় ঠাট্টা করিল তেনাকে॥ লেকিন লোকের ভিড় হইলে বাহের। ঘরের ভিতরে ইসা ঢুকিলেন ফের॥ সে মুরদা লড়কির হাঁত যখন ধরিল। তদঘড়ি লড়কি জিন্দা হইয়া উঠিল॥ আর দেখ সে কামের এই শহরৎ। ফএলিয়া গেল এই মুল্লুক তাবৎ॥

দুই জন আন্ধাকে আঁখ দিবার বয়ান।

সে জাএগা হইতে ইসা হইলে রওয়ানা। পিছনে২ এসে আন্ধা দুই জনা॥ আয় দায়ূদের বেটা আমাদের পরে। রহম করহ তুমি আপন মেহেরে॥ দোন জনে এই বাৎ বলি চিল্লা-

কোরবাণি। বল্‌কে পেয়ার আমি করি মেহেরবানি॥ তোমরা যাইয়া শিখ এ বাতের মানে। আসিনি ডাকিতে আমি নেক পাকগণে॥ লেকিন সেরেফ খালি দেল ফিরাইতে। গুনাগারগণে আমি এসেছি ডাকিতে॥

তাঁহার শাগরেদগণের রোজা না রাখিবার বয়ান।

বাদে এহিয়ার যত শাগরেদ আসিয়া। তাঁহার নজদিকে কহে বয়ান করিয়া॥ ফিরুশী লোকেরা আর আমরা তাবতে। রোজা রেখে থাকি দেখ বহুৎ ছুরতে॥ লেকিন তোমার এই শাগরেদ সবে। নাহি রাখে রোজা বল কিসের সববে॥ এই বাৎ শুনে ইসামসী তার পরে। কহিলেন এহি রূপে তাহাদের তরে॥ দুলা থাকে যবতক্ বরাতির সাথে। পারে কি তব্‌তক তারা উদাস হইতে॥ কিন্তু দেখ তাহাদের নজ্‌দিক হইতে। লিয়া যাওয়া যাবে দুলা যেইত ওখতে॥ এয়ছা ওখত ফের যখন আসিবে। সেইত ওখ্‌তে তারা রোজা যে রাখিবে॥ নয়া কাপড়ের তালি পুরাণা কাপড়ে। না লাগায় কোন শক্‌শ কহিনু তোমারে॥ সে কাপড়ে ফেটে যায় আছল কাপড়। বড়ই খারাপ ছেন্দা হয় তার পর॥ পুরাণা কুপাতে আর দেখ কোন জন। আঙ্গুরের রস নাহি রাখিবে কখন॥ আঙ্গুরের রস তাতে গিরে যায় সব। কুপা ভি তাহাতে হয় বড়ই খারাব॥

সরদারের মুরদা লড়কিকে জিন্দা করন।

এই বাৎ বলিবার ওখ্‌তে আবার। তাঁহার নজ্‌দিকে এসে এক সরদার॥ সেজদা করিয়া তাঁরে বয়ান করিল।

ভেজিবার ওক্তে ইসা এ বারো জনেরে । ফর্ম্মাইলা এ হুকুম তাহাদের তরে ॥ দোশরা মুল্লুকী যারা রাহে তাহাদের । যাবে না তোমরা কভি জানিবে খয়ের ॥ শোমিরণী লোক-দের যে সব শহর । না হৈও দাখেল কভি সে সবের পর ॥ বনি ইস্রেলের যত ভেঁড়ী খোয়া গেছে । তোমরা সকলে যাও তাহাদের কাছে ॥ ওয়াজ করিয়া আর এই বাৎ বল । আস্‌-মানের বাদ্‌শাহৎ নজ্‌দিক হইল ॥ করহ আরাম যারা আছয়ে বিমার । পাক কর তারে কুঠ রয়েছে যাহার ॥ আর যত মুরদা লোক দেখিবারে পাও । তাহাদের তরে ফের জিন্দেগী বক্‌শাও ॥ ভূতে ধরা যত লোক দেখিতে পাইবে । তাহা-দের হৈতে ভূত নিকালিয়া দিবে ॥ আর এক বাৎ এই দেলেতে সমঝিবে । বেদামে পেয়েছ ফের বেদামে বিলাবে ॥ কোমর বন্দের বিচে কিন্তু তোমাদের । চাঁদি সোণা কোন চিজ লিও না আখের ॥ ঝুলি, জুতা, লাঠি আর কুর্ত্তা দুই কোরে । সাথে কোরে নাহি লিবে শফরের তরে ॥ সবব মজুর লোক যে সকল রয় । মজুরি পাইতে তারা লাএক যে হয় ॥ কোনই শহরে কিম্বা বস্তীর ভিতরে । তোমরা সকলেতে হাজের হৈলে পরে ॥ সে জাগায় কোন্‌ শক্‌শ আছয়ে লাএক । আগুতে তাহার তহ-কিক করিবেক ॥ বাদে যবতক নাহি রওনা হইবে । তব্‌তক সে শক্‌শের নজ্‌দিকে থাকিবে ॥ দাখেল হইবে তার ঘরে যে বখৎ । সে বখতে তার তরে দিবে বরকত ॥ তাহাতে সে ঘর যদি লাএক হইবে । তোদের বরকৎ তার পরে ঠাহরিবে ॥ লেকিন আগর যদি না হবে লাএক । তোমাদের পরে সে বরকৎ ফিরিবেক ॥ যারা তোমাদের নাহি কবুল করিবে ।

ইয়া। পিছনে২ তাঁর চলিল ধাইয়া॥ বাদে ইসা মসী ঘরে ঢুকিল যখন। আইল তাঁহার সামনে এই দুই জন॥ তবে কহিলেন ইসা তাহাদের তরে। একাম করিতে আছে মক্দুর আমারে॥ এয়ছা একিন কি গো আছে তোমাদের। তাহারা কহিল খোদাবন্দ সে খয়ের॥ তাহাদের আঁখ ছুঁইয়া কহিলেন ফের। ইমান মাফেক্ এবে হৌক তোমাদের॥ তাহাতে তাদের আঁখ গেল যে খুলিয়া। ফের তাহাদেরে শক্ত হুকুম করিয়া॥ কহিলেন খবরদার হৈয়া গিয়া রহ। ইহার খবর যেন নাহি পায় কেহ॥ লেকিন তাহারা দোন রওয়ানা হইয়া। সারা মুল্লুকেতে দিল মাশুর করিয়া॥

---

১০ বাব।

বারো শাগরেদকে রওনা করিবার বয়ান।

এই সব কাম যবে গেলেক চুকিয়া। বারো জন শাগরে-দেরে মসীহ ডাকিয়া॥ নাপাক যে সব রূহ তাহা ছাড়াইতে। হর রকমের ব্যামো আরাম করিতে॥ হরেক মরজ দেখ করি-বারে দূর। তাহাদিগে তিনি তবে দিলেন মক্দুর॥ সেই বারো রশুলের এই নাম হয়। পহেলে শিমোন যারে পিতর ভি কয়॥ আন্দ্রিয় নামেতে তার ভাই এক জন। শিবদির দুই বেটা য়াকোব যোহন॥ ফিলিপ বর্থলময় থোমা মর্দ্দ আর। তহশীলদার মথি নামটী যাহার॥ য়াকোব আল্ফের বেটা শুনহ সকলে। লিব্বেয় যাহাকে ফের থদ্দেয় ভি বলে॥ তার বাদে এক জন কিনানি শিমোন। আরও এক শক্শ আছে শুন দিয়া মন॥ মথিরে গ্রেফ্তার করে যে শকশ বেহুদা। সেই এক জন ঈস্করিতীয় এহুদা॥

দেখ তোরা মেরা নামের সবরে। লোকের নজদিকে বড় নাকরতি হবে॥ কিন্তু যে আখের তক রহে পাএদার। আখেরে নজাৎ দেখ হইবে তাহার॥ যদি এক শহরেতে তারা ছাতাইবে। দোশ্‌রা শহরে তোরা পলায়া যাইবে॥ সচ্‌বাৎ আমি কহিতেছি তেরা তরে। ইস্রায়েল মুল্লুকের বেবাক শহরে॥ না হৈতে খতম তোমাদের শফরের। ইব্‌নে ইন্‌সান দেখ আসিবে খয়ের॥ শাগরেদ না হয় বড় উস্তাদ হইতে। বান্দা নাহি হয় বড় খাবিন্দের চেতে॥ শাগরেদ আগর হয় উস্তাদ বরাবর। তাহৈলে তাহার তরে হয় বেহেতর॥ বান্দা যদি খাবিন্দের মত হৈতে পারে। অএছা হইলে মুই বশ্‌ বলি তারে॥ ঘরের মালেক দেখ যে জন হইল। আগর তাহারা তারে বাল্‌সিবুব বলিল॥ তাহৈলে তেনার লোক যে সব হইবে। সে সবেরে তারা বল কি নাহি কহিবে॥ লেকিন কোর না ডর তোরা তাহাদের। অএছা ঢাঁকা কিছু নাই না হবে জাহের॥ আর দেখ যাহা নাহি মালুম হইবে। অএছা পোশিদা হৈয়ে কিছু না রহিবে॥ আন্ধেরাতে আমি যাহা কহি তোমাদের। তোমরা রোশ্‌নিতে তাহা করহ জাহের॥ কানা কানি কোরে যাহা পাইছ শুনিতে। করহ ওয়াজ তাহা ছাৎ পর হৈতে॥ যাহারা বদন তেরা পারে মারিবারে। রূহকে মারিতে নাহি এক্তিয়ার ধরে॥ দহশৎ তুমি নাহি কর তাহাদের। লেকিন বদন রূহ এই দোন ফের॥ দোজোখে ডালিয়া পারে হল্লাক করিতে। তেনারে ছেরেফ দেখ হয় যে ডরিতে॥ দেখ এই দুই দুই গুরেয়া চিড়িয়া। এক এক পয়সাতে কি যায় না বিকিয়া॥ তোদের বাপের কিন্তু হুকুম বেগর। একটা ভি পড়ে নাকো জমীনের পর॥ যে সব রয়েছ বাল তেরা শির

আর তোমাদের বাৎ নাহিক শুনিবে॥ তাহাদের ঘর দেশ হৈতে যবে যাবে। আপন পাঁয়ের ধূলা ঝাড়িয়া যে দিবে॥ সচ কোরে আমি কহিতেছি তোমাদের। আসিবে যখন ওক্ত সে কিয়ামতের॥ ঐ শহরের যেই হাল্লৎ হইবে। সিদোম অমোরা চেয়ে খারাব জানিবে॥

ছাতান খাইবার বখতে তশল্লি দিবার বয়ান।

আর কেন্দুয়ার বিচে ভেঁড়ীরা যেমন। সে রকমে তোমাদিগে ভেজিনু এখন॥ চাল্লাক হইবে তাই সাঁপের সমান। কবুতর মত সবে হবে বেনোক্সান॥ খবরদার রহ মোদ্দা আদমিদের হৈতে। তাহারা ঠেলিবে তোমা সবে আদালতে॥ আর তোমাদের ধর্‌য়ে তারা লিয়ে যাবে। এবাদৎ গাহে লিয়া কোড়া যে মারিবে॥ আর দেখ তোরা সবে আমার কারণে। মুল্লুকের হাকিম আর বাদ্‌শার সাম্‌নে॥ তাহাদের আর দোশ্‌রা মুল্লুকীর পরে। আনা যাবে তোমাদের গওয়াহির তরে॥ লেকিন অএছা যবে হাজের হইবে। কি ছুরতে কি বাবতে জওয়াব করিবে॥ না হৈও ফেকেরবন্দ তাহার কারণ। সবব বলিতে যাহা লাজেম তখন॥ সে ওখতে তোমা সবে জানান যাইবে। তাহার লাগিয়া ভাবা গোনা না করিবে॥ সবব বোল্‌নেওয়ালা তোরা সবে নহে। কিন্তু যে বাপের রূহ তেরা বিচে রহে॥ তোমাদের মারফতে তিনি বাৎ কন। আসলে বোল্‌নেওয়ালা তিনিই যে হন॥ ভাই ভাইকে, বাপ বেটাকে আবার। কতলের তরে করাবেক গ্রেফ্‌তার॥ মা বাপের মোখালেফ্ লড়কারা হইবে। আর দেখ তাহাদের কতল করাবে॥ আর

মাদেরে যেই শক্শ কবুল করিবে। সে মোরে কবুল করে এ বাৎ জানিবে॥ আর দেখ আমারে কবুল করে যেই। ভেজ্নেওয়ালাকে মোর মেনে থাকে সেই॥ যে করে নবির নামে নবিরে কবুল। সেই শক্শ তরে মিলে নবির যে ফল॥ সাদিকের নামে যে সাদিকে কবুলায়। সাদিকের ফল কিন্তু সেই শক্শ পায়॥ এই ছোটদের বিচে শাগরেদ বলিয়া। সচ্ সচ্ আমি তুঝে দিতেছি কহিয়া॥ পেয়ালা ভর ঠাণ্ডা পানি তাহারে পিলায়। সে শক্শ আপন ফল কভি না হারায়॥

---

১১ বাব।

এহিয়ার শাগরেদগণকে ইসার নজ্দিকে ভেজিবার বয়ান।

এছাই ছুরতে বারো শাগরেদের পরে। আপন হুকুম ইসা খতম যে করে॥ নসিহৎ দিতে আর ওয়াজ করিতে। রওনা হইলা ইসা যেই জাগা হৈতে॥ কয়েদ খানার বিচে থাকিয়া এহিয়া। মসীহের এ কামের খবর পাইয়া॥ আপনার দুই জন শাগরেদ ভেজিল। মসীহের কাছে এই সওয়াল করিল॥ সেই আনেওয়ালা শক্শ তুমি কি আখের। কিম্বা এন্তেজারি মোরা করিব অন্যের॥ জওয়াব করিয়া ইসা কহিল তখন। তোমরা দোজনা যাও ফিরিয়া এখন॥ শুনিবারে যাহা আর দেখিবারে পাও। এহিয়ার কাছে গিয়া সে সব জানাও॥ দেখিতে পাইছে আন্ধা লেঙ্গড়া চলিছে। কোঢ়িরা হইছে পাক, বহেড়া শুনিছে॥ মুরদারা উঠিছে আর গরিবের কাছে। খুশ খবরির কথা ওয়াজ হৈতেছে॥ ঠোক্করের হেতু যার নাহি হই মুই। খয়ের জানিবে দেখ মুবারক সেই॥

পরে। গুস্তি করা আছে ইহা তেনার হুজুরে॥ তবে দহশৎ নাহি করিবে আখের। তোমরা গুরেয়া হৈতে বেসি কিম্মতের॥ আর দেখ কত লোক আদমির কাছে। খাঁটি দেলে আমারে যে কবুল করেছে॥ আমি ভি হুজুরে মেরা আস্মানি বাপের। কবুল করিব সেই সবারে আখের॥ আর দেখ যেবা কেহু আদমির গোচরে। কবুল না করে মোরে এনকার করে॥ আসমানি বাপ যিনি হয়েন আমার। তাঁহার সামনে তারে করিব এন্‌কার॥

শাগরেদগণের আএন্দা তস্‌দির বয়ান।

আসিয়াছি দুনিয়াতে তশল্লি দেলাতে। অএসা গুমান নাহি করিও দেলেতে॥ আসি নাই মুই হেথা মেলাপ করাতে। লেকিন এসেছি তলোয়ার চালাইতে॥ বাপের সাথেতে তার আপন বেটার। মায়ের সাথেতে তার আপন কন্যার॥ বহুর জুদ্দাই তার শ্বাশুড়ীর সাথে। ঘটাইতে আসিয়াছি আমি দুনিয়াতে॥ তাহাতে ঘরের লোক আপন আপন। দুনিয়ার আদমির হইবে দুষ্‌মন॥ মা বাপেরে আমা হৈতে যে করে পেয়ার। যে শক্‌শ না হয় কভি লাএক আমার॥ বেটা বেটীগণে আমা হইতে পেয়ার। যে করে সে শক্‌শ নহে লাএক আমার॥ আপন সলিব তুলে আর যেই জনে। খাঁটি দেলে নাহি চলে আমার পিছনে॥ আমার লাএক সে যে কভি না হইবে। আমার বয়ান এই বেষক জানিবে॥ আর যেই শক্‌শ নিজ জান বাঁচাইবে। সেই শক্‌শ বেওজর তাহা হারাইবে॥ সেই জন আপনার জান বাঁচাইবে। যেই শক্‌শ মেরা তরে তাহা খোয়াইবে॥ তো-

কাছে বাঁশী যে বাজাই। লেকিন তোমরা কেহ নাচ কর নাই॥ মাতাম করেছি মোরা তোমাদের ঠাই। লেকিন তোমরা কেহ ছাতি পিট নাই॥ এই বাৎ যেই সব লড়্কাগণ কয়। এ সব লড়্কার মত তাহারা যে হয়॥ সবব এহিয়া নবি জমিনে আসিয়া। কাটিত আপন দিন না খাইয়া না পিয়া॥ তাহাতে লোকেরা সবে ইহা বলিয়াছে। এহিয়ার সাথে এক বদ্রূহ আছে॥ ইবনে ইন্সান এসে খানা পিনা করে। তাহাতে লোকেরা ইহা কহে তাঁর তরে॥ সরাবি পেটুক এই শক্শ বেশুমার। গুনাগার আর তশীলদারের ইয়ার॥ কিন্তু হেকমতের দেখ আপন ফর্জ্জনে। সেই হেকমতেরে ঠিক বেআএব জানে॥

কোরাশীন, ও বৈৎ সৈদা, ও কফরনাহূম, এই তিন
শহরের ওয়াস্তে ইসার আপশোস।

বহুৎ আজব কাম সকলের চেতে। করিয়াছিলেন ইসা যে যে শহরেতে॥ তাদের বাসেন্দাগণ তৌবা না করাতে। ধমকাইয়া তখন ইসা কহিলা তাবতে॥ হায় হায় কোরাশীন বৈৎ সৈদা শহর। করেছি যে সব কাম তোদের ভিতর॥ সোর আর সিদোম শহর দরমিয়ান। যদি করা যাইতেক সেই সব কাম॥ ঢের আগে বাসেন্দারা ছাইতে বসিয়া। তৌবা খেঁচিত সবে নেকড়া পিন্ধিয়া॥ লেকিন ফর্মাই মুই দেখ তোমরা সবে। রোজ কিয়ামত যবে দাখেল হইবে॥ তোদের হালৎ হৈতে সোর সিদোমের। হইবে হালৎ ঢের আছান আখের॥ উঠেছ কফরনাহূম আসমান তক। লেকিন দোজোখ তক নামিবে বেষক॥ সবব তোমার বিচে করেছি

তাহারা চলিয়া গেলে মসীহ তখন। এহিয়ার বাবতে যে কহিলা এমন॥ কি দেখিতে গিয়াছিলা তোমরা জঙ্গলে। হাওয়ার মার্ফতে বুঝি হিল্‌নেওালা নলে॥ তবে কি দেখিতে গেলা বলহ আমাকে। মেহিন পোষাক পরা কোন কি শক্‌শকে॥ মেহিন কাপড় দেখ পিন্ধে যে সকলে। তাহারা যে রহে বাদ্‌শাহের মহলে॥ তবে কি দেখিতে গেলা বলহ আমাকে। বুঝি তবে কোন এক শক্‌শ নবিকে॥ নবি হইতে ভি বড় হয় সেই জন। তোমাদের কাছে আমি করিনু বয়ান॥ সবব এ হয় সেই শক্‌শ আখের। কিতাবে যাহার তরে এছাই জেকের॥ "ফেরেস্তা ভেজিব আমি আগেতে তোমার। সে গিয়া তোমার রাহা করিবে তৈয়ার॥" তোমাদেরে সচ্‌ বাৎ কহিতেছি আর। ঔরতের পেটে পয়দা যতেক জনার॥ বাপ্তিস্মা দেলানেওয়ালা এহিয়া হইতে। তারা কেহ বড় নাহি হয় কোন মতে॥ তর্দ্‌ভি আস্মানি রাজ্যে ছোট যে সবার। এহিয়া হইতে বড় সে হয় আবার॥ এহিয়ার ওক্ত হৈতে এ ওক্ত লাগাৎ। আস্মানি রাজের পর হয় জুলুমাৎ॥ আর যে সকল লোক হয় জোরদার। জোরেতে যাইয়া করে দখল তাহার॥ সবব বেবাক নবি আর তউরৎ। এহিয়া লাগাৎ করিয়াছে নবুয়ৎ॥ চাহ যদি এই বাৎ করিতে কবুল। আনেওয়ালা এলি এই শক্‌শ মকবুল॥ শুনিবার তরে আছে কান যে জনার। শুনুক সেই ত শক্‌শ এ বাৎ আমার॥

কাহার সাথেতে মুই এই জমানার। তম্‌সিল করিতে পারি লোক সবাকার॥ যেই সব লড়কাগণ বাজারে বসিয়া। বলয়ে আপন দোস্তগণেরে ডাকিয়া॥ রোজ রোজ তেরা

১২ বাব।

এৎওয়ারের রোজের বাবতে ফিরুশিদের
সাথে বাৎ চিৎ করণ।

এৎওয়ারের রোজে ইসা সেইত বখতে। ফসলের খেত দিয়া যাইতে যাইতে॥ তাঁহার শাগ্রেদগণ ভুখা যে আছিল। ফসলের শিষ ছিঁড়া খাইতে লাগিল॥ এই দেখে তারা মসী-হের কাছে কহে। এৎবারের রোজে যাহা মনাছিব নহে॥ তোমার শাগ্রেদগণ সেই কাম করে। শুনিয়া কহিলা তিনি তাহাদের তরে॥ ভুখা হৈলে দায়ূদ ও সাথিগণ তার। কি কাম করিয়াছিল হৈকল মাঝার॥ নজরের রূটী যাহা থাকে সেখানেতে। কাহেনদার ছাড়া কেহ পারে না খাইতে॥ দায়ূদ ও সাথিগণ খাইল তাহাই। তোমরা সভে কি ইহা কভি পড় নাই॥ যতেক কাহেনদার হৈকল মাঝারে। না মানে এৎবার তারা রোজ এৎবারে॥ তউভি কশুর বন্দ না হয় তাহারা। শরিওত বিচে ইহা পড়নি তোমরা॥ আর আমি কহিতেছি তোমাদের কাছে। হৈকল হইতে বড় আদ্মি হেথা আছে॥ কোরবাণি হইতে জাস্তি চাহি যে মেহের। তোমরা জানিতে যদি মানে এবাতের॥ তাহা হৈলে যাহাদের নাহিক কশুর। তাদের কশুর বন্দ করিতে না আর॥ সবব আদ্মির বেটা এখানে হাজের। মালেক হয়েন তিনি রোজ এৎবারের॥

এক শক্শের শুখা হাঁত আরাম করিবার বয়ান।

রওনা হইয়া ইসা সে জাগা হইতে। গেলেন তাহাদের এবাদৎ গাহেতে॥ শুখায়ে গিয়াছে হাঁত যে এক শক্শের।

যে কাম। সিদোম শহরে যদি তাহা করিতাম॥ আজতক মৌজুদ থাকিত যে তাহা। লেকিন তোমার তরে কহিতেছি এহা॥ লেকিন আসিবে যবে রোজ কিয়ামৎ। বেহেতর হইবেক সিদোমের হালৎ॥

লড়কাদের নজ্‌দিকে খোদা যে আপন খুষখবরি জাহের করিয়াছেন, তাহার বয়ান।

তাবাদে মসীহ এই বাৎ বলিলেক। হে বাপ আস্মান আর জমির মালেক॥ আলেম ফাজেল লোক যে সকল আছে। না কোরে জাহের ইহা তাহাদের কাছে॥ লড়কার নজ্‌দিকে ইহা করেছ জাহের। এ লেগে শুকুর তেরা করিতেছি ঢের॥ বেহেতর হয় যাহা তোমার নজরে। এরূপ হওয়াতে তাহা হইল আখেরে॥ আর দেখ ফের মেরা বাপের মারফতে। সুপরদ করা হইয়াছে মেরা হাঁতে॥ না জানে বেটারে কেহ বাপজী বেগর। বেটা বিনা বাপজীরে নাহি জানে পর॥ আপন মর্জিতে বেটা যাহার নজ্‌দিকে। জাহের করেন তাঁরে সে জানে তেনাকে॥ মেহেনতি জেরবার লোকেরা তমাম। আমার নজ্‌দিকে এস বক্‌শিবে আরাম॥ আমার যোঁয়ালি ধর আপন উপরে। আরভি তালিম লেহ আমার গোচরে॥ সবব হৈলাম আমি গরীব দেলেতে। তাহাতে আরাম পাবে আপন মনেতে॥ সবব যোঁয়ালি মেরা বড়ই আছান। আর মেরা বোঝা হাল্‌কা জানিবে জবান॥

তিনি পর জাতির গোচর। পঁহুছাইবেন সদাকতের খবর॥ ঝগড়া আর উচাঁ আওয়াজ না করিবে। রাস্তায় আওয়াজ তাঁর কেহু না শুনিবে॥ সদাকৎ ফতেবন্দ না করে যাবৎ। শিকস্তা কলম নাহি ভাঙ্গিবে তাবৎ॥ যে বাতির রৌষণ কম তারে না বুতাবে। কৌমেরা তেনার পরে ভরসা রাখিবে॥

আন্ধা আর গুঙ্গা এক শক্‌শ যে আছিল। লোকেরা ইসার কাছে তাহারে আনিল॥ আরাম করিল ইসা, সে শক্‌শ তাহাতে। আঁখেতে দেখিয়া বাৎ লাগিল কহিতে॥ তাজ্জুব মানিয়া লোকে কহিল তখন। এই শক্‌শ নহে কি গো দায়ূদ ফর্জন্দ॥ লেকিন ফিরুশীগণ এহা শুনি কয়। বাল্‌শিবূব নামে যে ভূতের বাদ্‌শা হয়॥ এই শক্‌শ সে শক্‌শের বেগর মদদে। নাহি পারে এই সব ভূত ছাড়াইতে॥ মালুম করিয়া ইসা তাদের গুমান। তাহাদের তরে ইহা করিলা বয়ান॥ কোন বাদ্‌শাহতে অগর জুদ্দাই রয়। বেওজর সেই দেশ ওএরান হয়॥

জুদ্দাই যে ঘরে আর শহরেতে বয়। কোনই ছুরতে তাহা কাএম না হয়॥ শয়তান শয়তানে যদি বাহের করিল। তবে নিজ মোখালেফ নিজেই হইল॥ তাহাতে যে বাদ্‌শাহৎ আছয়ে তাহার। কায়েম কেমনে তাহা থাকিবে আবার॥ যদি বাল্‌শিবূবের অছিলা পাইয়া। আমি থাকি এই সব ভূত ছাড়াইয়া॥ তাহা হৈলে বল দেখি কার অছি-লায়। তোমাদের ফর্জন্দেরা ভূতেরে ছাড়ায়॥ তোমাদের তরে এই বাতের সববে। এন্‌সাফ করণেওয়ালা তাহারাই হবে॥ লেকিন অগর আমি খোদার রূহের। অছিলাতে ভূতগণে করেছি বাহের॥ বেশক তাহৈলে দেখ বাদ্-

হেন এক আদ্‌মি সেথা আছিল হাজের॥ আনিতে নালিশ ইসা মসীর উপরে। লোকেরা সওয়াল করি কহিল তাঁহারে॥ এৎবারের রোজে কারে আরাম করিতে। লাজেম কি নালাজেম হইবে কহিতে॥ ফর্ম্মাইলা ইসা মসী তাহাদের তরে। গাঢ়াতে পড়িলে ভেড়ী রোজ এৎবারে॥ ধরিয়া তুলে না তারে সে গাঢ়া হইতে। হেন শক্‌শ কেবা আছে তোদের বিচেতে॥ লেকিন ভেড়ীছে এই আদ্‌মি তাবৎ। জান না কি আছে বেহেতর বহুৎ॥ এহার সববে কহি তোমাদের কাছে। এৎওয়ারেতে নেকি কাম লাজেম যে আছে॥ এহা বাদে সে আদ্‌মিরে কহিলা আবার। বাঢ়াও বাঢ়াও মর্দ্দ হাঁত আপনার॥ তাহাতে সে শক্‌শ নিজ হাঁত বাঢ়াইল। দোশ্‌রা হাঁতের মত আরাম হইল॥

এক গুঙ্গা দেওয়ানাকে ইসার আরাম করিবার বয়ান।

তখন ফিকিরশী লোক আসিয়া বাহেরে। যাহাতে তাঁহারে প্যাঁচে পারে ফেলিবারে॥ তাঁর বরখেলাপে তারা সকলে মিলিয়া। হেন সল্লা করিবারে গেল যে বসিয়া॥ লেকিন মসীহ তাহা মালুম করিয়া। দোশ্‌রা জাএগাতে ফের গেলেন চলিয়া॥ তাহাতে বহুৎ লোক তাঁর পিছে যায়। আরাম করিলা ইসা তাদের সবায়॥ তাবাদে দিলেন এই হুকুম জরুর। আমাকে তোমরা নাহি করিও মাশুর॥ ইহাতে ইসায়া নবি যে বাৎ কহিল। অএছা ছুরতে তাহা পূরা যে হইল॥ ঐ দেখ পসন্দিদা খাদেম আমার। আমার পেয়ারা লোক তিনি যে আবার॥ মেরা দেল রাজী আছে তাঁহার উপরে। রাখিব আপন রূহ এ শক্‌শের পরে॥ তাহাতে যে

বেইমান লোকদের উপরে মলামৎ করিবার বয়ান।

বাজে২ কাতেব ও ফিরূশী আসিয়া। কহিল ইসার কাছে জওয়াব করিয়া॥ উস্তাদ, তোমার করা নিশানের কামে। দেখিতে খায়েস করি আমরা তামামে॥ জওয়াব করিয়া তিনি কহিলা তাদিকে। এই জমানার যত জেনাকার লোকে॥ নিশান তল্লাশ করে তাহারা সবায়। যূনস নবির কিন্তু নিশান সেওয়ায়॥ তাহাদের তরে আর দোশ্‌রা নিশান। দেখান না যাবে, শুন আমার বয়ান॥ এয়ানে যূনস জেছা তিন রাত দিন। মাছের পেটেতে ছিল, করহ একীন॥ আদ্‌মির বেটা ভি দেখ সেইত ছুরাত্‌। জমির অন্দরে রবে তিন দিন রাৎ॥ আর নিনিবির লোকে রোজ কিয়ামতে। উঠি এই জমানার লোকদের সাথে॥ করিবে কশুরবন্দ তাদের তাবতে। সবব তাহারা যূনসের নসীহতে॥ তউবা করিয়াছিল, শুন মোর কথা। যূনস হইতে বড় শক্‌শ আছে হেথা॥ দক্ষিণ দেশের সেই বেগম আসিয়া। এই জমানার লোক সাথে যে উঠিয়া॥ রোজ কিয়ামৎ দেখ আসিবে যখন। তাদিগে কশুরবন্দ করিবে তখন॥ সুলে-মান বাদ্‌শাহের হেকমৎ শুনিতে। এসেছিল জমীনের সীমানা হইতে॥ লেকিন বহুৎ বড় সুলেমান হৈতে। আছেন হাজের এক শক্‌শ এ জাগাতে॥

এক নাপাক রূহের বাবতে বয়ান।

নাপাক যে রূহ তার শুন বিবরণ। আদ্‌মি হইতে সেহ নিকলে যখন॥ শুখা জাএগা দিয়া সে যে ফিরিয়া২। নাহক আরামখানা বেড়ায় ঢুঁড়িয়া॥ না পাইয়া তাহা

শাই খোদার। পৌঁছিলেক তোমাদের নজদিকে সবার॥ আর দেখ যেই শক্‌শ হয় জোরদার। আগেতে ঢুকিয়া কেহ ঘরেতে তাহার॥ ধরিয়া তাহারে যদি আগে না বান্ধিবে। তা হৈলে আসবাব তার কেমনে লুঠিবে॥ যে কোন শক্‌শ নহে মেরা তরফদার। সেই শক্‌শ মোখালেফ বেশক আমার॥ আর যেই শক্‌শ মেরা সাথে না কুড়ায়। বেওজর সেই শক্‌শ ছেরেফ ছড়ায়॥ আদ্‌মিতে যে সব গুনা ও কুফর করে। বেবাক হইবে মাফ কহি তোমাদেরে॥ লেকিন যে গুনা করে রূহের খেলাফ্‌। হরগিজ সেসব গুনা হইবে না মাফ্‌॥ যে বা কহে বাৎ চিড়ি আদ্‌মির বেটারে। সে গুনার মাফি সেই শক্‌শ পেতে পারে॥ রূহ কদ্দূসের বরখেলাফে যে জন। বাৎ বলে করে ভারি গুনা আচরণ॥ এই জিন্দগীতে কিম্বা সাম্‌নে জমানা। সে শক্‌শের গুনা কভি মাফ হইবে না॥ গাছকে আগর দেখ আচ্ছা বলা যায়। গাছের ফলকে আচ্ছা বলিতে ভি হয়॥ গাছকে বলিলে বুরা ফল যে তাহার। তাহারে ভি বুরা বলা লাজেম তোমার॥ সবব দেখহ তুমি ফলের মারফতে। কেবল পারিতে পার গাছ পছানিতে॥ সাঁপের নছল তোমরা বুরা হওয়াতে। আচ্ছা বাৎ কহিবারে পার কি ছুরতে॥ সবব দেলের যে বহুতি মোতাবেক। মুখ হৈতে তোমাদের বাৎ নিকলিবেক॥ দেলের উবচানি হৈতে নেকী লোকগণ। নিকালে যে নেকী চিজ শুন বিবরণ॥ বদীরা দেলের বদ উব্‌চানি হইতে। নিকালয়ে বদ চিজ হরেক ছুরতে॥ লেকিন বেহুদা বাৎ লোকে যত কবে। রোজ কিয়ামতে তার হিসাব দিতে হবে॥ সবব তুমি যে নিজ বাৎ মোতাবেক। বেকশুর কি কশুরবন্দ সেথা হইবেক॥

এক কিস্তিতে উঠিয়া। লোক সবে কিনারাতে রৈল খাড়া হৈয়া॥ তবে তিনি তাহাদিগে তমসিলের সাতে। বহুৎ২ বাৎ লাগিলা কহিতে॥ এই রূপে ইসা তাহাদিগকে বলিল। এক শক্শ বীজ বুনিবারে খেতে গেল॥ আর দেখ সেই বীজ বোন্বার বখতে। পড়িল কতক বিজ রাস্তা কিনারাতে॥ তাহাতে আবার সব চিড়িয়া আসিয়া। খাইয়া ফেলিল বিজ খুঁটিয়া২॥ থোড়া বিজ পাথরিয়া জমিতে পড়িল। থোড়া মাটী ছিল বল্যে উগিয়া উঠিল॥ লেকিন শুরূজ উঠে গেল যে জ্বলিয়া। আর না বসাতে জড় গেল শুখাইয়া॥ কাঁটার বিচেতে থোড়া বিজ যে পড়িল। তাহাতে বাঢ়িয়া কাঁটা দাবিয়া রাখিল॥ পড়িলেক থোড়া বিজ আচ্ছাই জমিনে। তাহাতে দেখহ ফের তার দর্মিয়ানে॥ থোড়া শওগুণ, আর ষাট গুণ থোড়া। কতক তিরিশ গুণ ফলে হৈলো পোরা॥ শুনিবার তরে কান আছয়ে যাহার। শুনে লিক সেই শক্শ এ বাৎ আমার॥

তমসিলের মানে ভাঙ্গিবার বয়ান।

তাবাদে শাগ্রেদ লোক নজ্দিকে আসিয়া। পুছিল তাঁহারে এই সওয়াল করিয়া॥ কিশের সববে তুমি তমসিল মার্ফতে। কহিতেছিলেক বাৎ তাহাদের সাথে॥ কহিলা জওয়াবে ইসা শুনরে হাওলাৎ। আস্মানি রাজের আছে পোবিদা যে বাৎ॥ পেয়েছ তাকৎ তোরা তাহা জানিবারে। নাহি গেল দেওয়া কিন্তু তাহা উহাদেরে॥ সবব যে শক্শের নজ্দিকে রহিবে। আরও ভি তাহার তরে বক্শিশ হইবে॥ তাহাতে দেখহ জেয়াদা হইবে তাহার। লেকিন রহে না ফের

ইহা কহে সে যে ফের। যে জাএগা হইতে মুই হৈয়েছি বাহের॥ মেরা সেই ঘরে তবে যাইব ফিরিয়া। কিন্তু খালি সাফ শুত্রা দেখে তাহা গিয়া॥ তবে সে যাইয়া ফের আপনা হইতে। আরো বদ সাত ভূতে লিয়া আসে সাতে॥ তাহাতে তাহারা সবে দাখেল হইয়া। সেইত জাএ-গাতে রহে বসং করিয়া॥ আগের হালৎ হৈতে সেইত লোকের। পিছলা হালৎ আরো বদ হয় ফের॥ যত বদ লোক আছে এই জমানার। তাহাই গিরিবে দেখ তাদের উপর॥ লোক সবে এই বাৎ কবার বখতে। বাৎ কহিবার তরে মসীহের সাথে॥ তেনার মাতারি আর ভাএরা আসিয়া। বাহিরেতে তারা সবে রৈল খাড়া হৈয়া॥ ইহাতে কোনহ শক্‌শ তাঁহারে জানায়। মাতারী তোমার আর ভাএরা সবায়॥ তেরা সাথে বাৎ চিৎ করিবার তরে। খাড়া হৈয়া আছে তারা দেখহ বাহেরে॥ তাহারে জওয়াব করি কহিলা তখন। আমার মাতারি কে, কেবা ভাইগণ॥ আপনার শাগ্‌রেদগণের তরপে। বাড়াইয়া হাঁৎ কহিলেন এই রূপে॥ এই দেখ, মেরা মাতা, আর ভাইগণ। সবব আস্মানি বাপের মরজি মতন॥ যে শক্‌শেরা করে কাম সেই সব জন। আমার বহিন মাতা আর ভাইগণ॥

---

১৩ বাব।

বিজ বোন্‌নেওয়ালার তমসিল।

ঐ রোজ ইসা ঘর হৈতে নিকালিয়া। সমুদ্রের কিনারায় বসিলেন গিয়া॥ আর দেখ এহা বাদে সেইত জাগাতে। তাঁহার নজ্‌দিকে লোক বহুৎ পৌঞ্চাতে॥ বসিলেন ইসা

পর। সেই শক্‌শ সে ওখতে খায় যে ঠোক্কর॥ যে শক্‌শ কলাম শুনে কিন্তু দুনিয়ার। আন্দেশা ও দৌলতের ফরেব আবার॥ দাবাইয়া রাখে ঐ কলাম সকল। তাহাতে আখেরে তাহা হয় যে বেফল॥ যার দেলে পড়ে বীজ কাঁটা দর্‌মিয়ানে। এহার মাফেক ঠিক হয় সেই জনে॥ কলাম শুনিয়া বুঝে যে শক্‌শ আবার। সেই লোক আখেরেতে হবে ফলদার॥ শও গুণ থোড়া আর থোড়া ষাট গুণ। কথক তিরিশ গুণ ফল ফলে শুন॥ আচ্ছা জমীনেতে বীজ যার দেলে পড়ে। সে শক্‌শ অএছা হয় কহিনু তোমারে॥

জঙার বীজের তমসিল।

দোশ্‌রা তমসিল ফের করিয়া গুজ্‌রাণ। তাহাদের কাছে ইসা করিলা বয়ান॥ আচ্ছা বীজ যেই শক্‌শ খেতে বুনিলেক। আস্মানের বাদ্‌শাহৎ এহার মাফেক॥ লেকিন লোকেরা যবে গেল ঘুমাইয়া। অএছা ওখতে ফের দুস্মন আসিয়া॥ অই যে গেঁহুর বীজ খেতে বুনেছিল। জঙারের বীজ তাতে বুনিয়া সে গেল॥ উগিয়া লইয়া শীষ সে বীজ উঠিলে। জঙা ভি দিলেক দেখা তাহার সামিলে॥ গিরস্থের বান্দা লোক তখন আসিয়া। গিরস্থের কাছে কহে বয়ান করিয়া॥ হে সাহেব বোন নি কি আচ্ছা বীজ খেতে। তবে জঙা কোথা হৈতে এলো কি ছুরতে॥ তিনি তাহাদের কাছে করিলা বয়ান। করিয়া থাকিবে মেরা দুস্মন এ কাম॥ বান্দারা কহিল তবে আমরা যাইয়া। ফেলে দিব সেই সব জঙা উখ্‌ড়াইয়া॥ অএছা মর্‌জি কি তবে সাহেবের হয়। গিরস্থ কহিল ফের কভি তাহা নয়॥ জঙা উখ্‌ড়াবার কালে তোমরা

নজ্দিকে যাহার ॥ যাহা আছে তাহা তার নজ্দিক হইতে । জরুর হইবে ফের ফিরিয়া লইতে ॥ তম্সিলে তাদের সাথে আমি বাৎ কই । তমসিলেতে কহিবার সবব যে এই ॥ দেখেভি দেখে না তারা শুনেভি না শুনে । বুঝেভি বুঝে না তারা এহার কারণে ॥ য়িশায়িয় এই নবুয়ৎ কহেছিল । তাহাদের দ্বারা তাহা পূরাই পাইল ॥ "তোমরা শুনিবে কানে কিন্তু বুঝিবে না । " দেখিবে আঁখেতে কিন্তু জানিতে পাবে না ॥ সবব ইহারা " যদি আঁখেতে দেখিয়া । কানেতে শুনিয়া আর দেলেতে " বুঝিয়া ॥ তৌবা করে, তবে করি আরাম হাসেল । এ " লাগিয়া মোটা আছে তাহাদের দেল ॥ শুনিবার তরে তারা " কান করে ভারি । দেখিবার বেলা থাকে আঁখ বন্ধ করি ।" মোবারক বলি তেরা কান আর আঁখে । সবব সে কান শুনে আর আঁখ দেখে ॥ তোমাদেরে সচ্ করে্য কহি আমি ইহা । দেখিতেছ তোমরা সকলে যাহা যাহা ॥ বহুৎ নবিরা আর সাদেক লোকেতে । দেখিতে উমেদ করে্য পায়নি দেখিতে ॥ তোমরা আবার যাহা পাইলা শুনিতে । শুনিতে চেয়েভি তারা পায়নি শুনিতে ॥ শুন বীজ বুনিয়ার তমসিলের মানে । বাদ্শাহির বাৎ শুনে যদি কোন জনে ॥ না যদি বুঝিতে পারে শয়তান আসিয়া । তার দেলে বোনা বীজ লেয় ছিনা-ইয়া ॥ এহিত লোকের দেলে এয়ছা ছুরতে । পড়ে থাকে সেই বীজ রাস্তা কেনারাতে ॥ যার দেলে গিরে বীজ পাথুর্য্যা মাটীতে । সে শক্শ এয়ছা যেবা খুষি খোষালিতে ॥ কলাম কবুল করে শুনে যে ওখতে । লেকিন তাহার দেলে জড় না বসাতে ॥ থোড়াই বখৎ থাকে দেলেতে তাহার । বাদে সেই কলামের সববে আবার ॥ তস্দি বা জুলুম যদি ঘটে তার

লোকদের সাথে॥ আর দেখ ইসা মসী বেগর তমসিলে। কহিল না কোন বাৎ তাদের সকলে॥ " খুলিব আপন মুখ " তমসিলের সাথে। তাহাতে এ দুনিয়ার পএদাস হইতে॥ " পোষিদা যে সব বাৎ আছিল আখের। সেই সব বাৎ মুই " করিব জাহের।" নবীর মারফতে এই নবুয়ৎ ছিল। ইহাতে করিয়া তাহা পূরা যে হইল॥

রুখশদ দিয়া ফের সব লোকগণ। দাখেল হইলা ইসা ঘরেতে যখন॥ শাগ্রেদেরা এসে কহে জঙার খেতের। তমসিল ভাঙ্গিয়া বল করিয়া মেহের॥ কহিলেন ইসা আচ্ছা বীজ বুনে যেই। আদমির বেটা দেখ হয় ঠিক সেই॥ এই ত দুনিয়া খেত, ও বাদশাহতের। ফর্জন্দেরা আচ্ছা বীজ করিনু জাহের॥ আর জঙা বীজ হয় শৈতানের সন্তান। যে দুস্মন বুনেছিল সেই ত শৈতান॥ কাটনের ওক্ত হয় দুনিয়ার আখের। কাটুনিয়া ফেরেস্তারা যত আস্মানের॥ জমায়া জ্বালায় জঙা লোকেরা যেমতে। দুনিয়ার আখেরিতে হবে সে ছুরতে॥ ভেজিবে ফেরেস্তাগণে আদমির কুঙার। তাঁর বাদ্শাহৎ হৈতে তাহারা আবার॥ রোখ্নেওালা লোক আর রদকারী সবে। জমা করো আগুনের তুন্দুরে ডালিবে॥ দাঁতের কিড়্মিড়ি আর কান্না বেশুমার। সেইত জাএগাতে দেখ হইবে আবার॥ বাপজির বাদশাহতে নেকী লোক সবে। আসমানের আপতাপের মাফেক চম্‌কিবে॥ শুনিবার তরে কান আছয়ে যাহার। শুনে লিক সেই শক্‌শ এ বাৎ আবার॥

পোশিদা দৌলতের তমসিল।

ছিপপায়া দৌলত কেহু খেতেতে দেখিয়া। পোশিদা

আবার। কি জানি উখ্‌ড়াবে গেঁহু সামিলে তাহার॥ ফসল কাটার দেখ ওখত লাগাৎ। দোনকেই বাঢ়িবারে দেও এক সাৎ॥ ফসল কাটিতে হবে ওখত যখন। কাটিয়াগণেরে আমি কহিব তখন॥ তোমরা পহেলা গিয়া খেতের উপরে। জঙা সব জমা কৈরা জ্বালাবার তরে॥ বোঝা বোঝা করেয় তাহা বান্ধিয়া রাখিবে। লেকিন বেবাক গেঁহু গোলাতে তুলিবে॥

রাইদানার তমসিল।

কহিলেন তিনি ফের তমসিলের সাথে। কোন এক শক্‌শ দেখ আপনার খেতে॥ লইয়া রাইএর বীজ তাতে বুনিলেক। আস্মানের বাদ্‌শাহৎ তাহার মাফেক॥ এই বীজ ছোট সব বীজের মাঝেতে। লেকিন উগিলে বড় হয় শাক হৈতে॥ তাবাদে অএছা গাছ হৈয়ে উঠে শেষে। আস্মানের পাখী তার ডালে রহে এসে॥

মাওয়ার বয়ান।

আর এক তমসিল তিনি দিলেন কহিয়া। এক নারী থোড়া এছা মাওয়া লইয়া॥ আর তাহা তিন মোন ময়দার ভিতরে। রাখিল ঢাঁকিয়া সে যে থোড়া ঘড়ি তরে॥ বেবাক মএদাতে তাহা ফএলিয়া গেলেক। আস্মানি বাদ্‌শাই সেই মাওয়ার মাফেক॥

তমসিলের মারফতে বাৎ বলিবার বয়ান।

তমসিলের মারফতে অএছা ছুরতে। কহিলেন বাৎ ইসা

ইসা গেলেন চলিয়া ॥ আর আপনার ঘরে আসিয়া আখের। এবাদৎ খানা বিচে হইয়া হাজের ॥ লোকদিগে নসিহৎ করিতে লাগিল। লোকেরা তাজ্জব হৈয়া তাহাতে বলিল ॥ এ রকম হেকমৎ কুদরৎ আর। কোথা হৈতে হইলেক দেখহ ইহার ॥ এই শক্‌শ নহে কিগো বেটা সুতারের। মরিয়ম হয় নাম ইহার মায়ের ॥ এহুদা, য়াকোব, ও যোশি ও শিমোন। ইহারা কি নহে এ শক্‌শের ভাইগণ ॥ এর বহিনেরা আছে মোদের বিচেতে। এ সব পাইল এ তবে কোথা হৈতে ॥ ইহাতে তাহারা সবে ঠোক্কর খাইল। তাহাতে মসীহ ইহা তাদিগে বলিল ॥ আপনার ঘর আর মুল্লুক সেওয়ায়। নবি বেহুরমত নাহি হয় যে কোথায় ॥ বেইমান ছিল তারা ইহার কারণে। বহুৎ আজব কাম না কৈল সেখানে।

---

১৪ বাব।

ইসার বাবতে হেরোদ বাদশাহের গুমান।

ইসার খবর পেয়ে হেরোদ বাদ্‌শায়। আপনার বান্দা লোক উপরে ফর্ম্মায় ॥ এই শক্‌শ এহিয়াই হইবে আখের। মুর্দ্দাদের বিচ হৈতে উঠেছে সে ফের ॥ ইহারি সববে দেখ মারফতে তাহার। অএছা আজব কাম হৈতেছে জাহের ॥ ফিলিপ নামেতে ভাই হেরোদের ছিল। হেরোদিয়া নামে তার কবিলা আছিল ॥ হেরোদ তাহার তরে এহিয়ারে ধর্‌য়ে। বান্ধিয়া রাখিয়াছিল ফাটক ভিতরে ॥ সবব এহিয়া এহা বলিত তেনাকে। তোমার লাজেম নহে রাখিতে ওনাকে ॥ তাহাতে বাদ্‌শাহ তারে কতল করিতে। এরাদা করিয়াছিল

রাখিয়া তাহা খুশিতে যাইয়া॥ আপনার মালামাল বেবাক বেচিয়া। সেই খেত কিনে সেহ আখেরে যাইয়া॥ আস্মানের বাদ্শাহৎ এই রকমের। দৌলতের বরাবর জানিবেক ফের॥

এক শৌদাগরের তমসিল।

শৌদাগর ভাল মতি ঢুঁড়িতে২। দামি এক মতি শেষে পাইল দেখিতে॥ আপনার মালামাল বেবাক বেচিয়া। সেই দামি মতি শেষে লইল কিনিয়া॥ আস্মানের বাদ্শা-হৎ জানিবে খয়ের। বরাবর হয় এই শওদাগরের॥

এক জালের তমসিল।

হরেক রকম মাছ জড় করিবারে। যে রকম টানা জাল ফেলে সমুন্দরে॥ আস্মানের বাদ্শাহৎ সে জালের মত। অই জাল ভর পোর হৈলে লোক যত॥ কেনারাতে উঠাইয়া বসিয়া২। আচ্ছা২ মাছ লিয়া চুনিয়া২॥ সেই সব রেখে দেয় খালুইর বিচে। খারাব যতেক মাছ ফেলে দেয় পিছে॥ দুনিয়ার আখেরিতে অএছা ঘটিবে। সে ওখতে আস্মানের ফেস্তারা আসিবে॥ নেকিদের বিচ হৈতে চুনিয়া২। বদ লোকগণে দিবে তুন্দুরে ফেলিয়া॥ দাঁতের কিড়্মিড়ি আর কোন্না বেশুমার। সেই ত জাএগাতে দেখ হইবে আবার॥

বুঝেছ কি এ সকল মসীহ পুছিল। বুঝিয়াছি খোদাবন্দ তাহারা কহিল॥ যে গিরস্থ গোলাঘর হইতে নিজের। নয়া ও পুরানা চিজ করয়ে বাহের॥ শিখায়া কাতিব যত আস্-মানী রাজের। তাহারাও বরাবর এই গিরস্থের॥

এই সব তমসিল আখের করিয়া। দোশ্রা জাএগাতে

শাগ্রেদ সবায়। তাঁহার নজ্দিকে এসে বলিল তেনায়॥ গুজারিয়া গেল দিন এই বিয়াবনে। রুখ্শদ করিয়া দেও এই লোকগণে॥ তা হৈলে তাহারা গিয়া বস্তীর উপরে। কিনিবে খানার চিজ নিজ নিজ তরে॥ লেকিন মসীহ কহে তাহা-দের পর। যাইবারে ইহাদের না আছে জরূর॥ তোমরাই খানা দেও ইহাদের সবে। ইহাতে বলিল ফের শাগ্রেদ সবে॥ পাঁচ রূটী দুই মাছ সেওয়ায় কিছুই। এ জাগাতে আমাদের কাছে কিছু নাই॥ তাতে তিনি বলিলেন ফের তাহাদিগে। তাহাই আনহ তবে আমার নজ্দিগে॥ জমা-য়েত লোক সবে খালের উপরে। বসিতে হুকুম ইসা করিলেন পরে॥ ঐ পাচ রূটী আর দুই মাছ লিয়া। আস্মানের তরা ফেতে নজর করিয়া॥ রূটী ভেঙ্গে এলাহির শুকর করিল। সেই রূটী শাগ্রেদেরা লোকদিগে দিল॥ সে রূটী খাইয়া লোকে আসুদা হইল। বারো ডালি ভর্য়ে সব টুকরা চুনিল॥ যাহারা খাইয়াছিল, তাহারা হরেক। ঔরৎ লড়কা ছাড় হাজার পাঁচেক॥

বাদে ইসা আপনার শাগ্রেদ সবায়। সে ওখতে বলি-লেন যাইতে নৌকায়॥ আর তিনি যব তক জমাওৎ লোক। না করেন রূখশৎ সেই ওক্ত তক॥ আপনার আগে যেতে দোশ্রা কেনারে। যাইতে হুকুম তিনি দিলেন তাদেরে॥ তাবাদে রূখ্শৎ দিয়া বেবাক লোকেরে। নিরালায় গিয়া দোয়া মাঙ্গিবার তরে॥ গেলেন পাহাড়ে ইসা অএছা ছুরতে। রহিলেন একা সেথা সাঞ্জ হওয়াতে॥ সুমুদ্রের বিচে নৌকা যখন পৌঞ্ছিল। সে ওখতে সাম্নে দিকে বড় হাওয়া দিল॥ ইহার সববে বড় ঢেউ মারফতে। সাগরের বিচে নৌকা

আপন দেলেতে। লেকিন দেলের বিচে হেরোদ ডরিত। এহিয়ারে নবি বল্যে লোকেরা মানিত॥ আইলে জনম দিন হেরোদ বাদ্‌শার। তাহাতে দেখহ ঐ বেটী হেরোদার॥ মজলিসের বিচে এসে নাচ যে করিল। তাহাতে হেরোদ রাজা খোসালিত হৈল॥ এহার সববে সেই বাদ্‌শাহ উঠিয়া। কড়ার করিল তারে কছম খাইয়া॥ আমার নজ্‌দিকে তুমি যে চিজ মাঙ্গিবে। তাহাই তোমার তরে আল্‌পৎ মিলিবে॥ মাএর তালিম মোতাবেক সেই বিবি। তবে ত বাদ্‌শার কাছে মাঙ্গে এই খুবি॥ বাপ্তিস্মা দেনেওয়ালা এহিয়ার শেরে। রেকাবে করিয়া তবে দেলাও আমারে॥ এহাতে বাদ্‌শাহ দেলে উদাশ হইল। লেকিন খানাতে যত লোক বস্যে ছিল॥ আপন কছম আর খাতিরে তাদের। হুকুম করিল তাহা দেলাতে আখের॥ কয়েদ খানাতে ফের লোক ভেজাইয়া। এহিয়া নবির শির আনিল কাটিয়া॥ রেকাবে করিয়া কল্লা সে লড়কিরে দিল। তবে সে মাএর কাছে তাহা লিয়া গেল॥ বাদে এহিয়ার সব শাগ্‌রেদ আসিয়া। কব্বর দিলেক তার লাশ লিয়া গিয়া॥ পহুঞ্চিয়া তারা ফের ইসার নজ্‌দিকে। এ সব খবর সবে দিলেক তাঁহাকে॥ এই সব বাৎ শুনি নৌকাতে করিয়া। সেই জাএগা হৈতে ইসা রওনা হইয়া॥ পোষিদায় চল্যে গেলা এক বিয়াবনে। লেকিন লোকেরা ফের এ খবর শুনে॥ আসিয়া তাহারা হর শহর হইতে। পাঁওদলে চলি গেল তাঁর পিছনেতে॥ ইহা বাদে ইসামসী বাহেরে আসিয়া। লোকেদের বড় ভিড় সেখানে দেখিয়া॥ তাহাদের পরে নিজে করিয়া রহম। তাদের বেমারিগণে করিলা আরাম॥ সাঞ্জ হৈলে পরে তাঁর

ইল॥ খালি তাঁর পোষাকের থোপ ছুইবারে। আরজ করিল তারা তাঁহার হুজুরে॥ এ ছুরতে যত লোক দামন ছুইল। তাহারা বেবাকে দেখ আরাম হইল॥

---

১৫ বাব।

আপনাদের হদ্দিস মানিয়া খোদার হুকুম রদ করাতে সাফির আর ফিরুশিদের উপরে ইসার মলামত করিবার বয়ান।

বাজে বাজে ফিরুশী ও কাতেব লোকেরা। যিরুশালেম হৈতে আসি কহিল তাহারা॥ তোমার শাগ্‌রেদ্‌গণ কিসের কারণে। বুজরগ লোকদের হদ্দিস্‌ না মানে॥ রূটী খাইবার আগে তাহারা সকলে। আপন আপন হাঁত নাহিক পাখলে॥ জওয়াবে কহিলা ইসা ইহা তাহাদেরে। তোমরা হদ্দিস্‌ খালি মানিবার খাতিরে॥ অদুল করিছ কেন খোদার হুকুম। সবব হুকুম খোদা দিল এ রকম॥ "আপনার বাপ মাকে তোমরা মানিবে। যে শক্‌শ আপন বাপ মাকে গালি দিবে॥ বেওজর সেই শক্‌শ হইবে কতল।" লেকিন তোমরা সবে ইহাই যে বল॥ নিজ বাপ মাকে যেবা এই বাৎ কয়। "আমার মারফতে দেখ যার অছিলায়॥ হইতে পারিত তোমার যেই উপকার। কুরবানী করিয়া দেওয়া গেল যে তাহার॥" আমার বয়ান এই তোমরা জানিবে। সেই শক্‌শ বাপ মায়ে কভি না মানিবে॥ হদ্দিসের খাতিরেতে তোমরা সকল। খোদার হুকুম সব করেছ অদুল॥ তোমাদের তরে আয় রিয়াকার সব। যিশায়িয়া করিয়াছে নবূয়ৎ খুব॥ আপন২ মুখে এই সব লোকে। আমার নজ্‌দিকে খালি

লাগিল হেলিতে॥ চৌঠা পহর রেতে পাঁওদলে হেঁটে। চলিয়া গেলেন ইসা তাদের নিকটে॥ সুমুদ্রের পরে তাঁরে হাঁটিতে দেখিয়া। কহিল শাগ্‌রেদগণ দেলেতে ডরিয়া॥ আসিতেছে ঐ ভূত, বল্যা দহশতে। সকলে মিলিয়া তারা লাগিল চিল্লাতে॥ তাহাতে বলিলা ইসা তাদেরে ডাকিয়া। খাতেরজমা রহ আমি যেও না ডরিয়া॥ পিতর যওয়াব করি, কহিলেক ফের। আয় খোদাবন্দ যদি আপনি আখের॥ পানির উপর দিয়া তোমার নজ্‌দিকে। হুকুম করহ তুমি যাইতে আমাকে॥ তাহাতে কহিলা ইসা আইস এখন। পিতর নৌকা হইতে উতরিল তখন॥ ইসার নজ্‌দিকে সে যে যাইবার তরে। হাঁটিতে লাগিল নিজে পানির উপরে॥ লেকিন জব্বর হাওয়া দেখে ঘব্‌রাইল। তাহাতে পানিতে সে যে ডুবিতে লাগিল॥ চিল্লাইয়া কহিলেক ইহার খাতিরে। আয় খোদাবন্দ তুমি বাঁচাও আমারে॥ তাহাতে মসীহ নিজ হাঁত বাঢ়াইয়া। কহিলেন এহা তারে তখনি ধরিয়া॥ হে থোড়া ইমানদার, দেলের ভিতরে। আন্দেশা করিলে তুমি কিসের খাতিরে॥ তাবাদে তাহারা যবে নৌকাতে উঠিল। তখন জব্বর হাওয়া মৌকুফ হইল॥ আবার যে সব লোক নৌকাতে আছিল। তাহারা তখন সবে বাহিরে আসিল॥ সেজ্‌দা করিয়া তাঁরে কহিল তখন। আপনি বেশক আছ খোদার ফর্জ্জন্দ॥

বাদে তারা সেথা হৈতে পারেতে আসিল। গিনেষরতের শরহদ্দেতে পৌঞ্ছিল॥ সে জাগার লোক সবে তাঁরে পছানিয়া। মুল্লুকের চারি দিকে খবর ভেজিয়া॥ সে জাগাতে যত লোক বেমার আছিল। মসীহের নজ্‌দিকে সবে মাঙ্গা-

নাপাক করে সেরেফ ইহাতে। না হয় নাপাক খেলে বিনা ধোয়া হাঁতে ॥

কিনান মুলুকের এক আওরতের বেটীকে ইসার আরাম করিবার বয়ান।

রওনা হইয়া ইসা সে জাগা হইতে। পৌঁছিলেন সোর ও সিদোম দেশেতে ॥ কিনানি অওরাৎ ঐ সীমানা হইতে। আসি চিল্লাইয়া তাঁরে লাগিল কহিতে ॥ আয় মেরা খোদাবন্দ বেটা দায়ূদের। আমার উপরে তুমি করহ মেহের ॥ আমার বেটীরে দেখ ভূতে ধরিয়াছে। তাহাতে তাহাকে বড় তস্‌দি হৈতেছে ॥ লেকিন তাহারে ইসা কিছু না বলাতে। শাগ্‌রেদেরা এসে তাঁরে লাগিল কহিতে ॥ খোদা-বন্দ একে তুমি করহ বিদায়। সবব মোদের পিছে এ খালি চিল্লায় ॥ তবেত জওয়াবে ইসা অএছা বাতায়। ইস্রেলের খোওা যাওয়া ভেঁড়ীরা সেওয়ায় ॥ আর দেখ ইহাদের কাহার নজ্‌দিকে। নাহি ভেজা হইয়াছে জানিবে আমাকে ॥ সে আওরৎ আসি কহে কর্‌যে এবাদদ্ ॥ আয় খোদাবন্দ কর আমার মদদ্। জওয়াবে কহিলা ইসা কুত্তাদের কাছে ॥ লড়কাদের খানা দেওয়া লাজেম না আছে। তবে মসীহের কাছে সেত ইহা কয়। আয় খোদাবন্দ ইহা সচ্ বাৎ হয় ॥ কিন্তু মালেকের মেজ হৈতে যে টুকুরা। জমিনেতে গেরে তাহা খায় কুকুরেরা ॥ তাহাতে জওয়াবে ইসা করিলা বয়ান। আয় নারি দেখি তেরা বড়ই ইমান ॥ মাঙ্গিলে জএছা হোক তএছা তোমার। সেই ওক্ত হৈতে চঙ্গা হৈলো বেটী তার ॥

আসিয়া যে থাকে ॥ আর এরা মানে মোরে সেরেফ ওঠেতে। লেকিন তফাতে দিল থাকে আমা হৈতে ॥ আদ্‌মির হুকুম তারা নশীহৎ বলে। শিখাইয়া থাকে তাহা দোশ্‌রা সকলে ॥ আমার বন্দেগী তারা করে যেই সব। কাজেই তাদের তাতে নাহিক ছওাব ॥ পরে তিনি জমাওৎ লোকেরে ডাকিয়া। কহিলেন বুঝ ইহা তোমরা শুনিয়া ॥ যে সকল চিজ যায় মুখের ভিতরে। আদ্‌মিরে নাপাক নাহি তাহা কভি করে ॥ মুখের ভিতর হৈতে যাহা বাহিরায়। আদ্‌মিরে তাহাই খালি নাপাক বানায় ॥ ইহাতে নজ্‌দিকে এসে তাঁর শাগ্‌রেদেরা। কহিল এবাৎ শুনে ফিরুশী লোকেরা ॥ দেলের ভিতরে বড় ঠোক্কর খেয়েছে। আপনাকে ইহা কি গে মালুম হৈয়েছে ॥ জওয়াব করিয়া ইসা কহে তাহাদের। লেকিন দেখহ মেরা বাপ আস্মানের ॥ নাহি বুনিলেন তিনি যেই চারা সবে। সে সকল চারা দেখ উখ্‌ড়ান যাইবে ॥ উহাদের তোরা সবে দেও থাকিবার। আন্ধাদের হয় ওরা আন্ধা রাহবার ॥ কিন্তু আন্ধা যদি রাহা আন্ধারে বাতায়। তাহা হৈলে দোন জন গিরিবে গাঢ়ায় ॥ পিতর জওয়াব করি কহিল তেনারে। এ তমসিল বুঝাইয়া দেও আমাদেরে ॥ ইসা কহিলেন দেখ তোমরা সকল। আজ তক বুঝি তবে আছ বেআক্কল ॥ বুঝ না কি এই বাৎ তোমরা সবায়। মুখের ভিতরে দেখ যেই চিজ যায় ॥ পেটেতে যাইয়া তাহা পাএখানায় পড়ে। কিন্তু মুখ হৈতে যাহা আইসে বাহেরে ॥ দেলের ভিতর হৈতে তাহা বাহিরায়। আদ্‌মিরে তাহাই খালি নাপাক বানায় ॥ দেল হৈতে খুন জেনা চুরি ও হারাম। কুফর খেয়াল বুরা আইসে তমাম ॥ আদ্‌মিরে

খাইয়া। বাকি গুঁড়া পাঁচ ডালি নিলেক চুনিয়া॥ আওরৎ আর সব লড়কা সেওয়ার। হাজার চারেক মর্দ্দ সে ওখতে খায়॥ এহা বাদে লোক সবে করিয়া বিদায়। নৌকা কর্য়ে গেল ইসা মগ্‌দলা সীমায়॥

---

১৬ বাব।

ফিরুশীদের আর সিদূকিদের ইসার নজ্‌দিকে আসিয়া

কোন নিশান দেখিবার এরাদা জাহের করিলে

তাঁহার জওয়াবের বয়ান।

ফিরুশী সিদূকী লোক এসে তার পরে। মসীহের ইন্তেহাম করিবার তরে॥ কোনই নিশান এক আস্মানের পরে। দেখাতে আরজ তারা করিল তেনারে॥ লেকিন জওয়াবে ইসা লাগিলা কহিতে। তোমরা সকলে কহ সাঞ্জের ওখতে॥ হবে কাল সাফ দিন জানিবে সবায়। সবব আস্মানে লাল রঙ্গ দেখা যায়॥ আজিকা তূফান হবে বলহ ফজরে। লাল কালা রঙ্গ আছে আস্মানের পরে॥ আস্মানি নিশান বুঝ রিয়াকারগণ। কালের নিশান নাহি বুঝ কি কারণ॥ এ কালের বদ আর যত জেনাকারে। নিশানের খোজ দেখ তাহারাই করে॥ য়ূনস নবির কিন্তু নিশান সেওয়ায়। তাদিগে দোশরা কিছু দেখান না যায়॥ সেই খানে ইসামসী এরূপ কহিয়া॥ চলি গেল সেথা হৈতে তাদিগে ছাড়িয়া॥

ইসার বহুৎ লোককে চঙ্গা করিবার বয়ান।

রওনা হইয়া ইসা সে জাগা হইতে। চলিয়া চলিয়া গিয়া গালিল দেশেতে॥ সুমুদ্রের নজ্‌দিগেতে সেথা পহুঞ্ছিয়া। পাহাড়ের পরে গিয়া বসিল চঢ়িয়া॥ আন্ধা, গুঙ্গা, নুলা আর লেঙ্গড়া অনেক। দোশরা বেমারিওালা আদমি যতেক॥ আনি লোকে মসীহের জোনাবে রাখিল। তাহাতে মসীহ সবে আরাম করিল॥ আন্ধায় দেখিল গুঙ্গা বাৎ যে কহিল। আরাম হইল নুলা, লেঙ্গড়া চলিল॥ এ সব দেখিয়া লোকে তাজ্জুব হইল। ইস্রেলের এলাহির তারেফ করিল॥

আওরৎ ও লড়কা সেওয়ায় চার হাজার লোককে ইসার রুটী খাওয়াইবার বয়ান।

ডেকে কহিলেন ইসা শাগ্‌রেদ সবারে। মেহের হৈতেছে মেরা ইহাদের পরে॥ তিন রোজ আছে এরা সাতে আমাদের। খাইবার চিজ কিছু নাহি ইহাদের॥ পাছে এরা মান্দা হয় রাস্তায় যাইয়া। কহি শুন তোমাদেরে ইহার লাগিয়া॥ ভুখা ফাকা এই লোকে রুখ্‌শদ করিতে। আদবে এরাদা নাই আমার দেলেতে॥ তাহারা কহিল এত লোকের কারণে। কোথায় পাইব রুটী এই বিয়া বনে॥ পুছিলেন ইসা তবে তোমাদের কাছে। এইত বখতে কহ কত রুটী আছে॥ তাহারা কহিল রুটী আছে সাত গোটা। আর আছে মচ্ছি গোটা কত ছোটা ছোটা॥ জমিনে বসিতে লোকে হুকুম করিয়া। সেই সাত গোটা রুটী আর মচ্ছি লিয়া॥ খোদার শুকুর করি সে সব ভাঙ্গিল। শাগ্‌রেদেরে দিলে তারা লোকগণে দিল॥ আসুদা হইল তাহা সকলে

ইহাতে তাহারা তাঁকে অএছা কহিল। এহিয়া যে বাপ্তিস্মা দেনেওয়ালা ছিল॥ বাজে বাজে লোকে কহে তুমি সে এহিয়া। বাজে বাজে লোকে কহে তোমারে এলিয়া॥ তুমি য়িরিমিয়া ইহা কেহ২ কয়॥ কিম্বা অন্য নবিদের এক জন হয়॥ আমি কেটা হই, ফের পুছিলেন তিনি॥ এবাবতে তোমরা কি কহ তাহা শুনি॥ জওয়াবে পিতর ইহা করিল জাহির। তুমি যে মসীহ বেটা জিন্দা এলাহির॥ মসীহ জওয়াব কর্যে কহিল তখন। মুবারক য়ুনসের বেটা হে শিমোন॥ সবব আদমজাদ নজ্‌দিকে তোমার। নাহি করিয়াছে এই কথাটী জাহের॥ লেকিন আমার বাপ যিনি আস্মানের। তোমার নজ্‌দিকে ইহা করিলা জাহের॥ তুমি ভি পাথর, আমি কহি যে তোমারে। আর দেখ আমি এই পাথরের পরে॥ বানাইব জমাওৎ আমি আপনার। তাহাতে যে পাতালের ফটক আবার॥ করিতে নারিবে ফতে ইহার উপরে। আর ভি ইহা যে আমি ফর্ম্মাই তোমারে॥ আসমানি রাজের চাবি দিব তেরা হাতে। তাহাতে বাঁন্ধিবা তুমি যাহা দুনিয়াতে॥ আস্মানের পরে তাহা বান্ধা ভি যাইবে। আর দুনিয়াতে তুমি যে সব খুলিবে॥ সে সব যাইবে খোলা আস্মানের পরে। আবার হুকুম তিনি দিলেন তাদেরে॥ আমি যে মসীহ হই এই সব বাৎ। হুশিয়ার কহিও না কাহারো সাক্ষাৎ॥

আপন মৌতের বাবতে নবুয়ৎ করিবার আর পিতরের উপরে
ইসার মলামত করিবার বয়ান।

সেই ত বখৎ হৈতে মসীহ আপনে। কহিতে লাগিলা

শাগ্‌রেদ লোককে ইসার নসিহৎ দিবার বয়ান।

তাবাদে দোশরা পারে যাবার বখতে। শাগরেদেরা ভুলেছিল রুটী লিতে সাতে॥ হুঁশিয়ার হৈতে ইসা কহিলেন সবে। ফিরুশী সিদূকিদের তাড়িব সববে॥ তাহাতে আপোসে তারা কহে তার পরে। রুটী সাতে আনি নাই এহার খাতিরে॥ কহিছেন ইনি এবে ইহা আমাদের। এহা বুঝে ইসা তবে কহিলেন ফের॥ আয় থোড়া ইমানওয়ালা তোমরা সবে। রুটী সাতে আন নাই ইহার সববে॥ আপোসেতে কেন করিতেছ এ তক্‌রার। আভি ভি কি তোরা সবে বুঝিলে না আর॥ পাঁচ হাজার মরদেরে পাঁচ রুটী দিয়া। খাওয়াইয়া কত ডালি নিলা উঠাইয়া॥ চার হাজার মরদেরে সাত রুটী দিয়া। খিলাইয়া কত ডালি নিলা উঠাইয়া॥ ইহা কি তোদের আর নাহিক ইয়াদে। ফিরুশী সিদূকিদের তাড়ির বাবদে॥ বলেছি যে হুঁশিয়ার হৈতে তোমাদেরে। কহি নাই তাহা আমি রুটীর খাতিরে॥ বুঝ নাই তোরা ইহা তবে কি সববে। ইহাতে এখন তারা বুঝিলেক সবে॥ তবে তিনি তাহাদিগে যাহার বাবতে। বলিয়াছিলেন সবে খবরদার হৈতে॥ সে তাড়ি ত তবে এ রুটীর তাড়ি নয়। ফিরুশী সিদূকিদের তালেম্ সে হয়॥

ইসার বাবতে লোকদের গুমানের আর পিতরের একরারের বয়ান।

কৈসরিয়া ফিলিপীর শরহদ্দে গিয়া। পুছিলা শাগরেদগণে সওয়াল করিয়া॥ ইব্‌নে ইন্‌সান আমি, আমি হই কে। ইহার বাবতে বল, কিবা কহে লোকে॥ তাহারা কহিল তবে জওয়াব করিয়া। বাজে বাজে লোকে কহে তোমাকে এহিয়া॥

রাজেতে আসিতে। না দেখ্যে মৌতের মজা হবে না চাখিতে ॥

---

১৭ বাব।

ইসার ছুরত বদ্‌লিয়া যাইবার বয়ান।

পিতর, য়াকোব্ ও তার ভাই যোহনে। ছয় দিন বাদে ইসা এই তিন জনে ॥ আপনার সাতে করে্য নিরালায় গিয়া। বসিলেন উচাঁ এক পাহাড়ে চড়িয়া ॥ বাদে তাহাদের সাম্‌নে অএছা হইল। বেবাক ছুরত তাঁর বদলিয়া গেল ॥ সূরুজের মত তাঁর মুখ চমকিল। পোষাক রোশ্‌নির মত ছফেদ হইল ॥ মূছা ও এলিয় ফের দেখ তাঁর সাতে। দেখা দিল সেথা বাৎ করিতে করিতে ॥ তাহাতে পিতর কহে খাবিন্দের কাছে। এ জাগাতে আমাদের থাকা ভাল আছে ॥ আগর মরজি হয় আপনার এতে। তাহা হৈলে মোরা সবে এই ত জাগাতে ॥ আপনি ও মূছা আর এলির লাগিয়া। তিনটী মকান দেই তৈয়ার করিয়া ॥ এই বাৎ কহিবার বখতে তেনার। নুরানি বাদল এক আসিয়া আবার ॥ তাঁহাদের উপরেতে ছায়া যে করিল। আর তাহা হৈতে এই আওয়াজ আইল ॥ পেয়ারা বেটা যে মেরা এই শক্‌শ হয়। ইহার উপরে মেরা দেল রাজি রয় ॥ লাগাবে তোমরা দেল ইহার বয়ানে। এ আও-য়াজ শুনে তাঁর শাগরেদগণে ॥ দেলের ভিতরে বড় দহশৎ পাইয়া। পড়িল সবাই তারা উবুড় হইয়া ॥ তাহাতে আসিয়া ইসা বদন ছুইয়া। কহিলেন ডরিও না পড়হ উঠিয়া ॥ তাবাদে তাহারা যদি আঁখ উঠাইল। ইসা বিনা আর কারে দেখিতে

সাফ শাগ্‌রেদগণে ॥ যিরূশালমেতে আমি যাইব এখন। সরদার ইমাম আর বুজরগগণ ॥ আর সেথাকার যত সাফি-দের হৈতে। বহুৎ তজ্‌দিয়া মোরে হইবে পাইতে ॥ কতল হইতে হবে তাদের মার্‌ফতে। লেকিন উঠিতে হবে তেস্‌রা রোজেতে ॥ তাহাতে পিতর তাঁরে এক পাশে লিয়া। কহিতে লাগিল ইহা মলামৎ করিয়া ॥ খোদাবন্দ আল্লা তালা করুক মেহের। এহা যেন তেরা পরে না গেরে আখের ॥ লেকিন পিতরে ইহা মসীহ ফর্ম্মান। সামনে হৈতে তফাওতে যাও শয়তান ॥ ঠোক্কর হইয়া তুমি যাহা এলাহির। তাহা না ভাবিয়া ভাব যে হয় আদ্‌মির ॥ তবে ইসা কহিলেন শাগ্‌-রেদ সবায়। কেহ যদি মেরা সাথে আসিবারে চায় ॥ আপন খেদমৎ তবে করুক এন্‌কার। আসুক সলিব লিয়া পিছুনে আমার ॥ যে শক্‌শ আপন জান বাঁচাতে চাহিবে। সেই শক্‌শ আখেরেতে তাহা খোয়াইবে ॥ মেরা তরে নিজ জান যে শক্‌শ হারায়। সেই শক্‌শ কহিলাম, নিজ জান পায় ॥ আর দেখ কোন শক্‌শ বেবাক দুনিয়া। আপনার তরে যদি হাসেল করিয়া ॥ লেকিন সে আপনার জানটী হারায়। তাহাতে তাহার বল কি ফএদা দেখায় ॥ আপন যে জান, দেখ এওজে তাহার। কি দিতে তাকৎ আছে আদ্‌মি সবার ॥ সবব আদমির বেটা ফেরেস্তার সাতে। আসিবেন নিজ বাপ-জির জালালেতে ॥ সেইত বখতে ফের আদমি হরেকে। বক্‌শিবেন ফল নিজ কাম মোতাবেকে ॥ সচ্‌ সচ্‌ কহি-তেছি তোমাদের কাছে। এ জাগায় যে লোকেরা খাড়া হৈয়া আছে ॥ আর দেখ এই শক্‌শদের দর্‌মিয়ানে। অএছা কয়েক শক্‌শ আছে এই খানে ॥ আদমির কুওারে নিজ

আমার নজ্‌দিকে তারে আন এ জাগাতে। তাহাতে মসীহ তারে ধমক দেওয়াতে॥ তার বিচ হৈতে ভূত ছাড়িয়া ভাগিল। তদঘড়ি সেই লড়্‌কা আরাম হইল॥ ছিপায়া শাগ্‌রেদগণ ইসার নজ্‌দিকে। আসিয়া এরূপ তারা কহিল তেনাকে॥ আয় খোদাবন্দ মোরা কিসের হেতুতে। ছাড়াইতে নাহি পারিলাম ঐ ভূতে॥ ইসা ইহা কহিলেন তাহাদের সবে। সে যে তোমাদের বেইমানির সববে॥ সচ তোমাদের কাছে করি এ বয়ান। রাইএর দানার মত থাকিলে ইমান॥ তবে "এজাগা হইতে ও জাগায় যাও।" পাহাড়কে ডাকিয়া যদি অএছা বাতাও॥ তবেত সে সেই ঘড়ি চলিতে থাকিবে। তেরা তাকতের বাইরে কিছু না রহিবে॥ কিন্তু দেখ রোজা আর দোয়ার সেওয়ায়। অএছা রকম ভূত ছাড়ান না যায়॥

আপনার মৌতের বাবতে শাগ্‌রেদগনের কাছে নবুয়ত করিবার বয়ান।

গালিলেতে তাঁহাদের ফিরিবার কালে। ইসা মসী কহিলেন তাদের সকলে॥ আদ্‌মির বেটারে তোরা পাইবে দেখিতে। সুপর্দ্দ হইতে হবে মানুষের হাঁতে॥ তাদের মারফতে ফের কতল হইবে। তেশরা রোজের রোজ আবার উঠিবে॥ তাদিগে মসীহ যদি এবাৎ কহিল। তাহাতে তাহারা বড় উদাস হইল॥ কফরনাহুমে তারা আসিল যখন। পিতরের কাছে এসে তশীল্‌দারগণ॥ সওয়াল করিয়া কহে ওস্তাদ তোদের। খাজানা কি দিয়া থাকে এই হৈকলের॥ হাঁ তিনি মাশুল দেন এবাৎ কহিয়া। পিতর ঘরের

নারিল ॥ তাবাদে পাহাড় হৈতে নামিল যখন। তাদেরে হুকুম ইসা দিলেন এমন ॥ মুরদাগণের বিচ হৈতে যে লাগাৎ। না উঠে আদ্‌মির বেটা তোমরা তাবৎ ॥ এই যে মাজেজা সবে দেখিলে এখন। না কহিও কারু কাছে এর বিবরণ ॥ তাঁহার শাগ্‌রেদগণ তাঁহার নজ্‌দিকে। সওয়াল করিয়া ইহা পুছিল তাঁহাকে ॥ পহেলা আসিবে এলি, কাতেব সকলে। কিসের লাগিয়া তবে এই বাৎ বলে ॥ তাহাতে মসীহ কহে জওয়াব করিয়া। এলিয় নবি যে দেখ পহেলা আসিয়া ॥ বন্দোবস্ত করে্য সব কায়েম করিবে। এই বাৎ সাচ্চা হয় তোমরা জানিবে ॥ কিন্তু আমি কহিতেছি তোমাদের কাছে। এলিয় আসিয়া দেখ চলিয়া গিয়াছে ॥ আর দেখ লোকে তারে নাহি চিনিলেক। করিল তাহার পর মর্‌জি মোতাবেক ॥ আর দেখ ফের তাহাদিগের নজ্‌দিকে। সেই দুঃখ পেতে হবে আদ্‌মির বেটাকে ॥ এহিয়ার তরে তিনি এবাৎ কহিল। তাঁহার শাগ্‌রেদগণে ইহাই বুঝিল ॥

এক দেওয়ানা শকশকে ইসার আরাম করিবার বয়ান।

তাবাদে ভিড়ের কাছে আইলা যখন। তাঁর কাছে হাঁটু পেতে কহে একজন ॥ আয় খোদাবন্দ দেখ এই বেটা মোর। মেহের করহ তুমি ইহার উপর ॥ বহুৎ তজ্‌দিয়া পায় মির্গি বেমারিতে ॥ হরদফে পড়ে গিয়া আগুনে পানিতে। শাগ্‌রেদগণের কাছে লিয়া গেনু তারে। নারিল তাহারা তারে চাঙ্গা করিবারে ॥ তবে জওয়াবেতে ইসা করিলা বয়ান। আয় বেইমান আর নারাস্ত ইন্‌সান ॥ আর কত রোজ আমি তেরা সাতে রব। আর তোমাদের ভার বরদাস্ত করিব ॥

এই লড়্কার মতন। আপনারে খাট করিবেক যেই জন॥ আস্মানের বাদ্‌শাহতে সে বড় হবেক। যে কেহ আমার নামে এহার মাফেক॥ কবুল করিয়া থাকে একটী লড়্কারে। আমাকেই সেই জন যে কবুল করে॥ আমাতে ইমানদার ছোটদের বিচে। ঠোক্কর খাওয়ায় এক জনে যদি পিছে॥ গলাতে বান্ধিয়া যাঁতা ভরা সাগরের। পানিতে ডুবিয়া যাওয়া তাহার খয়ের॥ ঠোক্করের লিয়া হেথা আফ্‌সোস হইবে। সবব ঠোক্কর দেখ জরূর ঘটিবে॥ যাহার মার্ফতে কিন্তু ঠোক্কর আসিবে। তাহারি উপরে বড় আফ সোস হইবে॥ ঠোক্কর খাওয়ায় যদি পাঁও আর হাঁত। তাহলে সে সবে কেটে ফেলিবে তফাৎ॥ রাখি দুই পাঁও, আর রাখি দুই হাঁতে। হামেশার আগুনেতে ডালা যাওয়া হৈতে॥ নুলা বা লেঙ্গড়া হৈয়া জিন্দেগীতে যেতে। বলকে খয়ের আছে তোমার হক্কেতে॥ ঠোক্কর খাওয়ায় যদি নিজ আঁখ তোরে। নিকালিয়া তারে তুমি ফেলে দেও দূরে॥ দুই আঁখ লিয়া দোজোখের আগুনেতে। তোমারে আখের যদি হয় হে গিরিতে॥ তবে এক আঁখ লিয়া যাওয়া জিন্দেগীতে। তার চেয়ে বেহেতর তোমার হক্কেতে॥ এই ছোটদের বিচে হবে খবরদার। কাহাকেও ছোট বল্যে গিণিবে না আর॥ যেহেতুক আস্মানেতে ফেরেস্তা তাদের। দেখে মুখ সদা মেরা আস্মানি বাপের॥ হারান যে সব তার নজাৎ কারণ। এসেছেন দুনিয়াতে আদমির ফর্জ্জন্দ॥ কি রকম তজবিজ হয় তোমাদের। যদি এক্‌শ ভেঁড়ী থাকে কোন শক্‌শের॥ যদি তার এক ভেঁড়ী যায় হারাইয়া। তবে সে নিরান্নই ভেড়ীরে ছাড়িয়া॥ সেই শক্‌শ গিয়া ফের পাহাড়ের পরে। ঢোঁড়ে

বিচে আসিল চলিয়া ॥ পিতরের কোন বাৎ কহিবার আগে। পুছিলেন ইসা মসী তারে আগে ভাগে ॥ তোমার মালুম কিবা হয় হে শিমোন। এই দুনিয়ার যত বাদ্শাহগণ ॥ কাহার নজ্দিক হৈতে বলহ আমাকে। মাশুল খাজানা গয়রহ লিয়া থাকে ॥ আপনার ফরজন্দ যে সকল আছে। তাহাদের কিম্বা অন্য লোকেদের কাছে ॥ দোশরা লোকদের হৈতে পিতর কহিল। ফর্জন্দেরা মাফ তবে, মসিহ বলিল ॥ তদভি আমরা যেন তাহাদের সবে। না খাওয়াই ঠোকর, ইহার সববে ॥ সাগরের ধারে গিয়া বড়শী ফেলিবে। তাহাতে পহেলা তুমি যে মাছ তুলিবে ॥ সেই মাছ ধর্‌্যে তার মুখটী খুলিবে। একতোলা চাঁদি তুঝে তাহাতে মিলিবে ॥ তোমার আমার তরে তাহাই লইয়া। তহশীলদারগণে তুমি দেহ গিয়া ॥

---

১৮ বাব।

আপনার শাগ্‌রেদগণকে দেলেতে গরিব ও বেতকসির হইবার জন্যে ইসার নসিহৎ দিবার বয়ান।

সেই ওক্তে শাগ্‌রেদেরা ইসার নজ্দিকে। আসিয়া সওয়াল এই করিল তাঁহাকে ॥ আস্মানি রাজের বিচে খুব বড় কেটা। তাহাতে মসীহ ডেকে ছাবাল একটা ॥ তাহাদের বিচখানে রাখিয়া তাহারে। এই রূপে কহিলেন মসীহ সবারে ॥ সচ্ বাৎ তোমাদিগে দিতেছি কহিয়া। আপন আপন দিল তোমরা ফিরাইয়া ॥ না হইলে এই ছোট লড়কার মাফেক। যাইতে আস্মানি রাজে নাহি পারিবেক ॥ এহার লাগিয়া

তিন জন যেথা জমে মেরা নামে। তাহাদের বিচে আমি থাকি সেই খানে॥

আপন ভায়ের কশুর কয় দফে মাফ করিতে হয়, তাহার বাবতে ইসার নসিহৎ।

তাবাদে পিতর এসে তাঁহার নজ্‌দিকে। আয় খোদাবন্দ বলি কহিল তেনাকে॥ ভাই যদি গুনা করে আমার নজ্‌দিকে কয় দফে হবে মাফ করিতে তাহাকে॥ সাত বার তক মাফ করিতে কি হবে। শুনিয়া তাহার বাৎ ইসা কন তবে॥ আমি তুঝে সাৎ বার কভি বলি নাই। লেকিন সত্তর দফে সাত বার চাই॥ আসমানের বাদশাহৎ ইহার কারণ। হয় এ রকম এক রাজার মতন॥ যেই শক্‌শ আপনার বান্দাদের সাতে। এরাদা করিল দেলে হেসাব করিতে॥ হেসাব লইতে শুরূ করিল যখন। হাজার দশেক তোড়া ধারে যেই জন॥ অএছা খাতক তার এক জন ছিল। সেইত বান্দারে তার কাছে আনা গেল॥ সুধিতে করজ তার যোত্র নাহি ছিল। তাহাতে খাবিন্দ এই হুকুম করিল॥ জরুবাচ্চা মালামাল সমেত ইহারে। বেচিয়া আদায় কর মোর যাহা ধারে॥ তাহাতে সে বান্দা তার জোনাবে পড়িয়া। আরজ করিল তারে সেজ্‌দা করিয়া॥ খাবিন্দ সবুর কর আমার উপরে। বেবাক করজ আমি দিব সোধ কর্‍্যে॥ তাহাতে খাবিন্দ তার করিয়া মেহের। করিল করজ মাফ ছাড়িল আখের॥ এর সঙ্গী বান্দা এক সেখানে থাকিত। সে ইহার এক শও সিকি যে ধারিত॥ বাহিরেতে গিয়া ধর্‍্যে তাহার কল্লায়। কহিল আমার পাওনা করহ আদায়॥ তাহাতে সে সঙ্গী বান্দা

না কি আপনার হারান ভেঁড়ীরে॥ ঠিক কহিতেছি যদি সে ভেঁড়ী সে পায়। তাহৈলে যে নিরান্নই ভেঁড়ী না হারায়॥ সে সব চাহিয়া এই ভেঁড়ীটীর তরে। বেশী খুশি হয় সেই কহিনু সবারে॥ সেই রূপ জানিবেক তোমরা বেশক। এই ছোটদের কেহ হয় যে হাল্লাক॥ তোমাদের আস্মানের বাপ যিনি হয়। অএছা তাঁহার মরজি কভি নাহি রয়॥

কোন ভাই যদি কশুর করে, তবে তাহার সাথে কি রকম করা লাজেম, এই বাবতে ইসার নসিহৎ দিবার বয়ান।

আগর তোমার ভাই তোমার গোচরে। কোনই ছুরতে কোন দোষ ঘাঁইট করে॥ তাহৈলে তোমাতে তাতে দুজনে থাকিয়া। তাহার কশুর তারে দেহ বুঝাইয়া॥ আগর তোমার বাৎ শুনে সেই জন। হাসেল করিলে তুমি ভাইকে আপন॥ লেকিন আগর নাহি শুনে তেরা বাৎ। আরও দুই এক জনে লিয়া যাবে সাৎ॥ "দুই কিম্বা তিন গওাহির মারফতে। পারিবে হরেক বাৎ সাবুদ হইতে॥" তাহাদের বাৎ সে নামানে আগর। তবে জমাওৎ লোকে জানাও খবর॥ জমাওতের বাৎ ভি যদি নাহি মানে। তাহা হৈলে তুমি ইহা জানিবেক মনে॥ বুৎপরস্ত ও তশীলদার যেই সবে। তোমার নজদিকে সে তাদের মত হবে॥ সচ কহি দুনিয়াতে তোরা যা বান্ধিবে। আস্মানের বিচে তাহা বান্ধা ভি যাইবে॥ তোমরা এ দুনিয়াতে যাহা খূলে দিবে। আস্মানের বিচে তাহা খোলা ভি যাইবে॥ ফের তোমাদেরে আমি করি এ বয়ান। তোমাদের দুই জন হৈয়া এক জান॥ এই দুনিয়াতে তারা যে দোয়া মাঙ্গিবে। আস্মানি বাপের দ্বারা তাহা করা যাবে॥ দুই

ফিরুশিরা এসে পরখ করিতে। অএছা ছওয়াল তাঁরে লাগিল পুছিতে॥ কোনই সববে আদ্মি আপন জরুরে। খুসিতে তাল্লাক দিতে পারে কি না পারে॥ তাহাতে জওয়াবে ইসা দিলেন কহিয়া। শুরুতে মরদ আর আউরৎ করিয়া॥ পএদা করনেওলা আদমিরে সির্জ্জিয়া। তাহাদের তরে ইহা দিলেন কহিয়া॥ "মা বাপ ছাড়িয়া মর্দ্দ ইহার সববে। নিজ নিজ কবিলার সাতে মিলে রবে॥ আর এক হৈয়া রবে সেই দুই জন।" ইহা কি তোমরা কেহ পড় নি কখন॥ দুই নহে দোন জন ইহার লাগিয়া। একতন্ দুই জনে গিয়াছে হইয়া॥ আপনি এলাহি যারে দিয়াছে জুড়িয়া। না দিক আদ্মিরা তাহা ফারগ করিয়া॥ তাহাতে তাহারা তাঁরে কহিল জওয়াবে। তবে কহ মূছা নবি কিসের সববে॥ নিজ নিজ কবিলারে ফারখতি দিয়া। ছাড়িবার তরে গেছে হুকুম করিয়া॥ ইহাতে কহিলা তিনি তাহাদিগে তবে। তোমাদের দিলের শক্তাইর সববে॥ ছাড়িতে কবিলা মূছা দিল এজাজৎ। লেকিন শুরুতে নাহি আছিল এমত॥ এহার লাগিয়া মুই কহি তোমা সবে। জিনা দোষ বিনা আর কোনই সববে॥ যদি কেহ ছেড়ে দিয়া আপন জরুরে। দোশ্‌রা বিবিরে গিয়া ফের শাদি করে॥ জিনা করে সেই শক্‌শ কহিলাম সার। ফারখতি দেওয়া সেই জরুরে আবার॥ যেই শক্‌শ করে শাদি সেও জিনা করে। ইহা শুনি শাগ্‌রেদেরা কহিল তেনারে॥ মরদে জরুতে যদি হেন হাল হয়। তাহা হৈলে শাদি করা বেহেতর নয়॥ ইহা শুনি তিনি তবে লাগিলা কহিতে। সকলে এ বাৎ নারে কবুল করিতে॥ তাকৎ পেয়েছে যারা তাহারা কেবল। এই সব বাৎ পারে করিতে

পাঁএতে পড়িয়া। কহিল তাহার কাছে মিন্নত করিয়া॥ সবুর করহ তুমি আমার উপরে। তেরা পাওনা গণ্ডা সব দিব শোধ কর্য়ে॥ ইহাতে সে শক্‌শ দেখ রাজী না হইল। করজ আদায় তক ফাটকে রাখিল॥ দেখিয়া অএছা কাম সঙ্গী বান্দাগণ। উদাস হইল বড় দিলের কারণ॥ খাবিন্দের কাছে তারা হইয়া হাজের। বয়ান করিল এই বেওরা আখের॥ খাবিন্দ ডাকিয়া তবে কহিল তাহাকে। আয় বুরা বান্দা তুমি আমার নজ্‌দিকে॥ মিন্নৎ করিয়াছিলা সববে তাহার। বেবাক করজ মাফ করিনু তোমার॥ করিনু মেহের জএছা তোমার উপরে। অএছাই মেহের সঙ্গী বান্দাদের তরে॥ ছিল না কি ইহা করা লাজেম তোমার। ইহা কহি গোস্‌সা হইয়া খাবিন্দ তাহার॥ যব তক নিজ পাওনা আদায় করিল। তব তক দারোগারে সুপর্দ্দ করিল॥ তোমরা হরেক জন অএছা ছুরতে। আপন আপন দেল জাহানের সাতে॥ তেরা ভাই তেরা কাছে যে কশুর করে। সে কশুর মাফ যদি নাহি কর তারে॥ আমার আস্মানি বাপ সবার মালেক। করি-বেন তোমাদের সাতে এ মাফেক॥

---

১৯ বাব।

বিমারি লোকদিগকে আরাম করিবার বয়ান।

এই সব বাৎ ইসা খতম করিয়া। গালিল মুল্লুক হৈতে রওনা হইয়া॥ জর্দ্দনের পারে তিনি চলিয়া যাইয়া। এহু-দার সীমানায় পঁহুছিলা গিয়া॥ সেথায় ভি ঢের লোক তাঁর পিছে গেল। মসীহ তাদের সবে আরাম করিল॥ বাদে

শীরে নিজের মত পেয়ার করিবে ॥ কহিলেক সে জোয়ান লড়্কাই থাকিয়া। এই সব আসিতেছি হামেশা মানিয়া ॥ এখন আমার বাকি কিবা আছে আর। জওয়াবে মসীহ তারে কহিল আবার ॥ কামেল হইতে যদি এরাদা রাখহ। বেচে সব মালামাল গরিবেরে দেহ ॥ তাহাতে আস্মানে তুঝে দৌলৎ মিলিবে। তাবাদে আসিয়া মেরা পিছনে চলিবে ॥ শুনিয়া উদাস হৈয়া সে জোয়ান গেল। সবব সে জন বড় মাল্দার ছিল ॥

তবে ইসা কহিলেন শাগ্রেদ সবারে। সচ্ করে আমি কহিতেছি তোমাদেরে ॥ আস্মানের বাদ্শাহতে হওয়া যে দাখিল। মাল্দারদের তরে বড়ই মুস্কিল ॥ সুঁইএর যো ছেদ আছে তার বিচ দিয়া। সহজ উঠের তরে যাইতে ঢুঁকিয়া ॥ লেকিন খোদার রাজ্যে মাল্দারের তরে। আর ভি মুস্কিল আছে কহিনু তোমারে ॥ মুরিদেরা এই বাতে তাজ্জুব মানিল। কাহার্ নজাৎ হবে, এ বাৎ পুছিল ॥ তাহাতে নজর করি তাহাদের পরে। কহিলেন এই বাৎ তাহাদের তরে ॥ আদ্মির অসাধ্য ইহা জানিবেক সার। লেকিন সকলি সাধ্য এলাহি খোদার ॥

পিতর কহিল তাঁরে জওয়াব করিয়া। দেখহ আমরা সবে বিল্কুল ছাড়িয়া ॥ তোমার পিছনে ফের আসিয়াছি সবে। আমাদের তরে বল মিলিবে কি তবে ॥ কহিলেন ইসা শুন সচ্ মেরা বাৎ। এসেছ তোমরা সবে মেরা সাতে-সাৎ ॥ ইহার লাগিয়া নয়া পএদাশের কালে। আদ্মির বেটা যবে আপন জলালে ॥ আপনার তক্তপরে বসিবেন যবে। বারো তক্ত পরে বোসে তোমরা ভি সবে ॥ দেখ এই

কবুল ॥ মার পেট হৈতে খোজা হৈয়া জন্মিয়াছে। এই রক-মের দেখ ঢের খোজা আছে॥ আর এক খোজা আছে আদ্মির বনায়া। আর যারা আস্মানের রাজের লাগিয়া॥ আপন খুশিতে নিজে খোজা বনিয়াছে। এই মাফেকের দেখ ঢের খোজা আছে॥ কবুল করিতে আছে তাকৎ যাহার। করুক কবুল সে এ বাৎ আমার॥

হাঁত দিয়া এই সব লড়কার বদনে। যেন দোয়া মাঙ্গে ইসা ইহার কারণে॥ লোকেরা অনেক লড়কা সেখানে আনিল। কিন্তু মুরিদেরা সবে মানা করে্য দিল॥ কহিলেন ইসা মানা করিও না আর। আস্তে দেও লড়কাগণে নজ্দিকে আমার॥ সবব এদের মত হইবে যাহারা। আস্মানি রাজের আছে ওয়ারিশ তারা॥ হাঁত দিয়া সেই লড়কাদের বদ-নেতে। রওনা হইলা ইসা সে জাগা হইতে॥

হামেশার জিন্দেগী পাইতে এক মাল্দার জোয়ানকে ইসার তালিম দেওয়া।

হে নেক ওস্তাদ বলি তাঁহারে ডাকিয়া। ছওয়াল করিল এক শক্শ আসিয়া॥ হামেশার জেন্দেগী যে পাইবার তরে। কি কি নেকি কাম করা লাজেম আমারে॥ কহিলেন তিনি, কেন মোরে নেক কহ। খোদা বিনা নেক পাক আর নাহি কেহ॥ এরাদা অগর সেই জিন্দেগী পাইতে। হুকুম সকল তবে হইবে মানিতে॥ সে কহিল কি২ হুকুম হইবে মানিতে। জওয়াবে মসীহ তারে লাগিলা কহিতে॥ করিও না খুন আর করিও না জিনা। করিও না চুরি ঝুটা গয়াহি দিও না॥ আপনার বাপ আর মাজীকে মানিবে। পড়্-

লাগিয়া। এখানে রয়েছ খাড়া বেকার হইয়া॥ তাহার জওয়াব দিয়া কহিল ইহাই। আমাদের তরে কেহ কাম দেয় নাই॥ তোমরা ভি যাও মেরা আঙ্গুরের খেতে। ওয়াজিবী যাহা তাহা পাইবে পাইতে॥ ইহা বাদে যবে সাঞ্জ আসিয়া পৌঁছিল। খেতের মালেক তার বান্দারে কহিল॥ খেতের মজুরগণ যতেক ডাকিয়া। পিছলা শকশ হইতে আরম্ভ করিয়া॥ পহেলা শকশ তক তাদের সবার। মজুরি দেলায়ে তুমি করহ বিদায়॥ তাতে যারা ঘড়িখানি কাম করেছিল। এক এক সিকি কর্‌্যে তাদেরে মিলিল॥ তাহাতে পহেলা যারা মতাএন হৈল। জেয়াদা পাইতে তারা গুমান করিল॥ লেকিন তারা ভি সবে এক সিকি কর্‌্যে। দিনের মজুরি দেখ পাইল আখেরে॥ সেই এক এক সিকি তাহারা লইয়া। গিরস্থের কাছে কহে তকরার করিয়া॥ সহিয়াছি মোরা ধূপ তস্‌দিয়া তামাম। ইহারা করেছে খালি ঘণ্টাভর কাম॥ তউভি পিছের লোকে কিসের খাতের। করিলেক বরাবর তুমি আমাদের॥ জওয়াব করিয়া সেই গিরস্থ তখন। তাহাদের এক শক্‌শে কহিল এমন॥ আয় মিয়া আমি দেখ তোমার কারণে। বেইন্‌সাফ্‌ করি নাই ভেবে দেখ মনে॥ একটী সিকির তরে আমার কাছেতে। রাজি কি হে হও নাই ছেরম করিতে॥ অতএব পাওনা যাহা তাহাই লইয়া। আপনার ঘরে তুমি যাও হে চলিয়া॥ তোমার মাফেক দিতে পিছেকার লোকে। আমার এরাদা আছে কহিনু তোমাকে॥ মোর যাহা তাহা লিয়া মরজি মতন। করিব না কাম আমি কিসের কারণ॥ কিম্বা আমি নেক হই ইহার কারণ। বুরাই নজর তুমি করিছ এখন॥ অএছা আগের লোক পিছেতে

ইস্রেলের বারো ঘরানার। তক্তেতে বসিয়া সবে করিবে বিচার॥ যেই কোন শক্‌শ মেরা নামের কারণে। বাপ মা বহিন ভাই আর ভাইগণে॥ কিম্বা জরু লড়কা জমি যে সব ছাড়িবে। সে তাহার শও গুণ বেষক পাইবে॥ হামেশার জিন্দেগী যে আলপৎ জানিবে। সেই শক্‌শ যে তাহার ওয়ারেশ হইবে॥ লেকিন আগের লোক পিছেতে পড়িবে। পিছনের ঢের লোক আগেতে থাকিবে॥

---

২০ বাব।

আঙ্গুরের বাগিচায় তমছিল।

লাগাতে মজুর নিজ আঙ্গুরের খেতে। যে গিরস্থ ভোরে উঠে গেল বাহিরেতে॥ আস্মানের বাদ্‌শাহৎ এই জানিবেক। হয় ঠিক সেই ঘরওয়ালার মাফেক॥ মজুরগণের সাথে হর রোজ তরে। মজুরি এক এক সিকি বন্দোবস্ত করে্য॥ ভেজিল মজুরগণে আঙ্গুরের খেতে। তাবাদে পহর এক বেলার বখতে॥ বাজারেতে যবে সেই গিরস্থ পোঁহুছিল। বেকার কয়েক জনে খাড়া যে দেখিল॥ তাহাতে কহিল সেহ তাদের সবায়। তোমরা ভি যাও সবে মেরা বাগিচায়॥ যাহা হয় ওয়াজেব দেওয়া যাবে তাহা। আঙ্গুরের খেতে গেল শুনে তারা এহা॥ বাদে সে যে দুই তিন পহরে যাইয়া। আসিলেক ঠিক সেই মাফেক করিয়া॥ পহরেক বেলা ফের যখন আছিল। তখন আবার সেই বাহিরেতে গেল॥ দেখিল বেকার লোক সেথা খাড়া আছে। তাহাতে কহিল সে যে তাহাদের কাছে॥ তোমরা তামাম দিন কিসের

পেয়ালায়। পিয়া করিবারে নাহি মকদুর তোমায়॥ আর দেখ যে রকমের বাপ্তিস্মায়। পাইবারে বাপ্তিস্মা হইবে আমায়॥ তাতে কি তোমরা পার বাপ্তিস্মা লইতে। তাহারা কহিল মোরা পারি তা করিতে॥ তাহাদিগে তিনি কহিলেন ইহা তবে। তোমরা মোর পেয়ালাতে পিয়া করিবে॥ আর ফের যে রকমের বাপ্তিস্মায়। পাইবারে বাপ্তিস্মা হইবে আমায়॥ তোমরা ভি বাপ্তিস্মা পাইবে তাহাতে। লেকিন আমার সেই বাপের মার্ফতে॥ তৈয়ারি হৈয়েছে জাগা যাহাদের তরে। তাহাদের সেওয়া আর কোনই জনেরে॥ ডাহিন অথবা বাঁও তরফে আমার। বসাইতে নাহি মোর কোন এক্তিয়ার॥ বাঁকি দশ শাগ্রেদ এ সব শুনিল। শুনি দোন ভাই পরে নারাজ হইল॥ লেকিন ডাকিয়া কাছে সেই দশ জনে। কহিলেন ইসা মসী অএছা বয়ানে॥ পরজাতি লোকদের সরদার তাবৎ। তাহাদের পরে করে্য থাকে হুকুমৎ॥ উমরাও যাহারা তারা তাহাদের পরে। হুকুম চালায়ে থাকে মালুম তোমারে॥ অএছা নাহিক হবে তেরা দরমিয়ানে। কিন্তু তোমাদের বিচে যেই কোন জনে॥ এরাদা রাখিবে দেলে হইতে সরদার। তবে সে পহেলা হউক ফর্ম্মাবরদার॥ পহেলা হইতে যেবা চাহে তোমাদের। তবে সে হউক বান্দা আগে সকলের॥ এন্সানের বেটা দেখ অএছা ছুরতে। খেদমৎ পেতে নয়, খেদমৎ করিতে॥ আর দেখ অনেকের নজাৎ কারণ। আসিয়াছে তিনি দিতে আপনার জান॥

দুই আন্ধাকে আরাম করিবার বয়ান।

যিরিহো শহর হৈতে নিকেলিয়া যেতে। চলিল বহুত

পড়িবে। পিছেকার লোক যত আগেতে থাকিবে॥ সবব বহুত লোকে বোলান যাইবে। লেকিন থোড়াই লোক পসন্দিদা হবে॥

আপনার মৌতের বাবতে ইসার পেষ খবরী।

বাদে যিরূশালেমেতে যাবার বখতে। বারো শাগ্‌রেদের ইসা লিয়া আলগেতে॥ রাস্তার বিচেতে এই কহিলা তখন। যিরূশালেমেতে মোরা যেতেছি এখন॥ সর্দ্দার ইমাম আর কাতেবের হাঁতে। আদ্‌মির বেটারে হবে সুপর্দ্দ হইতে॥ বিচার করিয়া দেখ তাহারা সকল। হুকুম করিবে তাঁরে করিতে কতল॥ ঠাট্টা কর্‌্যে কোড়া মেরে বিন্ধিতে সলিবে। বেজাতের হাঁতে তাঁরে তাহারা সুঁপিবে॥ আর দেখ পরে তিনি তেসরা রোজেতে। জিন্দা হৈয়ে উঠিবেন কবর হইতে॥

সিবদিয়ের কবিলার আরজ ও ইসার জওয়াব।

সিবদির জরু দুই বেটা সাথে নিয়া। মসীহের নজ্‌দিকে সে ওক্তে আসিয়া॥ সেজ্‌দা করিয়া সে যে তাঁর নজ্‌দিগেতে। এরাদা করিল কিছু আরজ করিতে॥ পুছিলেন ইসা তারে কি চাহি তোমারে। তাহাতে জওয়াবে সে যে কহিল তেনারে॥ এই মেরা দুই বেটা এর এক জনে। বসিতে তোমার রাজে তোমার ডাহিনে॥ দোসরা জনেরে তেরা বাঁয়েতে বসিতে। মেহের করিয়া হবে হুকুম করিতে॥ জওয়াব করিয়া ইসা লাগিলা কহিতে। তোমরা যা মাঙ্গ তাহা পার না সম্‌ঝিতে॥ যে পেয়ালা পিব আমি সেই

আসিছে তোমার রাজা তোমার নজ্‌দিকে ॥ দেলেতে গরীব তিনি সওয়ার গাধীতে। বল্‌কে সওয়ার তিনি গাধীর বাচ্চাতে ॥” বাদে ঐ শাগ্‌রেদেরা সেথায় যাইয়া। ইসার হুকুম মতে বেবাক করিয়া ॥ বাচ্চাটী সমেত সেই গাধীকে আনিল। বিছায়ে কাপড় তাতে তাঁরে চঢ়াইল ॥ বহুত লোকেতে কাপড়া পথে বিছাইল। কাটিয়া গাছের ডাল বিছাইয়া দিল ॥ আগে পিছে যানেওয়ালা লোকেরা তখন। কহিলেক “জয় জয় দামূদ ফর্জন্দ ॥ যে আসে খোদার নামে মুবারক হয়। বুলন্দ আস্মানে হউক জয় জয় জয় ॥” অএছা পৌঁছিলে তিনি যিরূশালেমেতে। বড়ই হইল ধুম সারে শহরেতে ॥ ইনি কে, তামামে এই সওয়াল করিল। তাহাতে জওয়াব করি লোকেরা কহিল ॥ গালিলে শহর আছে নামে নাসরৎ। সেথাকার নবি ইনি কর সেলামৎ ॥

বাদে ইসা হৈকলের দরমিয়ামে গিয়া। হৈকলের বিচে সব লোকেরে দেখিয়া ॥ খরিদ বিক্রী কাম করিতে আছিল। মসী তাহাদের সব নিকালিয়া দিল ॥ বেণে আর কবুতর বেপারির টাট। উল্‌টাইয়া দিল ইসা করিয়া চিৎপাট। আর তিনি কহিলেন তাহাদিগে তবে। “মেরা ঘর দোয়াঘর বলিয়া কওলাবে ॥” কেতাবেতে লেখা আছে অএছা খবর। কিন্তু ইহা করিয়াছ ডাকাতের ঘর ॥ পরে আন্ধা লেঙ্গড়া লোক নজ্‌দিকে আইল। মসীহ তাদের সবে আরাম করিল ॥ লেকিন লাড়কা লোক সেখানে থাকিয়া। জয় দায়ূদের বেটা কহে চিল্লাইয়া ॥ ইমাম ও কাতেবগণ এ সব শুনিয়া। ও তাঁরে আজব কাম করিতে দেখিয়া ॥ বেজার হইয়া তারা কহিল তাঁহারে। শুনিতে কি পাও এরা কহে কি তোমারে ॥ কহি-

লোক তাঁর পিছনেতে॥ দুই আন্ধা বসেছিল রাস্তা কেনা-রায়। শুনিল তাহারা ইসা সেই পথে যায়॥ চিল্লায়ে কহিল আয় বেটা দায়ূদের। আমাদের পরে তুমি করহ মেহের॥ চুপ রহ২ লোকেরা বলিয়া। তাহাদের দোন জনে দিলো ধম্‌কাইয়া॥ কিন্তু বেসি চিল্লাইয়া কহিলেক ফের। খাবিন্দ মোদের পরে করহ মেহের॥ তবে ইসা খাড়া হৈয়া কহে তাহাদের। বল শুনি তবে কিবা চাহি তোমাদের॥ বল কি করিব আমি তোমাদের তরে। তাহারা আরজ করে্য কহিল তাঁহারে॥ আয় খোদাবন্দ দেখ আমাদের আঁখ। করহ মেহের তুমি ইহা খূলে যাক্॥ তাহাদের আঁখ ইসা রহমে ছুইলো। দেখিতে পাইয়া তারা পিছনে চলিল॥

---

২১ বাব।

একটা গাধীর উপরে সোওয়ার হইয়া ইসার যিরূশালেমে যাইবার বয়ান।

তাঁরা যিরূশালেমের নজ্‌দিগে আসিলে। জৈতুনের পাসে বৈৎফগীতে পৌঞ্ছিলে॥ ইসা নসি দুই জন শাগ্‌রেদে ডাকিয়া। ভেজিল সাম্‌নের গাঁয়ে এ হুকুম দিয়া॥ তোমরা যাইয়া ঐ সাম্‌নের বস্তিতে। বাচ্ছাওালা গাধী বান্ধা পাইবে দেখিতে॥ তাহাকে খুলিয়া আন আমার নজ্‌দিগে। তাতে যদি কেহ কিছু কহে তোমাদিকে॥ তাহাকে জওাব করি বলিবে আবার। ইহাতে যে খাবিন্দের আছে দরকার॥ তাহাতে সে শক্‌শ তাহা ছাড়িয়া দিবেক। ইহাতে নবীর বাৎ পূরা হইবেক॥ "তোমরা বলহ সিয়োনের লাড়কীকে।

মসীহের তরে সবে অএছা জিজ্ঞাসে॥ এই কাম কর তুমি কোন্ এক্তিয়ারে। সে এক্তিয়ার কহ কে দিল তোমারে॥ তাহাতে জওয়াব দিয়া কহিলেন ইসা। মুই তোমাদেরে করি এ কথা জিজ্ঞাসা॥ ইহার জওয়াব যদি দেহ আগে মোরে। তাহা হৈলে আমিও বা কোন্ এক্তিয়ারে॥ করি-তেছি তোমাদের কাছে এই কাম। তোমাদের তরে তাহা কহিব তামাম॥ এহিয়ার বাপ্তিস্মা কোথা হৈতে হৈল। আস্মান কি আদমি হইতে আইল॥ শুনিয়া আপোসে তারা লাগিল কহিতে। যদি কহি আসিয়াছে আস্মান হইতে॥ তবে এই শক্শ এই সওয়াল করিবে। তা হৈলে ইমান আন নাই কি সববে॥ বলিতে আদ্মি হৈতে ডরি লোকগণে। সবব সবেই তারে নবি বল্যে মানে॥ তাহারা জওয়াব দিয়া কহিল ইসারে। আমরা জানিনা কিছু কি কব তোমারে॥ তাতে কহিলেন তিনি তাহাদের তরে। আমি এই কাম করি যেই এক্তিয়ারে॥ কোথা হৈতে পাইয়াছি সেই এক্তিয়ার। তোমাদের কাছে কিছু কব না তাহার॥

তমশিলের মার্ফতে মলামত করিবার বয়ান।

কিন্তু তোমাদের এতে কি মালুম হয়। কোন এক শক-শের দুই বেটা রয়॥ একের নজ্দিকে গিয়া সে ইহা বাতায়। আজ কর কাম গিয়া মেরা বাগিচায়॥ লেকিন পহেলা যেতে নারাজ হইল। তউ ভি করিয়া তোবা আখে-রেতে গেল॥ দোশরা বেটার কাছে বাদে সে যাইয়া। সেই মতে কহিলেক তারে ফর্ম্মাইয়া॥ জওয়াবে কহিল যাব আয় জাহপনা। লেকিন আখেরে সেই বেটাও গেল না॥ বলত

লেন ইসা হাঁ শুনিতে তা পাই। তোমরা কি এই বাৎ কভি পড় নাই॥ "লাড়কা আর দুধ পিনেওয়ালাগণের। মার-ফতে জাহের কর বাৎ তারিফের।" বাদে তিনি সেই সব লোকেরে ছাড়িয়া। শহরের বাহিরেতে নিকালিয়া গিয়া॥ বৈথনিয়া নামে এক বস্তি যে আছিল। রাৎভর সেই খানে গিয়া গুজারিল॥

ফজর হইলে ইসা চলিল বাহিরে। লেকিন সে ওক্তে ভুখ লাগিল তাঁহারে॥ রাস্তার কেনারে যে ডুম্মুর গাছ ছিল। সেথা গিয়া পাত্তা বিনা কিছু না পাইল॥ কহিলেন ইসা সেই গাছেরে তাহাতে। আভি ছে কোনই ফল না হউক তোমাতে॥ মসীহ কহিলে ইহা এমত হইল। সে ওক্তে ডুম্মুর গাছ শুখাইয়া গেল॥ শাগ্‌রেদেরা সেথা থেকে এ সব দেখিয়া। কহিল তাহারা বড় তাজ্জুব মানিয়া॥ আহা, এ ডুম্মুর গাছ কেমন করিয়া। দেখিতে দেখিতে জল্‌দি গেল শুখাইয়া॥ তাহাতে কহিলা ইসা তাহাদের তরে। সচ্ সচ্ কহিতেছি আমি তোমাদেরে॥ বেশক ইমান যদি আনহ সবায়। তা হৈলে ডুম্মুরগাছ বল্যে কথা নয়॥ লেকিন হটিয়া তুমি পড় সমুন্দরে। এ বাৎ কহিলে এই পাহাড়ের তরে॥ তা হৈলে ত সেই বাৎ পূরা হৈয়া যাবে। আর এক বাৎ বলি বুঝিতে পারিবে॥ দোয়া কর্‌্যে ইমানের সাথে যা মাঙ্গিবে। তোমাদের তরে দেখ তাহাই মিলিবে॥

জওয়াবের মারফতে সরদার কাহেনদের মুখ বন্ধ করিবার বয়ান।

এবাদৎ খানা বিচে যাইয়া পরেতে। সেই খানে নসি-হৎ দিবার বখতে॥ সরদার ইমাম আর বুজর্গেরা এসে।

বেটা ভেজিল আখের॥ লেকিন বেটারে দেখে চাষিরা আবার। আপোসে করিল শল্লা এমত প্রকার॥ এই শক্‌শ ওয়ারেশ ইহারে মারিয়া। ইহার মিল্‌কাৎ লই দখল করিয়া॥ বাদে তারা সবে মিলে তাঁহারে ধরিল। খেতের বাহিরে লিয়া কতল করিল॥ তবে সে খেতের কর্ত্তা যখন আসিবে। সেই চাষাদের তরে বল কি করিবে॥ তাহারা কহিল, এই বদকারি সবে। খেজালত দিয়া সে যে জাহান্নামে দিবে॥ আর যারা ওক্ত মতে তারে ফল দিবে। হেন চাষা-দের হাঁতে সে খেত সঁপিবে॥ তবে ইসা কহিলেন, পাক কেতাবের। এ বাৎ কি ওয়াকেফ্‌ নাহি তোমাদের॥ যে পাথর মিস্ত্রীগণে না পসন্দ কৈল। তাহাই কোনের শেরা হইয়া উঠিল॥ আর তাহা হইলেক খোদাবন্দ হৈতে। লেকিন তাজ্জুব বড় মোদের কাছেতে॥ অতএব তোমাদেরে দিতেছি কহিয়া। খোদার বাদ্‌শাই তোমাদের হৈতে লিয়া॥ তাহার লাএক ফল যাহারা আনিবে। হেন অন্য জাতিগণে তাহা দেওয়া যাবে॥ ঐ পাথরের পরে যে শক্‌শ পড়িবে। সেই শক্‌শ একেবারে চুরমার হইবে॥ কিন্তু সে পাথর যার উপরে গিরিবে। একেবারে সেই শক্‌শে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে॥ তখন ফিরুশী আর সর্দ্দার ইমাম। শুনিয়া তাঁহার এই তমশিল তামাম॥ তাহাদের তরে তিনি কহিলেন ইহা। তাহারা সকলে কিন্তু বুঝিলেক তাহা॥ তাঁহাকে ধরিতে তারা ফেকের করিল। কিন্তু লোকদের তরে তখন ডরিল॥ সবব সেখানে লোক আছিলেক যত। নবী বল্যে মসীহেরে তাহারা মানিত॥

বাপের মরজি পূরা কৈল কেটা। জওয়াবে কহিল তারা তার বড় বেটা॥ তবে ইসা কহিলেন তাহাদের তরে। সচ্ করো্য কহিতেছি আমি তোমাদেরে॥ খোদার যে রাজ্য তাতে দাখেল হইতে। গোমস্তা কস্‌বিরা যায় তোদের আগেতে॥ তোমাদের কাছে দেখ এহিয়া যখন। নেকের রাহেতে এসেছিলেক তখন॥ তাহাতে তোমরা নাহি আনিলে ইমান। লেকিন কস্‌বি আর তশীলদারগণ॥ আনিল ইমান যবে তাহার উপরে। তোমরা সে সব কিন্তু দেখে তার পরে॥ আনিতে ইমান তার উপরেতে ফের। নাহি যে করিলে তৌব তোমরা আখের॥

আঙ্গুরের বাগিচার তমশিল।

দোশরা তমশিল সবে শুন দিল দিয়া। আঙ্গুরের খেত কোন গিরস্থ করিয়া॥ বেড়া লাগাইয়া দিল চারি তরফেতে। তার বিচ খানে আর আঙ্গুর পিসিতে॥ কোল্‌হু গড়িল এক সে খানে আবার। আর সেথা করিলেক বুরূজ তৈয়ার॥ জমা দিয়া সেই খেত চাষাদের হাঁতে। আপনি চলিয়া গেল দোশরা দেশেতে॥ তাবাদে ফলের ওক্ত যখন আসিল। ফল পাইবার লেগে গোলাম ভেজিল॥ কিন্তু চাষি লোক বান্দা-গণেরে পাইয়া। কাহারে কাহারে ধর্য়ে ফেলিল মারিয়া॥ কাহারে কাহারে ধরে মারপীট করিল। কাহার কাহার পরে পাথর মারিল॥ এ সব হইলে পরে খেতের মালেক। আগেকার চেয়ে বেশি বান্দা ভেজিলেক॥ লেকিন চাষারা তাতে তাহাদের সাতে। সকল করিল ঠিক আগেকার মতে॥ ভেজিলে বেটারে মোর করিবে খাতের। ভাবিয়া গিরস্থ

গেল ॥ দাওতী তামাম লোকে দেখিবার তরে। বাদে সেই বাদ্‌শা যবে আইল ভিতরে॥ শাদির পোষাক ছাড়া এক শক্‌শ ছিল। তাহারে দেখিয়া বাদশা কহিতে লাগিল॥ শাদির পোষাক বিনা কেমন করিয়া। দাখেল হইলা হেথা আয় বড় মিয়া॥ তাহাতে সে শক্‌শ চুপ মারিয়া রহিল। লেকিন বাদ্‌শাহ বান্দাগণেরে কহিল॥ হাঁতে আর পাঁয়ে খুব বান্ধিয়া ইহারে। একে বারে ফেলে দেও বাহেরা আন্ধারে॥ সেখানে কান্দন আর দাঁত কড়মড়া। কেননা অনেকে ডাকা পশন্দিদা থোড়া॥

মাশুল দেওয়ার বয়ান।

বাদে তাঁরে কোন বাতে ফাঁদে ফেলিবারে। ফিরুশীরা এলো এই মন্‌শুবা করে্য॥ পরে তারা হেরোদীয় লোকদের সাথে। আপন শাগরেদ যারা তাদের মারফতে॥ ইহা কহি পাঠাইল মসীহের কাছে। হে ওস্তাদ আমাদের ইহা জানা আছে॥ আপনি হবেন সাচ্চা আর সাচ্চা মতে। দেখান খোদার রাহা আদ্‌মি তাবতে॥ সে বাতে পরোয়া নাহি করহ লোকের। সবব রাখনা তুমি আদ্‌মির খাতের॥ অতএব কৈসর দেশের বাদ্‌শায়। লাজেম কি হয় করা খাজানা আদায়॥ এই বাতে আপনার কিবা মর্‌জি আছে। বলিতে হুকুম হৌক আমাদের কাছে॥ তাহাদের দাগাবাজি মালুম পাইয়া। কহিলেন তাহাদিগে জওয়াব করিয়া॥ মেরা ইন্তেহাম কর কিসের খাতিরে। সেই মাশুলের টাকা দেখাও আমারে॥ তবে তারা এক সিকি আনিলে নজ্‌দিকে। সওয়াল করিয়া তিনি কহে তাহাদিকে॥ এ ছুরৎ এই নাম হয়

২২ বাব।

এক বাদশাহের বেটার শাদির তম্‌শিলের বয়ান।

তমশিল মার্‌ফতে ইসা ফের কহিলেক। আস্মানের রাজ হেন বাদশার মাফেক॥ বেটার দেলায়ে সাদি সে বাদশা আবার। করিলেক বড় এক খানা যে তৈয়ার॥ সাদির খানাতে যারা ইস্তাদা পাইল। তাদেরে ডাকিতে বাদ্‌শা গোলাম ভেজিল॥ লেকিন আসিতে তারা নারাজ হইল। তাহাতে সে বাদ্‌শা অন্য গোলাম ভেজিল॥ কহিলেন তাহা-দিগে তোমরা যাইয়া। ইস্তাদা পেয়েছে যারা তাদেরে ডাকিয়া॥ বল আমি সব খানা করেছি তৈয়ার। মেরেছি বলদ আর মোটা জানোয়ার॥ বিল্‌কুল তৈয়ার আছে আমার বাড়ীতে। তোমরা সকলে তবে আইস খানাতে॥ তদভি তাহারা সবে গাফ্‌লতি করে। নিজ খেতে গেল কেহ কেহ কার্‌বারে॥ দোশরা সবে তার বান্দাগণেরে ধরিয়া। বেহুরমৎ কর্‍্যে দিল কতল করিয়া॥ শুনে ইহা সেই বাদশা খাপ্‌পা যে হইয়া। আপনার ফৌজ সব দিলেন ভেজিয়া॥ ফৌজ গিয়া খুনিগণে জাহান্নামে দিল। আর তাহাদের বস্তী জালায়ে ফেলিল॥ বাদে তিনি কহিলেন বান্দাগণ কাছে। সাদির যে খানা তাহা তৈয়ারই আছে॥ লেকিন যে সব লোকে দাওৎ পাইল। তারা সবে এ খানার না লাএক ছিল॥ অতএব শড়কের মোড়ে মোড়ে গিয়া। যত লোক দেখা পাও আনহ ডাকিয়া॥ শড়কের মোড়ে তবে বান্দাগণ গিয়া। ভাল বুরা সব লোকে আনিল ডাকিয়া॥ তাহাতে আখেরে এত লোকেরা জমিল। দাওতী লোকেতে বিয়া বাড়ী ভরে

খালি জিন্দাদের ॥ এই সব বাৎ শুনে তাঁর নসীহতে। লোকেরা লাগিল ভারি তাজ্জুব করিতে ॥

কোন্ হুকুম বড়, তাহার বয়ান।

লাজওয়াব হৈলে তারা তাঁর মারফতে। শুনিয়া ফিরুশীগণ লাগিল জমিতে ॥ তাহাদের বিচে এক তৌরেতি আছিল। পরখ করিতে তাঁরে সওয়াল করিল ॥ হে ওস্তাদ বল শুনি তৌরেতের বিচে। সকলের চেয়ে কি হুকুম বড় আছে ॥ কহিলেন ইসা তুমি সারা দেল দিয়া। আর তোমার সারা জান লাগাইয়া ॥ তামাম আক্কেল আর দিয়া আপনার। খাবিন্দ খোদারে তুমি করিবে পেয়ার ॥ পহেলা হুকুম বড় ইহা জানিবেক। দোশরা হুকুম আছে ইহারি মাফেক ॥ পড়শি যে জন দেখ হইবে তোমার। আপনার মত তারে করিবে পেয়ার ॥ তৌরেৎ ও নবুয়ৎ যে সব দেখিবে। সবের খোলাসা আছে এ দোন কেতাবে ॥

ফিরুশীগণের লাজওয়াব হওন।

বাদে যবে ফিরুশীরা জম্মায়েত হৈল। ইসা তাহাদিগে এই সওয়াল করিল ॥ মসীহের তরে হয় মালুম কেমন। আর বল দেখি তিনি কাহার ফর্জ্জন্দ ॥ তাহাতে জওয়াব তারা করিলেক ফের। মসীহ হয়েন বেটা রাজা দায়ূদের ॥ তিনি কহিলেন তবে কেমন ছুরতে। সে তাঁরে খাবিন্দ কহে রূহের মার্ফতে ॥ খোদা কহে খাবিন্দের নজ্দিকে আমার। " আমার মারফতে দেখ দুষ্মন তোমার ॥ তোমার পাঁয়ের নিচে চৌকি না হইবে। তবতক তুমি মেরা ডাহিনে বসিবে ॥

বল কার। তাহারা কহিল ইহা কৈসর রাজার॥ তবে যাহা কৈসরের দেহ কৈসরেরে। আর যা খোদার তাহা দেহ সে খোদারে॥ এই বাৎ শুনে তারা তাজ্জব হইয়া। চলিয়া গেলেক সবে তাঁহারে ছাড়িয়া॥

কেয়ামতের বাতে সওয়াল জওয়াব।

রোজ কিয়ামৎ নাহি মানয়ে যাহারা। সেই ওক্তে এসে সেই সিদূকি লোকেরা॥ বেঔলাদ যদি কেহ যায় ফৌত হৈয়া। ভাই তার কবিলারে বিবাহ করিয়া॥ পএদা করিবে ঔলাদ ভাএর লাগিয়া। মূছানবি এ হুকুম গেছেন করিয়া॥ কিন্তু আমাদের বিচে সাত ভাই ছিল। সাদি করে্য তাহাদের বড়টী মরিল॥ বেঔলাদ ছিল সেই ইহার খাতিরে। ভাএরে সঁপিল তার নিজ কবিলারে॥ দোশ্‌রা তেশরা হতে সাত ভাই তার। করিল তাহার সাথে সেই ব্যবহার॥ সবের আখেরে সেই মরিল ঔরৎ। তবে মুরদাদের কেয়ামতের বখৎ॥ এ সাত জনের কার কবিলা সে হবে। সবব তাহারে সাদি করেছিল সবে॥ ইসা কহিলেন দেখ তোমরা কেবল। খোদার কুদ্রৎ আর কেতাব সকল॥ না বুঝিয়া ভুলিতেছ কেয়ামত বিতে। লোকেরা না করে শাদি না যায় শাদিতে॥ লেকিন আস্মানে গিয়া তাহারা বেবাকে। খোদার ফেরেস্তাদের বরাবর থাকে॥ মুরদাদের উঠিবার বাবতে যে বাৎ। তোমরা কি পড় নাই তাহা এ লাগাৎ॥ “ইব্রামের খোদা আমি, খোদা ইসহা-কের। আর দেখ আমি হই খোদা যাকোবের॥” খোদা নাহি হন খোদা মুরদা লোকের। খোদা যিনি তিনি খোদ

নেতে আছে॥ রব্বি নামে তোমরা না হইবে জাহের। সবব মসীহ রব্বি একা তোমাদের॥ তোমাদের বিচে বড় যে হয় সবের। সেই শক্‌শ হইবেক খাদেম তোদের॥ সবব যে কেহু আপে বড় জানাইবে। অএছা যে শক্‌শ তাকে ছোট করা যাবে॥ লেকিন যে কেহ জানে ছোট আপনারে। বেশক জানিবে বড় করা যাবে তারে॥

তাহাদের মক্করবাজির সববে তাহাদের জন্যে ইসার আফসোস্‌।

আফ্‌সোস্‌ তোদের পরে আয় রিয়াকার। ফিরূশী কাতেবগণ কি কহিব আর॥ তোমরা সকলে দেখ আদ্‌মিদের তরে। আস্মানি রাজের দর্জা দেও বন্ধ করে্য॥ না হও দাখেল নিজে তাহার ভিতরে। লেকিন দাখেল হৈতে যারা খেশ করে॥ তাদের ভি নাহি দেও দাখেল হইতে। ইহা বলি ফের তিনি লাগিলা কহিতে॥

আফ্‌সোস্‌ তোদের পরে আয় রিয়াকার। ফিরূশী কাতেবগণ কি কহিব আর॥ বেওয়াদের মাল তোরা তামাম খাইয়া। লম্বা লম্বা দোয়া মাঙ্গ বাহানা করিয়া॥ আখেরে তোদের সবে ইহার সববে। কহিলাম ভারি শাজা বেশক মিলিবে॥ আফ্‌সোস্‌ তোদের পরে আয় রিয়াকার। ফিরূশী কাতেবগণ কি কহিব আর॥ কোন শক্‌শে এহুদীর দিনেতে আনিতে। সফর করিয়া থাক খুস্কিতে পানিতে॥ তাহাতে তোমরা তারে নিজেদের চাইয়া। দুই গুণ জাহান্নামী দেও বানাইয়া॥ আফ্‌সোস্‌ তোদের পরে আন্ধা রাহাবার। তোমরা বলিয়া থাক ইহাও আবার॥ হৈকলের নামে যে কসম খাওয়া যায়। সে কসম না মানিলে কিছুই না হয়॥

দায়ূদ তাহারে যদি বলে খোদাবন্দ। তবে কি রকমে তিনি তাহার ফর্জন্দ॥ ইসা মসী যদি এই রকম কহিল। ইহার জওয়াব কেহ দিতে না পারিল॥ সেই রোজ হৈতে তাঁরে সওয়াল পুছিতে। পারিল না কোন শক্শ হেম্মৎ করিতে॥

---

২৩ বাব

ফিরুশিদের তালিম মানিতে লেকিন তাহাদের মাফেক কাম না করিতে ইসার হুকুম।

আপন শাগ্রেদ আর লোক জন সবে। এই রূপে ইসা মসী কহিলেন তবে॥ ফিরুশীরা আর যত কাতেব লোকেরা। মূসার গদ্দির পরে বোসে আছে তারা॥ অতএব তারা যে২ হুকুম ফর্ম্মাবে। মানিয়া তাহার মত কাম ভি করিবে॥ তাদের কামের মত কাম করিবে না। সবব তাহারা বলে লেকিন করে না॥ বেসামাল ভারি বোঝা তাহারা বান্ধিয়া। আদ্মির কান্ধের পরে দেয় চাপাইয়া॥ লেকিন নিজেরা এক আঙ্গুল লাগাইয়া। কভি সেই বোঝা নাহি দেয় সরাইয়া॥ আদ্মিরে দেখাতে তারা সব কাম করে। দরাজ তাবিজ আর লম্বা থোপ পরে॥ জাফতে পহেলা চৌকী তারা সবে চাহে। আর ভি পহেলা জাএগা এবাদৎ গাহে॥ হাটে বাজারেতে গেলে সেলাম পাইতে। আর লোকদের দ্বারা রব্বি কওলাইতে॥ এ সব পেয়ার করে তাহারা তামামে। না হৈও জাহের কিন্তু তোরা রব্বি নামে॥ সবব মসীহ এক রব্বি তোমাদের। তোমরা সবাই ভাই এক অপরের॥ কারে না বলিও বাপ দুনিয়ার বিচে। তোমাদের বাপ এক আস্মা-

দিকে। খূব সাফ্ করে্য থাক তোমরা বেবাকে॥ ভিতর তরফ কিন্তু সে সব চিজের। জুলুম ও শরারতে ভরপূর ফের॥ আফ্সোস্ তোদের পরে আয় রিয়াকার। ফিরূশী কাতেব-গণ কি কহিব আর॥ হে আন্ধা ফিরূশীগণ তোমরা পহেলা। ভিতরেতে কর সাফ্ রেকাবি পেয়ালা॥ ভিতর তরফ তার সাফ্ যদি হবে। আপে আপ বাহিরেতে সাফ হৈয়ে যাবে। তোমরা সফেদ নয়া কব্বরের মত। সবব বাহার দিক্ তার খুব্ছূরৎ॥ হাড্ডি ও ময়লাতে দেখ হরেক প্রকার। ভিতরেতে ভরপূর রয়েছে তাহার॥ বাহিরেতে তোরা সবে তাহার মাফেক। লোকের নজরে আছ নেক ও সাদেক॥ লেকিন বেধর্ম্মী আর মক্কর বাজীতে। ভরপূর তোমাদের আছে ভিতরেতে॥ ফিরূশী কাতেবগণ তোরা রিয়াকার। নবিদের করে্য থাক কব্বর তৈয়ার॥ নেক লোকদের গোর সুন্দর করিয়া। তোমরা সকলে থাক এবাৎ কহিয়া॥ বাপদাদাদের ওক্তে যদি থাকিতাম। নবীদের খুনে নাহি শরীক হৈতাম॥ অতএব নবিগণে যাহারা মিলিয়া। সেকালে ফেলিয়াছিল কতল করিয়া॥ তোমরা যে আওলাদ সে লোকগণের। নিজেরাই হইতেছ সাক্ষী নিজেদের॥ আপন আপন বাপ দাদা লোকদের। পএমানা পূরা কর তোমরা আখের॥ আয় সাঁপ আয় কাল সাঁপের নছল। দোজোকের সাজা কিসে এড়াবি তা বল॥

ফিরুশালেম শহরের হলাকতের বাবতে ইসার নবুয়ৎ।

নবী ও আক্কেল বন্দ কাতেবদিগকে। দেখ আমি ভেজে দিব তোদের নজ্দিকে॥ তাহাদের বাজে জনে তোমরা ধরিয়া।

হৈকলের সোনার যে কসম খাইবে। জরুর তাহাকে তাহা মানিতে হইবে॥ হে নাদান আর আন্ধা লোকেরা সকল। সোনা ও সোনারে পাক করে যে হৈকল॥ এ দুইএর বিচে বড় কোন্ চিজ হয়। আর ভি বলিয়া থাক তোমরা সবায়॥ যে শক্শ কসম খায় কোর্বান গাহার। তাহাতে আয়েব কিছু না হয় তাহার॥ কিন্তু তার উপরে যে কুর্বানি রয়। তাহার কসম খেলে মানিতে তা হয়॥ হে আন্ধা নাদান লোক কহ সাফ্ করে্য। কোন্ চিজ বড় হয় ইহার ভিতরে॥ কোর্ব্বাণী কি যে আবার সেই কোর্ব্বাণীরে। সেই যে কুর্ব্বাণ গাহ দেয় পাক করে্য॥ কোর্ব্বাণ গাহের তরে যে কসম করে। কোর্ব্বাণ গাহ্ আর তাহার উপরে॥ যে সকল চিজ থাকে কহিনু তোমারে। সে খায় কসম সেই তামামের তরে॥ হৈকলের তরে যেবা কসম করিবে। বাসেন্দা সমেৎ তার সে কসম হবে॥ যে জন কসম খায় ফের আস্মানের। সে খায় কসম খোদা ও তাঁর তক্তের॥

আফ্সোস্ তোদের পরে আয় রিয়াকার। ফিক্কশী কাতেবগণ কি কহিব আর॥ পোদিনা, মৌউরি জিরা যে সকল পাও। তাহার দশোয়া হিশ্শা তোরা সবে দেও॥ সদাকৎ, সাচ্চাই আর যে মেহেরবানি। শরিওতের বিচে ভারি বলে জানি॥ লেকিন এসব তোরা ছেড়েছ আখের। উহা মানা ইহা রাখা লাজেম তোদের॥ আয় আন্ধা রাহাবার তোমরা সকলে। উঠঁকে গিলিয়া থাক মশা ছেঁকে ফেলে॥

আফ্সোস্ তোদের পরে আয় রিয়াকার। ফিক্কশী কাতেবগণ কি কহিব আর॥ পেয়ালা ও রেকাবির বাহিরের

২৪ বাব।

হএকলের হলাকতের বাবতে ইসার নবুয়ত করিবার বয়ান।

ইবাদৎ খানা হৈতে বাহির হইয়া। যে ওখতে যান ইসা রওনা হইয়া॥ তাঁহার শাগরেদগণ অএছা ওখতে। হৈকলের এমারত লাগিল দেখাতে॥ মসীহ কহিলা ইহা তাহাদের তরে। তোমরা কি এই সব দেখ না নজরে॥ সত্য করে্য কহি-তেছি আমি তোমাদেরে। একটী পাথর দোশ্‌রা পাথরের পরে॥ আমার জবান শুন কভি না রহিবে। তমামই জমি-নের বরাবর হবে॥

হৈকলের হলাকতের আগে যে যে ভারি মুসিবৎ গিরিবে, তাহার বাবতে ইসার নবুয়ৎ করিবার বয়ান।

জৈতুন পাহাড় পরে যাইয়া বসিলে। নিরালা নজ্‌দিকে এসে শাগ্‌রেদ সকলে॥ সওয়াল করিয়া তাঁরে পুছিলেক তবে। এ সব মাজেজা বল কোন্ ওক্তে হবে॥ নিশানা কি বল আপনার আসিবার। আর এই জমানার আখের হবার॥ তবে ইসা কহিলেন তাদিগে এবার। না ভুলাক্ তোমাদেরে কেহ খবরদার॥ সবব বহুতে মেরা নামেতে আসিবে। ইসামসী বলাইয়া লোকে ভুলাইবে॥ লড়াই জঙ্গের হল্লা তোমরা শুনিবে। হুঁশিয়ার সে সববে নাহি ঘব্‌ড়াইবে॥ সবব এসব দেখ বেশক ঘটিবে। কিন্তু তবু জমানার আখেরি না হবে॥ জাতির খেলাফে দেখ জাতি খাড়া হবে। রাজের খেলাফে রাজ আবার উঠিবে॥ সুরুতে হরেক দেশে হইবে আকাল। মড়ক হইবে আর হবে ভূঁইচাল॥ তস্‌দি দিবার

কাটিবে করিবে খুন সলিবেতে দিয়া। বাজে বাজে জনে ধর্‌ব্যে এবাদৎ ঘরে॥ কোড়া মেরে ছাতাইবে শহরে শহরে। অতএব কহি শুন অএছা ছুরতে। হাবিল যে নেক ছিল তার লহু হৈতে॥ বেরিখির বেটা যেই সিখরি নবিরে। হৈকল ও কোর্ব্বাণগার বিচ থানে ধর্‌ব্যে॥ কতল করেছ তোরা তার লহু হৈতে। যত নেকদের লহু গিরেছে জমিতে॥ কহিতেছি আমি সেই তামামের তরে। বেশক পড়িবে শাজা তোমাদের পরে॥ সচ্ কর্‌ব্যে কহিতেছি তোমাদের সবে। একালের লোক পরে ও সব গিরিবে॥ হে যিরূশালেম তুমি নবি লোকগণে। কতল করিয়া দেখ মারিয়াছ জানে॥ তোমার নজ্‌দিকে যারা ভেজা গিয়াছিল। লোকেরা তাদেরে দেখ পাথর মারিল॥ মুরগী জএছা নিজ বাচ্চা সবেরে। জম্মা কর্‌ব্যে রাখে নিজ পরের ভিতরে॥ তোমার লাড়কাগণে অএছা ছুরতে। এরাদা করেছি কত জমাৎ করিতে॥ লেকিন্ আমার দেলে আফ্‌সোস রহিল। তাহারা কেহ তাতে রাজি না হইল॥ দেখ তোমাদের ঘর ওএরাণ হইবে। সবব বল্‌তেছি আমি তোমাদের সবে॥ খোদার নামেতে দেখ আসিছেন যিনি। তোমাদেরে কহি শুন মুবারক তিনি॥ এরকম বাৎ যবতক না বলিবে। তবতক মোরে নাহি দেখিতে পাইবে॥

এই খানে আছে ইসা, ঐ খানে আছে। সেই ওখ্‌তে কেহ যদি কহে তেরা কাছে॥ তাহাতে একিন তুমি কভি না করিবে। ঢের ঝুঠা ইসামসী সে ওক্তে আসিবে॥ আর ঝুঠা নবিগণ বহুত উঠিবে। কেরামৎ ও নিশান বহুৎ দেখাবে॥ পসন্দিদা লোকগণ সে সব দেখিয়া। হৈতে পারে তারা সবে যাইবে ভুলিয়া॥ দেখ আমি জানাইনু আগে তোমাদেরে। হুশিয়ার হৈতে যেন পারহ আখেরে॥ অতএব যদি কেহ এই বাৎ বলে। ঐ দেখ, দেখ, তিনি আছেন জঙ্গলে॥ তাহা হৈলে শুন আমি কহি যে তোমারে। হুশিয়ার তুমি নাহি যাইবে বাহিরে॥ কুঠরিতে আছে তিনি যদি কেহ কহে। তদ্‌ভি একিন তুমি করিও না তাহে॥ পূরব হইতে জএছা হইয়া জাহের। বিজলি পর্চ্ছিম তক করয়ে জাহের॥ আদমির বেটা যবে আবার আসিবে। তাঁহার আওনা ঠিক তেমনি হইবে॥ আর দেখ যে জাএগায় লাশ সব রয়। গিধড় সকল সেই ঠেঁয়ে জম্মা হয়॥

দুনিয়ার আদালত করিতে মসীহের আসিবার নিশানার বয়ান।

আর সেই মুসিবৎ গেলে গুজারিয়া। আস্মানে সূরুজ যাবে আন্ধেরা হইয়া॥ আর চাঁদ আপনার রোষ্‌নি নাহি দিবে। আস্মান হইতে তারা খশিয়া পড়িবে॥ আর মেরা বাৎ শুন অএছা ছুরতে। আস্মানি আবাদি সব থাকিবে হিলিতে॥ তবেত আস্মান পরে আদ্‌মির বেটার। যাইবে দিশান দেখা কহিনু আবার॥ আর দেখ কুদরৎ জলালের সাতে। আদমির বেটারে দেখে বাদলে আসিতে॥ সেই ওক্তে দুনিয়ার গিরস্থ যতেক। দেখিয়া তাঁহারে নিজ

তরে অএছা ওখ্তে। তোমাদিগে সঁপিবেক দুশ্মনের হাঁতে॥ লোকে তোমাদিগে ফের কতল করিবে। আর ভি তোমরা মোর নামের সববে॥ আর দেখ মানুষের যে যে জাতি আছে। না ফরতি বনিবেক তাহাদের কাছে॥ সে ওখতে ঢের লোক ঠোক্কর খাইবে। বেইমানি দুশ্মনি আপোসে করিবে॥ আর ঢের ঝুঠা নবি লোকেরা পৌঁছিয়া। সে ওখতে লোক-সবে দিবে ভুলাইয়া॥ আর দেখ বেদিনীর বাড়তির সববে। অনেকের প্রেম কিন্তু ঠাণ্ডা হৈয়া যাবে॥ লেকিন আখের তক যে রবে পাএদার। নজাৎ মিলিবে দেখ সেরেফ তাহার॥ হরেক জেতের লোকদিগের উপরে। সাক্ষী দেওয়া যায় যেন ইহার খাতিরে॥ খুষ খবরী সারা দেশে জাহের হইবে। বাদে এই জমানার আখেরি পৌঁছিবে॥

মকরূহ চিজ বড় খারাব যে হয়। দানিয়েল নবি তার জেকের করয়॥ পাক মকানেতে তাহা দেখিবে যখন। যেই শক্শ পড়ে বুঝে দেখুক সে জন॥ এহুদা মুল্লুকে যারা রহে সে ওখতে। পলাইয়া তারা যেন যায় পাহাড়েতে॥ আর যারা রহিবেক ছাতের উপরে। নাহি উতরূক নিচে চিজের খাতিরে॥ আর যেবা কেহ রহে আপনার ক্ষেতে। ফিরিয়া না যাউক সেই কাপড় লইতে॥ হামেলা ও দুধওয়ালি ঔরত যতেক। তাহাদের তরে জাস্তি তস্দি হবেক॥ এত ওয়ারের রোজ কিম্বা জাড়ার বখতে। দোয়া মাঙ্গ যেন নাহি হয় পলাইতে॥ শুরু হৈতে হয় নাই, কিম্বা না হইবে। এ রকম মুসিবৎ তখন ঘটিবে॥ সে মুসিবতের ওক্ত কম না করিলে। কোনই ইন্সানে নাহি বাঁচিবে তা হৈলে॥ কিন্তু পসন্দিদা লোক যে সকল হবে। সে ওক্ত তাদের তরে কম করা যাবে॥

ব্যস্ত শাদি দিতে আর। করিবারে শাদি ব্যস্ত ছিল যে প্রকার॥ ইবনে ইন্‌সান দেখ যে ওক্তে আসিবে। সে ওক্তেও এরকম বেবাক ঘটিবে। সে ওখতে দুই শক্‌শ থাকে যদি ক্ষেতে। একেরে ধরিতে হবে অন্যেরে ছাড়িতে॥ দুই নারী যদি যাঁতা বসিয়া পিশিবে। একেরে ধরিবে কিন্তু অন্যেরে ছাড়িবে॥

যে ওখতে তোমাদের খাবিন্দ আসিবে। সে ওক্ত তোমরা নাহি জানিতে পারিবে॥ অতএব জেগে রহ হৈয়া হুশিয়ার। খবরদার হইয়া কর তাঁর এন্তেজার॥ কোন্ পহরেতে চোর ঢুকিবেক ঘরে। আগর গিরস্থ ইহা জানিবারে পারে॥ তাহৈলে জাগিয়া থাকে নাহি যায় নিন্দ। চোরেরে কাটিতে ঘরে নাহি দেয় সিন্দ॥ তোরা ভি তৈয়ার রহ। ইহার সববে। যে ঘড়িতে তাঁর এন্তেজারে না রহিবে॥ ইবনে ইন্‌সান সেই পহরেতে তবে। তোমাদের নজদিকে বেশক আসিবে॥

খানা খিলাইতে নিজ ঘরানা সবারে। মুক্তিয়ার কর্‌্যে কর্ত্তা রাখে যে বান্দারে॥ হেন ইমান্দার আর খুব হুশিয়ার। বল দেখি কোন্ বান্দা হইবে তাঁহার॥ খাবিন্দ আসিয়া যারে কামেতে পাইবে। মুবারক সেই বান্দা বেশক জানিবে॥ সচ কহিতেছি আমি খাবিন্দ তাহারে। মুক্তিয়ার করিবেক সব চিজ পরে॥ কিন্তু যেই বুরা বান্দা ভাবে দিল বিচে। খাবিন্দের আসিবার আরো দেরি আছে॥ অএছা খেয়াল কর্‌্যে সাথিগণে মারে। মাতালের সাথে বোসে খানা পিনা করে॥ যে দিনেতে তাঁর এন্তেজারি না করিবে। আর যে ওখত সেই নিজে না জানিবে॥ অএছা ওখত দেখ

ছাতি পিটিবেক ॥ উচা আওয়াজেতে তূরী যাহারা বাজায়। ভেজিবেন তিনি হেন নিজ ফেরেস্তায় ॥ আস্মানের নিচে সেই ফেরেস্তা আসিয়া। দুনিয়ার চারি দিকে ঘুমিয়া ২ ॥ তাঁর পসন্দিদা লোক যতেক থাকিবে। আনিয়া সবারে জম্মা তাহারা করিবে ॥

ডুমুর গাছের এই এক তম্ছীল। শিখহ ইহার মানে দিয়া জান দিল ॥ ডুমুর গাছের ডাল নরম হইলে। তাহাতে তাহার পাতা ফের দেখা দিলে ॥ গরমির ওখত যে নজদিক হইতেছে। তোমাদের ইহা খুব মালুম তো আছে ॥ মাজেজা ঘটিবে যবে ঐ রকমের। জানিবে যে ওক্ত তেরা দর্জায় হাজের ॥ সত্য করে্য কহিতেছি শুন দিয়া মন। এ জমানার যত আছে লোক জন ॥ তাহাদের গুজরিয়া নাহি যেতে যেতে। এ সব মাজেজা তোরা দেখিবে ঘটিতে ॥ জমিন আস্মান এরা টলিয়া যাইবে। হরগিজ মেরা বাৎ নাহিক টলিবে ॥

সেই বখত কবে হইবে, ইহা ওয়াকেফ না রহাতে সব লোকের
তৈয়ারি হইয়া থাকা যে লাজেম, এই বাবতে ইসার
নসিহতের বয়ান।

সেই রোজ আর সেই ঘড়ির খবর। মোর যে আস্মানি বাপ সে বাপ বেগর ॥ দুনিয়াতে আদ্মি কিম্বা ফেরেস্তা আস্মানে। ইহারা কেহই তার কিছুই না জানে ॥ নোহের ওখতে হৈয়েছিল যে ছুরতে। সে রকম হইবেক আমার ওখতে ॥ পানির তুফান আগে যে রোজ লাগাৎ। জাহাজেতে নোহ নাহি উঠিল নেহাৎ ॥ পানি আসি সবে নাহি ভাসাইয়া দিল। সেই তক লোকে যে রকম করেছিল ॥ খানাতে পিনাতে

চলিবে ॥ তোমরা তাহিহলে তবে দোকানে যাইয়া। তোমা-
দের তরে তেল আনহ কিনিয়া ॥ তেল কিনিবারে তারা যে
ওখতে গেল। সে ওখতে দুলা আসি দাখেল হইল ॥ যা-
হারা তৈয়ার ছিল তাহারা তামামে। ঢুকিল দুলার সাথে
শাদির মোকামে ॥ ইহা বাদে দরোয়াজা বন্দ হৈয়া গেল।
দোশরা কুঙারীগণ তখন আইল ॥ আয় খোদাবন্দ বল্যে
কহে চেঁচাইয়া। আমাদের তরে দেও দরজা খুলিয়া ॥ জও-
য়াবে কহিল তিনি শুন সচ্ বাৎ। মেরা চেনা শুনা নাহি
তোমাদের সাৎ ॥ জাগিয়া থাকিবে কহি ইহার সববে।
সবব আদ্‌মির বেটা কোন্ ওক্তে আসিবে ॥ কিম্বা কোন্
রোজে তিনি আসিবে আবার। এ সকল ওয়াকেফ্ নাহি
তো সবার ॥

এক মুনিব আর তাহার বান্দাদের তমসিল।

আস্মানের রাজ্যে হেন শক্‌শের মাফেক। শফরে যাইতে
যে এরাদা করিলেক ॥ ডাকি নিজ বান্দাগণে যাবার ওখতে।
সঁপিল দৌলত সব তাহাদের হাঁতে ॥ কারে পাঁচ তোড়া কারে
দুই তোড়া দিল। কারু হাঁতে এক তোড়া সুপর্দ্দ করিল ॥
যার যেবা লেয়াকৎ তারে তাই দিয়া। আখেরে সে শক্‌শ
গেল বিদেশে চলিয়া ॥ বাদে যেই শক্‌শ পাঁচ তোড়া পেয়ে-
ছিল। শৌদাগরি কামেতে সে টাকা খাটাইল ॥ সেই কার্-
বারে তার বরখ্‌ত হইল। তাতে আর পাঁচ তোড়া ধন
বাড়াইল ॥ দুই তোড়া মিলেছিল যে জনের তরে। বাড়াইল
দুই তোড়া ঐ রকম করো ॥ লেকিন যে জন পেয়েছিল দুই
তোড়া। সে যাইয়া জমিনেতে খুঁড়িলেক গাড়া ॥ আপনার

যখন হইবে। তাহার খাবিন্দ সেই ওক্তে পহুছিবে॥ তাহাতে খাবিন্দ তারে ভারি শাজা দিয়া। মক্কারের সাথে দিবে হিশ্যা ঠাহরিয়া॥ আর দেখ যে জাগাতে সে জন গিরিবে। সেখানে কাঁদন দাঁত কিড়ি মিড়ি হবে॥

---

২৫ বাব।

দশ কুওারীর তমসিল।

আপন চেরাগ সব যারা লিয়া হাতে। মুলাকৎ করিতে গেল দুলাজির সাতে॥ আস্মানের বাদ্শাহৎ জানিবে প্রমাণ। হয় ঠিক হেন দশ কুওারী সমান॥ পাঁচ জন তার বিচে ছিল হুশিয়ার। আর পাঁচ জন ছিল বেকুব আবার॥ তাহার বিচেতে যারা বেঅকুব ছিল। চেরাগ লইল সাথে তেল না লইল॥ লেকিন আক্কেলবন্দ সেই পাঁচ জনে। চেরাগের সাথে তেল লইল বাসনে॥ আসিতে দুলার বড় বিলম্ব হইল। তাহাতে ঢুলিয়া সবে শুইয়া পড়িল॥ তার পরে আধা রাত হইল যখন। "ঐ দেখ আসিতেছে দুলাজি এখন॥ বাহেরেতে যাও সবে তাঁহারে ভেটিতে।" এই রকমের শোর লাগিল হইতে॥ নিন্দ হতে কুওারিরা তখন উঠিল। চেরাগ তৈয়ার তারা করিতে লাগিল॥ সেই যে আক্কেলবন্দ পাঁচ জন ছিল। বেকুবেরা তাহাদিগে কহিতে লাগিল॥ তোমাদের তেল হৈতে থোড়া দেও ধার। নতুবা চেরাগ বুতে যায় মো সবার॥ জওয়াব করিল তবে হুশিয়ার যত। আমাদের তেল আছে দরকার মত॥ তাহা হৈতে কিছু যদি দেওয়া যায় তবে। তোদের মোদের কাজ বুঝি না

তারে কহিল এমন ॥ আয় বুরা আর শুস্তি বান্দা হও তুমি। যে জাগাতে কোন দিন বুনি নাই আমি ॥ কাটি সে জাগাতে আমি আর যে জাগায়। না ছড়াই কুড়াইয়া থাকি যে সেথায় ॥ ইহা যদি জানা ছিল বেণিয়ার হাঁতে। লামেজ আছিল তোর তোড়াটী রাখিতে ॥ তা যদি করিতে আমি আসিয়া তাহলে। পেতেম আমার টাকা সুদে ও আসলে ॥ অতএব ঐ তোড়া আভি কেড়ে লও। দশ তোড়া যার আছে তার কাছে দেও ॥ সবব যে শক্‌শের নজ্‌দিকে রহিবে। সেই শকশ তরে আরো দেওয়া ভি যাইবে ॥ তাহাতে তাহার আরো জেয়াদা হইবে। লেকিন যাহার কাছে নাহিক রহিবে ॥ যা আছে তাহার কাছে তাহা ভি আখের। তাহার নজদিক হৈতে লেওয়া যাবে ফের ॥ আর তোরা ঐ বুরা বান্দারে লইয়া। বাহেরের আন্ধেরাতে দেহরে ফেকিয়া ॥ আর দেখ যে জাগাতে সে শক্‌শ গিরিবে। সে খানে কাঁদন দাঁত কিড়ি মিড়ি হবে ॥

আদালতের দিনের বাবতে বয়ান।

ইব্‌নে ইন্‌সান দেখ আর যেই কালে। পাক ফেরেস্তার সাথে আপন জালালে ॥ আসিবেন সে ওখতে তিনি আপনার। জালালের তক্ত পরে হইবে শোয়ার ॥ যতেক জাতির লোক সে ওক্তে থাকিবে। তাঁহার সামনে সবে জমা করা যাবে ॥ তাহা বাদে ভেড়ীওয়ালা যেমন ছুরতে। ভেঁড়ী সব জুদা করে বখরি হইতে ॥ ইবনে ইনসান ঠিক অএছা প্রকারে। তাদের হরেক জনে লিয়া জুদা করে্য ॥ ডাহিন তরফে সব ভেঁড়িরে রাখিবে। বাম দিকে আর সব বখরিরে

খাবিন্দের তোড়াটী লইয়া। সেই গাড়া বিচে রেখে দিল ছিপাইয়া॥ এহা বাদে ঢের রোজ গুজারিয়া গেল। তাদের খাবিন্দ এসে দাখেল হইল॥ ডাকাইয়া বান্দাগণে আপন হুজুরে। হিসাব লইতে সে যে দিল শুরু করে॥ তবে যেই শক্শ পাঁচ তোড়া পেয়েছিল। আর পাঁচ তোড়া এনে সে জন কহিল॥ পাঁচ তোড়া টাকা তুমি দিলে মোর হাঁতে। আর পাঁচ তোড়া ফাএদা করেছি তাহাতে॥ তাহাতে কহিল তারে খাবিন্দ তাহার। তুমি মুবারক বান্দা হও ইমান্দার॥ থোড়াতে ইমান্দার হৈয়েছ এবারে॥ বহুতের মুক্তিয়ার করিব তোমারে॥ খশি করিয়াছ তুমি খাবিন্দে আপন। তাঁহার খুষেতে খুষি হইবে এখন॥ বাদে যেই শক্শ দুই তোড়া পেয়েছিল। সেও ভি আসিয়া তাঁরে কহিতে লাগিল॥ দুই তোড়া ধন তুমি দিলে মোর হাঁতে। আর দুই তোড়া লাভ করেছি তাহাতে॥ তাহাতে কহিল তারে খাবিন্দ তাহার। আয় মুবারক বান্দা তুমি ইমান্দার॥ থোড়াতে ইমানদার হৈয়েছ এবারে। বহুতের মুক্তিয়ার করিব তোমারে॥ খুষি করিয়াছ তুমি খাবিন্দে আপন। তাহার খুষেতে খুষি হইবে এখন॥ তা বাদে যে শক্শ এক তোড়া পেয়েছিল। সেও ভি আসিয়া তার খাবিন্দে কহিল॥ তোমারে সকৎ লোক জানিতাম আমি। যে জাগাতে নাহি বুনিয়াছ কভি তুমি॥ কাটিয়া যে থাক তুমি সেই জাএগায়। আর তুমি কভি নাহি ছড়াও যেথায়॥ তুমি সেই জাএগাতে থাক কুড়াইয়া। ইহার সববে মুই দহশৎ খাইয়া॥ জমিনের বিচে এক গাড়া যে খুলিয়া। রাখিনু তোমার সেই তোড়া ছিপা-ইয়া॥ তোমার যা হয় দেখ তা লও এখন। শুনিয়া খাবিন্দ

পিন্দাইলে। বেমারে কয়েদে মোরে মদদ না দিলে॥ জওয়াব করিয়া ফের তাহারা কহিবে। আয় খোদাবন্দ ইহা হৈয়েছিল কবে॥ পেয়াশা, বিদেশী, নঙ্গা ভূখা বা বেমারে। দেখিয়া মদদ কবে করিনি তোমারে॥ জওয়াব করিয়া তিনি কহিবে তখন। সচ্ কহিতেছি আমি তোদের কারণ॥ ইহাদের কোন এক ছোট জন পরে। কর নাই যাহা তাহা করনি আমারে॥ যে শাজার কোন কালে আখের না হবে। এই সব লোক গিয়া তাহাতে পৌঞ্ছিবে॥ লেকিন হামেশা যেই জেন্দেগী রহিবে। সাদিক লোকেরা সব সেখানে যাইবে॥

---

২৬ বাব।

মশিহকে গেরেফতার করিয়া তাঁহাকে কতল করাইবার ওয়াস্তে সরদারদের সল্লা করিবার বয়ান।

এই সব বাৎ যদি তামাম হইল। আপন শাগ্‌রেদগণে মসীহ কহিল॥ আর দুই রোজ বাদে তোমরা জানিবে। নজাতের ইদ আসি দাখেল হইবে॥ ইব্‌নে ইন্‌সান তাতে কতল হইতে। সুপরদ হইবেন দুশ্মনের হাঁতে॥ সেই ওক্তে সরদার ইমান যতেক। কাতেব বুজুর্গেরা যত আছিলেক॥ সর্দ্দার ইমাম ছিল কিয়ফা নামেতে। জমাওত হইলেক তাহার বাড়ীতে॥ কি ফেরেবে ধর্য়ে তারা মারিবে মসীরে। বসিয়া করিল শল্লা ইহার খাতিরে॥ তাহারা কহিল নহে পরব থাকিতে। তা হৈলে ফসাদ হবে লোকের বিচেতে॥

ইসার মাথাতে খুশবোর চিজ ঢালিবার বয়ান।

বৈথনিয়া বস্তি মাঝে মসীহ যখন। সিমোন কোড়ির

থুইবে॥ তা বাদে ডাহিন দিকে যাহারা থাকিবে। তাহাদের তরে ইহা বাদশাহ কহিবে॥ আইস বাপের যত মুবারক গণ। যে ওখতে দুনিয়ার হইল সির্জন॥ সে হৈতে যে রাজ্য আছে তোদের লাগিয়া। তার ওয়ারিস্ আভি হও হে আসিয়া॥ ভুখা হৈলে আমি তোরা খানা খিলায়েছ। পিয়াস হইলে মোরে পানি পিলায়েছ॥ মুছাফের হইয়াছিলাম আমি যবে। থাকিবার তরে জাগা দিয়াছিলা তবে॥ নঙ্গা হৈলে তোরা মোরে পিন্ধালে বস্তর। বেমারে খেদমৎ মোর কোরেছ বিস্তর॥ কয়েদ খানেতে মুই গিরিনু যখন। সেখানে যাইয়া মোরে দেখিলে তখন॥ তবে সাদিকেরা এই জওয়াব করিবে। ভুখেতে তোমারে খানা খিলায়েছি কবে॥ পিয়াসা দেখিয়া কবে পিলায়েছি পানি। মুছাফের দেখে করিয়াছি মেহেমানি॥ নঙ্গা দেখে কবে বস্ত্র দিয়াছি তোমাকে। বেমারে কয়েদে কবে গিয়াছি নজ্দিকে॥ জওয়াবে বাদ্শা তবে কহিবেক ফের। সচ্ করে্য আমি কহিতেছি তোমাদের॥ এই মেরা ছোটা ছোটা ভাই যত জন। যাহা করিয়াছ এর একের কারণ॥ ঠিক করে্য আমি কহিতেছি তোমাদেরে। করা হইয়াছে তাহা আমারি তো তরে॥ বাঁও তরফেতে তাঁর যে সব রহিবে। তাহাদের তরে ইহা আবার কহিবে॥ আয় লাহানতি সব দূর হৈয়ে যাহ। আমার নজ্দিকে তোরা আর নাহি রহ॥ শয়তান আর তার ফেরেস্তার তরে। যে আগুন আছে যাও তাহার ভিতরে॥ সবব হইনু ভুখা আমি যেই কালে। সে ওখতে তোরা মোরে নাহি খাওয়াইলে॥ পিয়াসা হইলে মোরে নাহি দিলে পানি। মুছাফের হইলে না কৈলে মেহের্মানি॥ নঙ্গা হৈলে মোরে নাহি বস্ত্র

ইদ নজাতের খানা।

বেমাওয়া রুটীর ইদ আসি পহুঞ্ছিলে। তাহার পহেলা রোজে শাগরেদ সকলে॥ ইসারে পুছিল আসি কি মরজি তোমার। কোথায় ইদের খানা করিব তৈয়ার॥ তিনি কহিলেন দেখ যাইয়া শহরে। কহ গিয়া ইহা ফের ফলানা শক্শেরে॥ ওস্তাদ তোমার কাছে ইহা কহিতেছে। আমার ওখত দেখ নজ্দিক হৈয়েছে॥ শাগরেদগণ সবে মুই সাথে করে্য। ইদ নজাতের খানা খাব তেরা ঘরে॥ তা বাদে শাগরেদগণ হুকুমে ইসার। সেখানে ইদের খানা করিল তৈয়ার॥ ইহা বাদে সাঞ্জ যবে এসে পহুঞ্ছিল। বারো জন সাথে ইসা খানাতে বসিল॥ খানা খাইবার ওক্তে শাগরেদগণেরে। কহিলেন ইসামসী ইহা তার পরে॥ তোমাদের এক জন আমারে ধরিয়া। দুশ্মনের হাতে দিবে সুপর্দ্দ করিয়া॥ নেহাৎ উদাশ হৈয়া তাহারা তাহাতে। সে কি আমি, এই বাৎ লাগিল কহিতে॥ তাহাতে মসীহ ইহা লাগিল কহিতে। তোমাদের যেই শক্শ মেরা সাতে সাতে॥ এই পেয়ালার মাঝে হাঁত ডুবাইবে। দুশ্মনের হাঁতে সেই আমারে সঁপিবে॥ আদমির বেটার তরে যে বয়ান আছে। সেই রকমেতে তাঁর যাওয়া হইতেছে॥ ঝকমারি তার দেখ যাহার মারফতে। ইবনে ইস্মান যাবে দুশ্মনের হাঁতে॥ না হইলে পএদাশ সেই শক্শের। তাহার লাগিয়া হৈত বহুত খয়ের॥ দুশ্মনের হাঁতে তাঁরে দিতে ধরাইয়া। যে এহুদা আছিলেক তৈয়ার হইয়া॥ সে কি আমি? এই কথা সে শফ্শ পুছিলে। কহিলেন ইসা তাহা তুমি যে কহিলে॥

ঘরে আছিল তখন॥ সাদা পাথরের এক বাসনে করিয়া। বড় দামী খুঁশবোর তেল থোড়া লিয়া॥ মসীহ বসিতে যান যখন খানায়। এক নারী এসে তাঁর ঢালিল মাথায়॥ তাহাতে নারাজ হৈয়া শাগ্রেদেরা কয়। এ রকম গরবাদ কি সববে হয়॥ পাওয়া যেত ঢের টাকা এ চিজ বেচিলে। দিতে পারা যেত তাহা গরিব সকলে॥ লেকিন জানিয়া ইসা কন তাহা সবে। ইহারে তক্লিফ্ দেও কিসের সববে॥ আচ্ছা কাম মোর তরে এ নারী করেছে। হামেশা গরিব রহে তোমাদের কাছে॥ লেকিন হামেশা আমি রহি না এখানে। এই তেল ঢেলে নারী আমার বদনে॥ কব্বর দিবার কাম করিল আমারে। সত্য কর্য়ে কহিতেছি আমি তোমাদেরে॥ সারা দুনিয়ার বিচে যে কোন জাগায়। এই খুশ খবরি জাহের করা যায়॥ এই ঔরতের ইয়াদ গিরির সববে। এ কামের বাৎ ভি জাহের করা যাবে॥

তাঁহাকে গেরেফ্তার করাইয়া দিবার ওয়াস্তে যিহুদার টাকা লইবার বয়ান।

বারো শাগ্রেদের বিচে ছিল এক জন। ঈস্করিতিয় এহুদা নামেতে তখন॥ সরদার ইমামদের নজদিকে যাইয়া। এই বাৎ তাহাদিগে কহে সমঝাইয়া॥ ইসারে সুপর্দ্দ যদি করি তেরা হাঁতে। তা হৈলে আমারে তোরা কি পার দেলাতে॥ তার মুখে এই বাৎ যখন শুনিল। তাহারে তিরিশ টাকা কবুল করিল॥ সুপর্দ্দ করিতে তাঁরে দুশমনের হাতে। এহুদা লাগিল কাবু তল্লাশ করিতে॥

হয়॥ তদ্ভি এন্কার নাহি করিব তোমারে। বেবাক শাগ্রেদে ইহা কহিল তেনারে॥

গেৎসিমানি বাগিচাতে ইসার দোয়া মাঙ্গিবার বয়ান।

গেৎসিমানি নামে এক আছিল বাগান। শাগ্রেদের সাথে ইসা সেই খানে যান॥ সেই খানে গিয়া তিনি পৌঁছিল যখন। শাগ্রেদগণেরে ইহা কহিলা তখন॥ আমি গিয়া দোয়া মাঙ্গি যে তক তফাতে। তোমরা বসিয়া রহ সভে এ জাগাতে॥ পিতর ও সিবদির বেটা দোন জনে। আপনার সাথে লিয়া গেলেন সেখানে॥ লেকিন সেখানে গিয়া গমগিন্ হইল। আর বড় দেলগির হইতে লাগিল॥ তবে তিনি কহিলেন তাহাদের তরে। মৌত তক মেরা জান গমগিন করে॥ ইহা বাদে কহিলেন, তোমরা সবায়। আমার সাথেতে জেগে থাকহ হেথায়॥ বাদে তিনি থোড়া অএছা আগেতে যাইয়া। উবুড় হইয়া নিজে জমিতে পড়িয়া॥ মাঙ্গিতে মাঙ্গিতে দোয়া কহিলেন পরে। হে মেরা আস্মানি বাপ যদি হৈতে পারে॥ তা হৈলে আরজ ইহা করি যে তোমারে। মেরা পাশ হৈতে এ পেয়ালা নেও দূরে॥ তদ্ভি না হোক মেরা মরজি মাফেক। লেকিন হউক তেরা মর্জি মোতাবেক॥ ইহা বাদে আইলেন শাগ্রেদের কাছে। দেখিলেন তারা সবে নিন্দ গিয়া আছে॥ ইহা বাদে কহিলেন ডাকিয়া পিতরে। এ কি দেখি হে পিতর কহ তা আমারে॥ জাগিয়া থাকিতে ঘড়ি ভর মেরা সাৎ। তোমাদের কাহারো কি ছিল না তাকৎ॥ এমতাহানে জএসা না হয় গো গিরিতে। এহার লাগিয়া হবে জাগিয়া থাকিতে॥ জা-

আপনার মৌতের এয়াদগারির ওয়াস্তে ইসার এক খানা শুকুরর করিবার বয়ান।

খানার ওখতে ইসা রুটী হাতে লিয়া। খোদার শুকুর করি সে রুটী ভাঙ্গিয়া॥ শাগরেদগণেরে দিয়া কহিল তখন। ইহা লিয়া খাও, ইহা আমার বদন॥ ইহা বাদে তিনি এক পেয়ালা লইয়া। খোদার শুকুর করি তাহাদিগে দিয়া॥ কহিলেন পিয়া কর ইহাতে সবায়। এ আমার লহু হয় কহিনু তোমায়॥ গুনাহ মাফির তরে বহুত লোকের। বহায়া নতুন লহু ইহা অহদের॥ নয়া আঙ্গুরের রস বাপের রাজ্যেতে। পিব আমি যেই রোজ তোমাদের সাতে॥ এই আঙ্গুরের রস সেই ওক্ত তক। পিয়া করিব না আমি জানিবে বেশক॥ ইহা বাদে তারা গীত গাহিতে গাহিতে। সকলে মিলিয়া গেল জৈতুন পর্ব্বতে॥

বাদে ইসা কহিলেন আমার সববে। এই রেতে তোরা সবে ঠোক্কর খাইবে॥ "মারি আমি রাখালেরে ইহার সববে। ছিতর বিতর হৈয়া ভেঁড়ী সব যাবে॥" কেতাবেতে আছে এই রকম জেকের। কিন্তু আমি কহিতেছি তোমাদেরে ফের॥ লেকিন উঠিয়া আমি গালিল শহরে। তোমাদের আগে যাব দেখিবে আখেরে॥ পিতর কহিল যদি নেহাৎ আখের। ঠোক্করের হেতু তুমি হইবে সবের॥ কিন্তু কোন রকমেই হবে না আমার। তাহাতে মসীহ তারে কহিল আবার॥ সচ করে কহিতেছি তোমারে এখন। এই রাতে মুরগেরা ডাকিবে যখন॥ তাহার আগেতে দেখ অএছা হইবে। তুমি মোরে তিন বার এন্‌কার করিবে॥ এই বাৎ শুনি তবে পিতরুস্ কয়। আগর তোমার সাথে জান দিতে

পাঠাইয়া॥ এহুদা বলিয়াছিল নিশানের তরে। পহেলা যাইয়া আমি চুমিব যাহারে॥ তাঁরই নাম ইসামসী বেশক জানিবে। তোমরা বেবাকে মিলে তাঁহারে ধরিবে॥ এই বাৎ মোতাবেক এহুদা বেইমান। আপনার সাথিগণে জানাতে নিশান॥ আস্তে আস্তে মসিহের নজ্‌দিগেতে গেল। হে ওস্তাদ বলি তাঁরে আবার চুমিল॥ ইহা শুনে ইসা মসী তাহারে কহিলা। আয় দোস্ত কি ওয়াস্তে এখানে আসিলা॥ কহিতে কহিতে ইহা লোকেরা আসিল। তাঁর পরে হাঁত ডেলে তাঁহারে ধরিল॥ ইহা দেখে মসীহের সাথী এক জন। খাপ থেকে নিকালিল কিরিচ আপন॥ সরদার কাহেনের বান্দার উপরে। চালাইল তরোয়াল বড় গোস্মা কোরে॥ তরোয়াল চালাইতে অএছা হইল। এক জন গোলামের কাণ কেটে গেল॥ তবে ইসা কহিলেন তাহারে ডাকিয়া। আপনার তরোয়াল রাখ সামালিয়া॥ সবব যে সব লোক কিরিচ ধরিবে। কিরিচ মার্ফতে তারা হালাক হইবে॥ আভি ভি আপন বাপজির বরাবরে। যদ্যপি আরজ করি তেনার হুজুরে॥ বারো ফৌজ হইতে ফেরেস্তা আপন। আমার নজ্‌দিকে তিনি ভেজিবে এখন॥ ইহা কিছে ওয়াকেফ্ নাহি তোমাদের। তবে কেন তরোয়াল নিকালিলা ফের॥ লেকিন তাহাই যদি আভি করা যায়। পাক কেতাবের বাৎ কিসে পূরা হয়॥ সবব কেতাবে সাফ লেখা রহিয়াছে। এ রকম হওয়া ভারী জরুর যে আছে॥ এ সব মাজেজা দেখ যে ওখ্‌তে হইল। সেই ওখ্‌তে লোকগণে মসীহ কহিল॥ তরোয়াল আর লাঠি নিজ হাঁতে কোরে। চোর ধরিবার তরে এসেছ কি মোরে॥ নসিহৎ দিতে দিতে তোমাদের সাথে।

গিয়া থাকিয়া দোয়া মাঙ্গ বার বার। রূহ যে চালাক, শুস্ত জিসম তোমার॥ ফের তিনি দোসরা বার তফাতে যাইয়া। ফের মাঙ্গিলেন দোয়া অএছা করিয়া॥ পিয়া না করিলে অগর এই পেয়ালাতে। গুজরিয়া না যেতে পারে মেরা পাশ হৈতে॥ আয় মেরা বাপ তবে যে মর্জি তোমার। হউক আমার তরে বরাবর তার॥ বাদে তিনি তাহাদের নজদিকে আসিলেন। এ বারেও তাহাদিগে শুইতে দেখিলেন॥ সবব তাদের আঁখ নিন্দে ভারী ছিল। ইহা দেখে ইসা মসী ফের চল্যে গেল॥ আগেকার মত বাৎ বল্যে তেস্‌রা বার। দোয়া মাঙ্গিলেন ইসা নজদিকে খোদার॥ ইহা বাদে শাগ্‌রেদ-গণের কাছে গিয়া। আর তাহাদিগে নিন্দে বেকাবু দেখিয়া॥ কহিলেন তোমরা কি এত ঘুমাইবে। ঘুমায়েং সবে আরাম করিবে॥ দেখ, ওক্ত হইয়াছে এখন হাজের। গুনাগার লোক যত হাঁতে তাহাদের॥ আদ্‌মির বেটা এখন সুপর্দ্দ হইবে। উঠ, আমরা সবে চল্যে যাই তবে॥ যে শক্‌শ সঁপিবে মোরে দুশ্মনের হাঁতে। ঐ দেখ, আসিতেছে সে শক্‌শ কাছেতে॥

এহুদার মারফতে ইসার দুশ্মনের হাঁতে সুপরদ্ হইবার বয়ান।

বারো জন শাগ্‌রেদ ছিল মসীহের। এহুদা নামেতে এক জন তাহাদের॥ যে ওখ্‌তে ইসা মসী এ বাৎ কহিল। সে ওখ্‌তে এহুদা এসে সেথা পৌঁহুছিল॥ সরদার কাহেন আর বুজরগদের। আছিল বহুত লোক তার সাথে ফের॥ লাঠি আর তরোয়াল এই সব দিয়া। এহুদার সাথে দিয়াছিল

আসিয়া। কহিল তাহারা দোনে হলফ্ করিয়া॥ যে শক্‌শেরে ধর্‌্যে এনে রেখেছ এখন। এই শক্‌শ করেছিল এরূপ বয়ান॥ এলাহির এবাদদ্ গাহকে ভাঙ্গিয়া। তিন রোজে দিতে পারি তৈয়ার করিয়া॥ এই বাৎ শুনে তবে সরদার কাহেন। মসীহের তরে এই রূপ কহিলেন॥ কিছু কি জওয়াব তুমি দিবে না ইহার। কি গওয়াহি দেয় এরা খেলাফে তোমার॥ লেকিন মসীহ চুপ করিয়া রহিল। সরদার কাহেন তাঁরে আবার কহিল॥ যে খোদা রহেন জিন্দা, কসম তাঁহার। সচ সচ জওয়াব তুমি করহ ইহার॥ তুমি কি খোদার বেটা মসীহই হও। সচ কর্‌্যে এই বাৎ আমাদেরে কও॥ জওয়াবে মসীহ তারে ইহাই কহিলা। আমি কি কহিব আর তুমি তা কহিলা॥ সচ কর্‌্যে আর আমি কহি তোমাদেরে। এর বাদে তোমরাই আদ্‌মির বেটারে॥ কুদরতের ডান হাঁতে বসিয়া থাকিতে। বেশক কহি যে আমি পাইবে দেখিতে॥ আর তাঁরে আস্মানের বাদলের পরে। শোওয়ার হইয়া আস্‌তে দেখিবে আখেরে॥ সরদার কাহেন শুনে গোস্সায় ফুলিল। আপন পোশাক সে যে ছিঁড়িয়া ফেলিল॥ এই শক্‌শ বকিলেক কুফর এ বার। আর গওয়াহিতে বল কি আছে দর্‌কার॥ তোমরা তো সভে হেথা হাজের আছিলা। এ ওক্তে ইহার মুখে কুফর শুনিলা॥ তোমাদের এন্‌সাফেতে বল কিবা হয়। তাহারা জওয়াব করি তবে ইহা কয়॥ কতল করিতে হয় লাএক এ জন। এ বাতে সকলে সায় দিলেক তখন॥ তাহারা আবার তাঁর মুখে থুক দিল। কেহ বা থাপ্‌পর আর ঘুসিও মারিল॥ মারিতে মারিতে তারা কহিতে লাগিল। আয় মসীহ আয়

হর রোজ বসিতাম হৈকল বিচেতে॥ সে ওখ্তে কেন নাহি ধরিলা আমারে। তাহা না করিয়া আভি এলে ধরিবারে॥ কিন্তু পূরা হয় যেন নবিদের বাৎ। ইহার সববে এবে ঘটে এ তাবৎ॥ এই সব বাৎ চিৎ যে ওক্তে হইল। শাগ্রেদেরা তাঁরে ছেড়ে পলাইয়া গেল॥

কিয়ফা নামওয়ালা সরদার কাহেনের বাড়ীতে ইসাকে লইয়া যাইবার বয়ান।

কিয়ফা নামেতে ছিল শক্শ এক জন। কাহেনগণের ছিল সর্দ্দার সে জন॥ সেই সব লোকগণে ইসাকে ধরিয়া। তাহার মকানে তাঁরে গেলেক লইয়া॥ সবব সাফির আর বুজরগগণ। সেই জায়গায় জমা আছিল তখন॥ তবে শুন পিতর কি করিল আখের। মসীহের পিছে২ সে গেল যে ফের॥ আখেরেতে কিবা হয় দেখিবার তরে। গেল সে যে সরদার কাহেনের ঘরে॥ পাছে সেথাকার লোকে মালুম পাইয়া। আখেরে তারেও ফের নে যায় ধরিয়া॥ ইহার সববে সে যে চালাকি করিয়া। বান্দাদের সাথে রহে ভিতরে যাইয়া॥

ইসাকে মজলিশের সামনে হাজের করিবার বয়ান।

সরদার কাহেন আর বুজরগগণ। ও মজলিশে যত লোক আছিল তখন॥ মসীহেরে তারা সবে কতল করিতে। ফেকের করিয়া থাকে গাওয়াহি ঢুঁড়িতে॥ ঝুটা গাওয়াহির তরে ফেকের করিল। লেকিন তাহাও নাহি তাহারা পাইল॥ গাওয়া দিতে ঢের আদ্মি সেথায় আইল। মৎলব মাফেক গাওয়া তারা নাহি দিল॥ আখেরে দু শক্শ ঝুটা গাওয়াহি

২৭ বাব।

পীলাতের হাঁতে মসীহের সুপর্দ্দ হইবার বয়ান।

তাবাদে ফজর আসি হইল যখনে। সরদার কাহেন আর বুজরগগণে॥ কতল করিয়া জান লইতে ইসার। মস্লহৎ করিলেক খেলাফে তাঁহার॥ তার বাদে তাঁরে সভে বান্ধিয়া লইয়া। পীলাতের হাঁতে দিল সুপর্দ্দ করিয়া॥

এহুদা নামওয়ালা শাগ্রেদের ফাঁসি দিয়া মরিবার বয়ান।

এহুদা বেইমান্ যেবা রিসবত খাইয়া। দুশ্মনের হাঁতে দিল ইসারে ধরিয়া॥ আখেরেতে শুনিল সে মসীহের পর। কতলের ফতোয়া যে হইল জাহের॥ জানিতে পারিয়া ইহা পশেমান হৈয়া। কাহেন ও বুজরগদের কাছে গিয়া॥ সেই ত্রিশ টাকা সে যে করিয়া ফেরত। তাহাদের কাছে করে আরজ এমত॥ বেগুনা যে শক্শ তারে দুশ্মনের হাঁতে। ধরায়া দেওয়াতে গুনা করিনু তাহাতে॥ শুনিয়া কহিল তারা মোদের কি হবে। আপনিই তুমি তাহা বুঝিয়া দেখিবে॥ বাদে সে অই টাকা হএকলে ফেলিয়া। সেথা হৈতে চল্যে গেল রওনা হইয়া॥ তার বাদে কমবক্ত মএদানে যাইয়া। লইল আপন জান ফাঁসি লট্কাইয়া॥ সরদার কাহেনগণ কহিল আখের। এ টাকা লইয়া মোরা কি করিব ফের॥ হএকলের খাজানাতে রাখা ভাল নয়। সবব খুনের দাম এই টাকা হয়॥ বাদে তারা সভে মিলা গুপ্তগু করিয়া। বিদেশী যতেক লোক সেথা যায় মরিয়া॥ ছেরেফ তাদের কব্বর গাহের কারণ। কুমারের খেত এক কিনিল তখন॥ সেই খেত আজ তক সে দেশেতে রহে। বেবাকে খুনের খেত

কে তোমারে মারিল ॥ আপনার মুখে তুমি নবুয়ৎ কোরে। কহ দেখি তাহা এবে আমাদের তরে ॥

মসীহকে পিতরের এন্‌কার করিবার বয়ান।

এ সব মাজেজা সেথা যে ওক্তে হইল। আঙ্গেনাতে সে ওখ্‌তে পিতর আছিল ॥ এক বান্দি গিয়া ইহা পুছিল তাহারে। গালিলী ইসার সাথে দেখেছি তোমারে ॥ লেকিন সবের সাম্‌নে করিয়া এন্‌কার। কহিল সম্‌জিতে নারি বয়ান তোমার ॥ তাবাদে সে বাহেরের দরজায় গেল। আর এক বান্দি তারে সেথায় দেখিল ॥ সে জাগার লোকগণে সে ইহা কহিল। নাসরতী ইসার সাথে এ শক্‌শ ভি ছিল ॥ কসম খাইয়া সে যে করিয়া এন্‌কার। কহে তার সাথে চিনা নাহিক আমার ॥ আর যে লোকেরা সেথা খাড়া হৈয়া ছিল। আর থোড়া বাদে তারা সেথায় আসিল ॥ আসি পিতরের তরে কহিল তখন। এ শক্‌শ ভি তাহাদের হয় এক জন ॥ কিছু না হইবে ফায়দা করিলে এন্‌কার। সবব জবানে তাহা জাহের তোমার ॥ তবে সে নিজের পরে লানৎ করিয়া। আর ভি বহুত তরে কসম খাইয়া ॥ জানি না তাহারে আমি, সে ইহা কহিল। আর সেই ওখ্‌তেই মুরগ ডাকিল ॥ "মুরগ ডাকের আগে তুমি তিন বার। হে পিতর আমারে যে করিবা এন্‌কার ॥" এই বাৎ ইসা তারে কহিয়া যে ছিল। আভি পিতরের তাহা এয়াদে পড়িল ॥ তাহাতে সে সে ওখ্‌তে বাহেরে যাইয়া। বহুত কাঁদিল বড় আফ্‌সোস্‌ করিয়া ॥

হুজুরে ॥ এ সকল তারে বেস মালুম আছিল। ইহার সববে এই সওয়াল পুছিল ॥

ইসার খুনের শরিক না হইতে হাকিমের কবিলার শল্লা দেওন।

পীলাত যে ওক্তে ফের মনসদে বসিল। তাহার কবিলা তারে কহিয়া ভেজিল ॥ সে আদমি সাদিক আছে, তাহার উপরে। করিও না কিছু তুমি মানা দি তোমারে ॥ তাহার বাবতে আমি আজ খোয়াবেতে। বড় তসদি পাইয়াছি আপন দেলেতে ॥ সরদার কাহেন আর বুজরগগণে। ইহা শুনে এই শল্লা করে্য মনে মনে ॥ বারব্বারে মেঙ্গে লিতে মারিতে ইসারে। উসকাইয়া দিল তবে লোক সবাকারে ॥ হাকিম তাদের তরে সওয়াল করিল। আভি তোমাদের মর্জি কি তা মোরে বল ॥ দুই শক্‌শ আছে এবে আমাদের হাঁতে। ইহার কাহারে হবে খালাশ করিতে ॥ জওয়াব করিয়া তারা কহিল তাহারে। বারব্বারে ছেড়ে দেও আমাদের তরে ॥ তাহাতে পীলাত এই সওয়াল করিল। মসী নামে ইসারে কি করি তবে বল ॥ সভেই তখন এই করিল বয়ান। সলিবে কতল করি লহ তার জান ॥ হাকিম কহিল বল কিশের কারণ। সে কি কোন বদী কাম করেছে কখন ॥ লেকিন চিল্লায়ে তারা করিল বয়ান। সলিবে কতল করি লহ তার জান ॥ তাহাতে ফেকেরে তার ফাএদা না হইল। বলকে তাহাতে আরো ফসাদ বাদিল ॥ ইহা দেখে পানি লৈয়া পীলাত আপনি। লোকদের সামনে হাঁত ধুইল তখনি ॥ হাঁত ধুয়ে লোকগণে কহিল আবার। এ শক্‌শ সাদিক আছে বিচারে আমার ॥ ইহার খুনেতে আমি হই বেতক্‌সির। তোমরা বেবাকে বুঝ

এই নামে কহে ॥ যিরিমিয়া নবী যাহা এগুনে কহিল। অএছা হওয়াতে সেই বাৎ পূরা হৈল ॥ "তাহারা যাহার দাম মুকরর করে। তাহার তিরিশ টাকা আমার উপরে ॥ খোদার হুকুম যেই হইল জাহের। সে হুকুম মোতাবেক ইস্রায়েল-দের ॥ নজ্‌দিক হইতে তাহা লওয়া যে হইল। কুমারের খেত লেগে তাহা দেওয়া গেল ॥"

হাকিমের সাথে ইসার বাৎ চিত করিবার বয়ান।

বাদে ইসা হাকিমের সাম্‌নে খাড়া হৈল। সে হাকিম তাঁরে এই সওয়াল করিল ॥ তুমিই কি হও বাদ্‌শা এহুদি লোকের। তুমি তো কহিলা তাহা ইসা কহে ফের ॥ লেকিন কাহেন আর বুজরগ সবে। নালিশ আনিল তাঁর উপরেতে তবে ॥ বেফায়াদা তারা সবে নালিশ আনিল। ইসা মসী কিছু নাহি জওয়াব করিল ॥ পীলাত কহিল তবে মসীহের তরে। ইহারা তোমার নামে যে নালিশ করে ॥ তেরা বর্‌-খেলাফে এরা তাহার কারণ। গাওয়া গুজরাইল তুমি শুন না এখন ॥ তউভি মসীহ নাহি জওয়াব করিল। তাহাতে হা-কিম বড় তাজ্জুব হইল ॥ আর সে ইদের ওক্ত আসিত যখন। তাহাতে দস্তুর এক আছিল এমন ॥ লোকেরা বেবাকে যারে লইতে মাঙ্গিত। অএছা কয়েদী এক খালাস পাইত ॥ বারব্বা নামেতে ছিল শক্‌শ এক জন। মাশুর কয়েদী সেই মুল্লুকে তখন ॥ বেবাক লোকেরা যবে জমাওত হৈল। পীলাত তাদের তরে সওয়াল করিল ॥ আমার নজ্‌দিকে মাঙ্গ খালাসি কাহার। বারব্বা কয়েদী কিম্বা ইসা নাম যার ॥ সবব দুশ্মনি করে্য তারা যে তাঁহারে। সপুরদ করেছিল তাহার

পাণ্ডার সাথে সেরকা মিশাইয়া। মসীহেরে দিল তারা করি-বারে পিয়া॥ লেকিন খাইতে তাহা নারাজ হইয়া। রাখি-লেন সেই চিজ আপনি চাপিয়া॥ তাবাদে তাহারা তাঁরে সলিবেতে দিল। গুলিবাঁট করি তাঁর কাপড় লইল॥ কহা গিয়াছিল যাহা নবির মার্ফতে। সেই বাৎ পূরা হৈল এখন ইহাতে॥ "আপন আপন বিচে তাহারা সবায়। গুলিবাঁট কর্‌্যে মেরা কাপ্‌ড়া বেঁটে লয়॥" ইহা বাদে তারা সেথা বসিয়া রহিল। বসিয়া তাঁহারে চৌকি দিতে যে থাকিল॥ তাঁহার তক্‌সির হয় জাহের যাহাতে। ইহার লাগিয়া তারা ভাবিয়া দেলেতে॥ "এই শক্‌শ হয় রাজা এহুদি লোকের।" শের পরে ইহা লিখে টাঙ্গাইল ফের॥ আর দুই জন চোর ধরিয়া আনিয়া। বাঁয়ে ও ডাহিনে দিল সলিবে তুলিয়া॥ সেই রাস্তা দিয়া লোক যতেক গুজ্‌রিল। দেখিয়া তাঁহারে তারা মাথা হিলাইল॥ শের হিলাইয়া তারা কহিল তখন। তুমি না কহিয়াছিলে করিয়া গুমান॥ হএকল ভাঙ্গিয়া তাহা তিন রোজ বিচে। ফের বানাইতে তেরা কেরামৎ আছে॥ তা যদি করিতেছিল মক্‌দুর তখন। আপনার জান তবে বাঁচাও এখন॥ আর যদি তুমি এলাহির বেটা হবে। সলিব হইতে নেমে আইসহ তবে॥ সরদার কহেন আর বুজরগ যতেক। সাফির লোকেরা ফের সেথা আসিলেক॥ সেই মত ঠাট্টা কর্‌্যে তাহারা বেবাকে। কহিতে লাগিল ফের মসীহ ইসাকে॥ বাঁচাইত এই শক্‌শ অপরের জান। লেকিন বাঁচাতে নারে আপন পরাণ॥ ইস্রেলের বাদ্‌শাহ যদি এ হইবে। সলিব হইতে নেমে আইসুক তবে॥ তাহৈলে মানিব তারে বেগর আন্দেশা। খোদার উপরে সে যে রাখিত ভরসা॥ খোদা

ইহার তাবির॥ তবে লোক সব ইহা কহিল জওয়াবে। ইহার খুনেতে যেই গুনাহ হইবে॥ আমরা ও আমাদের ফর্জন্দ যতেক। এ সবের পরে সেই গুনা পড়িবেক॥ তাহাতে সে তাহাদের মর্জি মোতাবেক। বারম্বারে খালাসের হুকুম দিলেক॥ কোড়া মেরে সলিবেতে কতল করিতে। ইসারে সঁপিয়া দিল লোকদের হাঁতে॥

ইসার শের পরে কাঁটার তাজ পিন্ধাইয়া তাঁহাকে
ঠাট্টা করিবার বয়ান।

বাদে সেই হাকিমের সিপাহি আসিয়া। হাকিমের ঘর বিচে ইসারে লইয়া॥ যতেক রেশালাগণ সেখানে আছিল। তাঁহার নজ্দিকে সবে জমা যে করিল॥ তাঁহার কাপড় সব খুলিয়া লইয়া। লাল রঙ্গের কাপড় তাঁরে দিল পিন্ধাইয়া॥ তাহারা কাঁটার এক তাজ বানাইল। মসীহের শের পরে তাহা বসাইল॥ বাদে তাঁর ডান হাঁতে এক নল দিয়া। তাঁহার সামনে ফের হাটু যে গাড়িয়া॥ "আয় এহুদির রাজা সেলাম তোমারে।" এই বলে সভে ঠাট্টা করিল তেনারে॥ আবার তাঁহার মুখে তারা থুক দিল। সেই নল দিয়া ফের শেরেতে মারিল॥ অএছা বহুত ঠাট্টা তাঁহারে করিয়া। তার বাদে সেই সব কাপড় খুলিয়া॥ নিজের কাপড় তাঁরে পিন্ধাইয়া ফের। সলিবে মারিতে লিয়া চলিল আখের॥ কূরিনিয়া এক লোক আছিল সে খানে। শিমোন বলিয়া তারে জানে সব জনে॥ পথে যেতে মুলাকাৎ পাইয়া তাহার। সলিব বহিতে তারে ধরিল বেগার॥ খোপড়ির জাএগা নামে এক জাগা ছিল। ইসারে লইয়া তারা সে খানে পৌঁছিল॥ পিৎ

দিল॥ ভূঁই চাপ আর সব মাজেজা দেখিয়া। চৌকীদার শুবেদারগণে ডর পাইয়া॥ সাথিগণ মিলে কহে আপনা আপনি। বেশক খোদার বেটা আছিলেন ইনি॥ মসীহের খেদমৎ করিতে করিতে। এসেছিল যে লোকেরা গালিল হইতে॥ অএছা ঔরতগণ থাকিয়া তফাতে। এই সব মাজেজা যে পাইল দেখিতে॥

অরিমথি শহরেতে ইছুফ থাকিত। ধনী লোক বল্যে তারে বেবাকে জানিত॥ মসীহের শাগ্‌রেদ এই শক্‌শ ছিল। সাঞ্জ হৈয়া গেলে সে যে সেথায় আসিল॥ পীলাতের নজ্‌দিকে সে শক্‌শ যাইয়া। মসীহের লাশ মাঙ্গে আরজ করিয়া॥ পীলাত সে লাশ দিতে হুকুম করিল। তাহাতে ইছুফ তাহা চাদরে লেপ্‌টিল॥ আপনার তরে তার আছিল কব্বর। খুঁড়িয়াছিলেক তাহা পাথরের পর॥ তার মাঝে মসীহের লাশটী রাখিয়া। ঘরে গেল তার পরে পাথর চাপিয়া॥ মগদ্‌লিনি আর দোস্‌রা মরিয়ম গিয়া। সেই কব্বরের সাম্‌নে রহিল বসিয়া॥ সর্দ্দার কাহেন আর ফিরূশী যতেক। বাদ রোজে তারা সবে জম্মা হইলেক॥ পীলাতের সাম্‌নে তারা হাজের হইয়া। কহিল তাহার কাছে আরজ করিয়া॥ হে সাহেব যবে সেই শক্‌শ জেন্দা ছিল। সে ওখ্‌তে অএছা সে বয়ান করেছিল॥ উঠিব আবার আমি তিন রোজ বাদে। এই বাৎ পড়িলেক মোদের ইয়াদে॥ অতএব তিন রোজ তাহার কব্বরে। চৌকী দিতে কহ তুমি আপন লস্করে॥ তা না হৈলে তার সব শাগ্‌রেদ আসিয়া। রাতা রাতি তার লাশ চুরি কর্য়ে লিয়া॥ লোকদের কাছে ইহা করিবে জাহের। মুর্দ্দাদের হৈতে তিনি উঠেছেন ফের॥ তা হইলে পহেলা

যদি খুশ হন এ শক্‌শের পরে। তবে আভি বাঁচাইতে পারেন ইহারে॥ সবব কহিতে তারে না শুনেছে কেটা। আমি তো আছি খোদা এলাহির বেটা॥ যে চোরেরা তাঁর সাথে হইল মস্‌লুব। তারা ভি তাঁহারে ঠাট্টা করিলেক খুব॥ আর বেলা দোশরা হৈতে তেসরা পহর। সারে মুল্লুকেতে হৈল আন্ধেরা বিস্তর॥ তেসরা পহর ওক্ত যখন হইল। তখন মসীহ উচাঁ আওয়াজ করিল॥ চিল্লাইয়া এই বাৎ কহিল তখনি। "এলি এলি আর লামা শিবক্তনি॥" এর মানে আয় খোদা কিশের লাগিয়া। এমন ওখতে গেলা আমারে ছাড়িয়া॥ ঢের লোক সেই ওক্তে সেথা খাড়া ছিল। তাহাদের বিচে কেহ ঐ বাৎ শুনিল॥ শুনিয়া কহিল তারা আপনা আপনি। এলিয়কে এবে বুঝি ডাকিছেন উনি॥ তাহাদের বিচে এক শক্‌শ যাইয়া। হাজের করিল এক স্পঞ্জ আনিয়া॥ তাহাতে ভরিয়া সেরকা নলে লাগাইয়া। মসীহের কাছে দিল করিবারে পিয়া॥

ইসার মউতের বয়ান।

বাদে ইসা ফের উচাঁ আওয়াজে ডাকিয়া। আপনার রূহ দিলা সুপর্দ্দ করিয়া॥ হৈকলে যে পর্দ্দা ছিল তাহা আগাগোড়া। ফাটিয়া যাইয়া তাহা হৈল দুটুকরা॥ সারে মুল্লুকেতে ফের ভূঁই চাপ হৈল। পাহাড় পর্ব্বত কত ফেটে ফেটে গেল॥ কব্বরের মুখ আর গেল যে খুলিয়া। তাহাতে যাহারা আগে ছিলেক মরিয়া॥ অএছা সাদেক লোক যতেক আছিল। তাহাদের অনেকের বদন উঠিল॥ জেন্দা হৈয়া মুকদ্দশ শহরেতে গেল। সেথাকার লোকগণ তারে দেখা

বাতাইয়া। ঔরতেরা তাঁর মুখে এ বাৎ শুনিয়া॥ কব্বর হইতে তারা জল্‌দি নিকালিল। ডর আর খুশী দেলে দোনই হইল॥ শাগ্‌রেদগণেরে এই খবর জানাতে। লাগিলেক দোন জনে বড় দৌড়াইতে॥ শাগ্‌রেদগণেরে এই খবর ভেটিতে। যে ওখতে তারা দোন ছিলেক যাইতে॥ হেন ওক্তে ইসামসী তাহাদের সাতে। মুলাকৎ করি ইহা লাগিল কহিতে॥ সেলামতি হৌক খুব তোমাদের তরে। এই বাৎ শুনে তারা তাঁরা পাঁও ধর্‌ল্যে॥ দোন জনে তাঁরে খুব সেজ্‌দা করিল। তবে ইস তাহাদের অএছা কহিল॥ দহশৎ করিও না কোনই সববে। তোমরা দোজন দেখ রওনা হও তবে॥ গালিলে যাইতে বল মেরা ভাই সবে। সে জাগাতে তারা মোর মুলাকৎ পাবে॥

শাগ্‌রেদেরা তাঁহার লাশ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই ঝুট বাৎ বলিতে সর্দ্দার পাহারাওয়ালাগণকে রিস্‌বৎ দিবার বয়ান।

আউরত লোকেরা যদি রওনা হইল। পাহারাওয়ালারা তবে শহরেতে গেল॥ যাহা যাহা হইয়াছে সে সব মাজেরা। সরদার কাহেন দিগে জানাইল তারা॥ এই সব বাৎ শুনে তাহারা তখনে। ডাকায়ে আনিল যত বুজরগগণে॥ বহুত করিয়া শল্লা তাহাদের সাথে। ঢের টাকা দিল সিপাহীদিগের হাঁতে॥ কহিল আবার ইহা তাহাদের তরে। এই বাৎ কহ গিয়া তোমরা শহরে॥ রাতের বখতে নিন্দে আছিনু আমরা। হেন ওক্তে এসে তার শাগরেদ লোকেরা॥ তার লাশ চুরি কর্‌ল্যে গিয়াছে ভাগিয়া। দেখিতে না পেনু মোরা ফজরে উঠিয়া॥ হাকিমের কানে যদি এই বাৎ যায়। তবে মোরা বাঁচাইয়া দিব তো সবায়॥ টাকা পাইয়া তাহাদের দেল খুশ

ভুল হইতে আখের। আখেরের ভুল বুরা হইবেক ঢের॥ কহিল পীলাত দেখ তোমাদের কাছে। পাহারাওয়ালা ঢের মৌজুদ আছে॥ তাহাদের লিয়া গিয়া মক্‌দুর ভর। চৌকি দিয়া রহ সেই শক্‌শের কব্বর॥ অতএব সেথা হৈতে তাহারা যাইয়া। দরজার পাথরেতে মোহর করিয়া॥ সেই কব্বরেতে চৌকি দিবার কারণ। বসাইয়া দিল সেথা চৌকিদারগণ॥

---

২৮ বাব।

ইসার জেন্দা হইয়া উঠিবার বয়ান।

এহা বাদে এৎওয়ারের রোজ গুজারিলে। হপ্তার পহেলা রোজে ফজর হইলে॥ মগ্‌দলিনী মরিয়ম ও দোশরা মরিয়ম। কব্বর দেখিতে গেল এই দোন জন॥ তবে ত জমিন বড় লাগিল কাঁপিতে। সরব ফেরেস্তা এক আস্মান হইতে॥ সেথায় আসিয়া সেই পাথর তুলিয়া। তাহার উপরে মর্দ্দ আছিল বসিয়া॥ বিজলির মত তার চেহারা হবেক। পোষাক আছিল সাদা বরফ মাফেক॥ পাহারাওালারা যদি তেনারে দেখিল। ডরেতে মুর্দ্দার মত তখন হইল॥ ঔরত-গণেরে তবে ফেরেস্তা ফর্ম্মায়। দহশৎ করিও না তোমরা সবায়॥ ঢুঁড়িছ যে শলিবেতে হালাকি ইসারে। এ বাৎ মালুম খুব আছে যে আমারে॥ উঠেছেন বাৎ মতে, হথো তিনি নেই। খাবিন্দের লেটিবার জাগা দেখ এই॥ জল্‌দি যাইয়া বল শাগ্‌রেদ সবেরে। কব্বর হইতে তিনি উঠেছে আখেরে॥ তোমাদের আগে তিনি গালিলে যাইবে। তোমাদের সাথে তাঁর মুলাকৎ হবে॥ তোমাদেরে দিনু আমি ইহা

শায়িরের আরজ।

হে পেয়ারা দোস্তগণ, করি নিবেদন। গাহিতে ইসার গুণ এরাদা এখন॥ ইসা মসী দুনিয়ার করেন নজাৎ। কহিব তোমার কাছে তাঁর যত বাৎ॥ কেমনে আইলা ইসা দুনিয়া মাঝারে। কেমনে নজাৎ ইসা দিল ইন্‌সানেরে॥ সেই সব বাৎ আমি কহিব তোমারে। কিন্তু থোড়া বুদ্ধি খোদা দিল যে আমারে॥ কম বুদ্ধি ধরি আমি কোন গুণ নাই। কেমনে সে সব কব দিলে ভাবি তাই॥ আপনার হাঁতে খোদা আদম হবারে। বানায়া রাখিল এক বাগিচা মাঝারে॥ না জানিত গুনা তারা, পাক দুই জন। হামেশা খোদার গুণ গাহিত তখন॥ দুনিয়ার যত লোক তাদের ফর্জন্দ। খোদার ফর্জন্দ তারা জানে সর্ব্ব জন॥ সুখে ছিল দুই জন সুন্দর বাগানে। খোদে খোদা দেখা দিত তাদেরে সেখানে॥ বাগিচার মাঝে ঢের ছিল গাছপালা। ফলিত সুন্দর ফল তাহাতে পহেলা॥ হুকুম করিল খোদা আদম হবারে। যত গাছ দেখ এই বাগিচা মাঝারে॥ বিলকুল গাছের ফল খাইবা দুজনে। কিন্তু যে দেখিছ গাছ ঐ মাঝ খানে॥ ভাল মন্দ বুদ্ধি হয় ও ফল খাইলে। খেও না উহার ফল মরিবা ছুঁইলে॥ এ সব দেখিয়া দিলে শয়-তান ভাবিল। আদম ও হবা যদি গুনা না করিল॥ পাকহৈয়া পএদা হবে যতেক ইন্‌সান। দুনিয়াতে তবে মোর নাহি থাকে মান॥ আদম আদ্‌মির বাপ যাতে গুনা করে। ফেকের করিয়া তা করিতে হবে মোরে॥ অএছা ভাবিয়া দিলে সেই দাগাদার। সাঁপ সাজি দেখা দিল বাগিচা মাঝার॥ হবা বিবি একা ছিল বসিয়া বাগানে। লক্ লক্ করি সাঁপ গেল সেই খানে॥ মিঠা বাতে তবে সাঁপ তাহারে কহিল। বাগিচাতে নানা গাছ খোদা

হৈল। যেমন শিখান গেল তেমনি কহিল॥ এয়াহুদিদের বিচে ইহার লাগিয়া। আজতক আছে ইহা মাশুর হইয়া॥

সব লোককে বাপ্তিস্মা দিবার হুকুমের বয়ান।

এগার শাগরেদ তবে গালিলে চলিল। মসিহের মুকররি পাহাড়ে উঠিল॥ তাঁহাকে দেখিয়া তারা শেজদা করিল। কিন্তু কেহ কেহ ফের শকভি আনিল॥ তবে ইসা তাহাদের নজদিকে আসিয়া। কহিলেন তাহাদের সভে দেখা দিয়া॥ আসমান ও জমিনের সব এখ্‌তেয়ার। সোঁপা হইয়াছে দেখ দস্তেতে আমার॥ ইহার লাগিয়া দেখ তোমরা যাইয়া। বেবাক কৌমের লোকে শাগরেদ করিয়া॥ বাপ, বেটা আর রূহ কদ্দূশের নামে। বাপ্তিস্মা দেহ গিয়া তাদের তমামে॥ যে সব হুকুম আমি দিনু তোমাদেরে। সে সব মানিতে শিক্ষা দেহ তাহাদেরে॥ যব তক দুনিয়ার না হবে আখের। তব তক আছি আমি সাথে তোমাদের॥

তামাম শুদ।

সেজন আপনি॥ আল্লার দিলাশা এই শুনিয়া দুজনে। ভরসা পাইল ঢের নিজ২ মনে॥ সাঁপের ফেরেবে গুনা করি তার পরে। বড়ই আপ্‌সোস হৈলো দিলের ভিতরে॥ ঢের লাড়কা বালা হৈলো আদম হবার। ছিত্রাইয়া গেল তারা দুনিয়া মাঝার॥ যতই বাঢ়িল আদ্‌মি দুনিয়ার বিচে। তইত বাঢ়িল বদি আস্মানের নীচে॥ তামাম দুনিয়া গেল ভরিয়া গুনায়। শৈতান ফেরেব করি এসব ঘটায়॥ নজর করিয়া আল্লা দুনিয়ার পর। বড় খাপ্‌পা হইলেন আদ্‌মির উপর॥ পানিতে সয়লাব আল্লা করিয়া দুনিয়া। দুনিয়ার যত কিছু দিল ডুবাইয়া॥ আল্লার হুকুম মতে নোহ পয়গম্বর। লাক্‌ড়ি দিয়া বানাইল জাহাজ ডাগর॥ দুনিয়াতে আছিলেক যত জানোয়ার। এক এক জোড়া করি নিল সে তাহার॥ আপনি ও লাড়কা বালা তামাম লইয়া। জান বাঁচাইল সেই জাহাজে উঠিয়া॥ পানি শুকাইয়া জমি দেখা দিলে পরে। উতরিল নোহ তবে জমির উপরে॥ মকান বানাইয়া রৈল জরু বাচ্ছা লিয়া। তাঁহার ফর্জন্দ ফের উঠিল বাঢ়িয়া॥ খোদার হুকুম তারা অনেকে মানিল। আল্লার হুকুম মতে কুর্ব্বানি করিল॥ দুনিয়াতে লোক যত গেল ছিত্রাইয়া। আদ্‌মির গুনা তত উঠিল বাঢ়িয়া॥ আল্লারে ছাড়িয়া পূজা করিল দেবের। কুফর করিল ঢের হইয়া কাফের॥ আস্মানের চাঁদ আর সূরুজ দেখিয়া। তাদের করিল পূজা দেবতা ভাবিয়া॥ হিন্দুস্থানে হিন্দুলোক যে রূপ প্রকারে। মাটীর মূরুত করি তার পূজা করে॥ হরেক রকম তারা মূরুত গড়িয়া। সেজ্‌দা করিল নিজ শির নোঙাইয়া॥ বাঢ়িলেক বেইমানি দুনিয়া মাঝারে। আল্লার ইন্‌সান ভুলে রহিল আল্লারে॥ সেকালে ইমান্‌দার ছিল এক জন। ইব্রাহিম নাম তাঁর শুন ভাইগণ॥

বানাইল॥ কোন কি গাছের ফল খাইতে তোমারে। মানা করেছেন খোদা কহ তা আমারে॥ সাঁপের ফেরেব নাহি পারিল বুঝিতে। সাঁপেরে তখন বিবি লাগিল কহিতে॥ খোদার তৈয়ারি এই উমদা বাগান। মোদের উপর খোদা বড় মেহেরবান॥ এক গাছ বিনা যত গাছ বাগিচায়। খাই মোরা তার ফল খোদার দয়ায়॥ হুকুম করিল খোদা সে গাছের তরে। খেও না ইহার ফল কহিনু তোমারে॥ আমার হুকুম রাখ তোমরা দুজন। ছুঁইলে ইহার ফল মরিবা তখন॥ খোদার হুকুম নারি করিতে অদুল। খাই না ছুঁই না মোরা সে গাছের ফল॥ হাসিয়া তখন সাঁপ হবারে কহিল। ফাঁকি দিয়া খোদা তোমাদিগে ভাঁড়াইল॥ ওগাছের ফল খেলে তোমরা দুজন। পাইবা আক্কেল ঠিক খোদার মতন॥ সাঁপের কথায় বিবি ভুলি তার পরে। সে গাছের ফল পেড়ে খাইল পেট ভরে॥ আপনি খাইল আর আদমেরে দিল। সাঁপের ফেরেবে গুনা দুজনে করিল॥ খোদার হুকুম যেই অদুল করিল। খোদা তাহাদের পরে বড় গোস্সা হৈল॥ বড় ফরাগতে ছিল বাগানে দুজন। বাহির করিয়া খোদা দিলেন তখন॥ কহিলেন আল্লাতালা, বেশক জানিবে। ঔরত আদ্মির তাঁবে হামেশা থাকিবে॥ দরদ হইবে তার খালাসের তরে। আদম খাটিয়া খাবে মেহেনত করো॥ কপালের ঘাম তার পাঁয়েতে গিরিবে। বহুত তক্লিফ্ পাইয়া মরিতে হইবে॥ সাঁপেরে কহিল আল্লা বড় গোস্সা করো। বুকেতে চলিবি তুই ফেরেবের তরে॥ আমার হুকুমে তুই ধুলা বালি খাবি। ঔরতের লাড়কা হৈতে খুব সাজা পাবি॥ পাঁয়েতে কামড়াবি তারে করিয়া দুশ্মনি। ভাঙ্গিবে যে তোর শির

আল্লার হেল্লায়॥ আসিতে কিনান দেশে ইয়াহুদীগণে। পঁহুছিল গিয়া দেখ আরবের বনে॥ সিনয় পাহাড়ে খোদা আপনি আসিয়া। মুছারে হুকুম যত দিল বাতাইয়া॥ গুনাহ মাফির তরে খোদার দরগায়। কুর্ব্বানী করিতে আজ্ঞা দিলেন মুছায়॥ এই যে কুর্ব্বানী আল্লা ফর্ম্মালো তখন। তোমারে কহিব আমি তার বিবরণ॥ গুনাহ মাফির লাগি সারা দুনিয়ার। আসল কুর্ব্বানী এক আছিল দরকার॥ তাহার নিশানা এই ভেড়ার কুর্ব্বানী। মুছারে জানান আল্লা করে মেহেরবানী॥ আনিয়া কিনান্ দেশে ইয়াহুদীগণে। মকান জমিন দিল ভোগের কারণে॥ কড়ার করিয়াছিল ইব্রামের স্থান। রাখিল কড়ার আল্লা বড় মেহেরবান॥ নাদান ইস্রেলগণ বাদে কিছু কাল। আল্লার আইনে আর না করি খেয়াল॥ মূরুত বানায়্যা তারে দিল পূজা ভেট। গড় কৈল তার কাছে শির করি হেট॥ নিমক হারাম হৈয়্যা করিল বুরাই। মূরুতের কাছে মেড়া করিল জবাই॥ ছাড়িয়া খোদারে যদি পূজিল দেবেরে। পড়িল ইস্রেলগণ গজবের ফেরে॥ দুশ্মনের হাতে পড়ি হইল হয়রাণ। পায়্যা বহু খেজালত হৈলো পেরেশান॥ বিপাকে পড়িয়া যবে ডাকিত খোদারে। চাহিত গুনার মাফি আল্লার দরবারে॥ তাদের আরজ শুনি খোদা মেহেরবান্। বাঁচাইত আপনার লোকেদের জান॥ ভুলিয়া খোদার রাহা ইস্রায়েলগণ। শয়তানের রাহা ধরি যাইত যখন॥ ফিরাইতে তাহাদেরে খোদার রাহায়। ভেজিতেন নবিগণে খোদা দুনিয়ায়॥ খোদার ভেজোয়া নবী হুকুমে খোদার। জানাতো ইস্রেলগণে এরাদা তাঁহার॥ শয়তানের রাহা ছাড়ি খোদার রাহায়। যাহাতে আইসে তারা হেন এরাদায়॥ ভাল নসিহৎ দিল তাবৎ ইন্সানে।

তাহারে হুকুম আল্লা করিলেন শেষে। যে দেশ দেখাই আমি যাও সেই দেশে॥ হজরত ইব্রাহীম বড় নেকবান। খোদার উপরে তাঁর আছিল ইমান॥ খোদার হুকুমে নিজ মকান ছাড়িয়া। কৈনানে করিল বাস তাম্বু খাটাইয়া॥ সারা নামে বিবি তাঁর শুন ভাইগণ। না ছিল লড়কা বালা বুঢ়া দুই জন॥ আল্লাতালা তাঁর প্রতি বড় মেহেরবান। তাই তাঁর কাছে এই করিল বয়ান॥ "ইব্রাহীম্, তোর জরু লড়কা জনিবে। দুনিয়াতে তার গোষ্ঠী বহুত হইবে॥ এই দেশে তোর বংশ বসতি করিবে। তোর বংশ হৈতে লোকে নজাৎ মিলিবে॥" কিছু দিন বিতে গেলে সারার শেকমে। হইল লড়কা এক খোদার রহমে॥ ইস্‌হাক নাম তার শুন বিবরণ। এসৌ যাকুব তাঁর বেটা দুই জন॥ খোদার পেয়ারা বড় যাকুব ইন্‌সান। খোদার উপরে তাঁর আছিল ইমান॥ খুশ হয়ে আল্লাতালা তাঁহার উপরে। ইস্রায়েল নাম ফের দিয়া ছিলা তারে॥ বারো বেটা যাকূবের বিবি দুই জন। ইস্রেলের বাপদাদা সেই বারো জন॥ আপনার দেশে হৈলে বড়ই আকাল। বুঢ়া বাপ জরু বেটী যতেক ছাওয়াল॥ সকল লইয়া সাথে মিসরে যাইয়া। বসতি করিল সেথা ঘর বানাইয়া॥ যাকূবের বারো বেটা রহিল সে দেশে। তাহাদের লড়কা বালা ঢের হৈলো শেষে॥ মিসরের লোক সব কাফের আছিল। তাহারা যিহুদীগণে খেজালত দিল॥ গোলামের মত তারা রহিল মিসরে। বাদ্‌শা দুশ্মন হৈলে কে বাঁচাতে পারে॥ আল্লার ভেজোয়া এক শক্‌শ আসিয়া। হরেক তাজ্জব কাম সে দেশে করিয়া॥ আনিল যিহুদীগণে মিসর হইতে। ডুবিল ফিরৌণ রাজা অথাই পানিতে॥ মুছা সে শক্‌শের নাম কহিনু তোমায়। করিল তাজ্জব কাম

করি কহিল তাঁহারে। আয় বিপসন্দিদা, করি সেলাম তোমারে॥ খোদাবন্দ সাথী তেরা, তিনিই বুজরুক। সব আওরতের মাঝে তুমি মুবারক॥ ফেরেস্তার বাতে বিবি বড় ঘবড়াইল। আর আপনার দিলে আন্দেশা করিল॥ কিন্তু সে ফেরেস্তা তাঁরে কহিল আবার। আয় বিবি মরিয়ম, কি ডর তোমার॥ আল্লাতালা মেহেরবান তোমার উপরে। হামেলা হইবা তুমি তাঁহার মেহেরে॥ সেই ত হামেলে এক বেটা জনমিবে। সে বেটার নাম তুমি ইসা যে রাখিবে॥ হইবেন সেই বেটা খোদার ফর্জ্জন্দ। আসিবেন ভবে গুনা মাফির কারণ॥ শুনি মরিয়ম বিবি কহিলেন তবে। হেন আজগুবি কথা কিরূপে হইবে॥ পুরুষের সাতে নাই এলাকা আমার। কিরূপে জনিব বেটা তাজ্জব ব্যাপার॥ ফেরেস্তা কহিল তাঁরে দিয়া যে দিলেশা। এ কথায় তুমি আর কোর না আন্দেশা॥ নামিয়া আল্লার পাক রূহ তোর পরে। থাকিবেন ছায়া করে মেহেরবানি করে্য॥ সে পাক গর্ভের ফল সেইত কারণ। জাহের হইবে বলি খোদার ফর্জ্জন্দ॥ তাজ্জব হইল বিবি শুনি এই বাৎ। কহিলেন পরে সেই ফেরেস্তা সাক্ষাৎ॥ খাবিন্দের বান্দি আমি, কহিল যেমত। ঘটুক আমার পরে ঠিক সেই মত॥ য়ূষফ্ নামেতে ছিল মর্দ্দ এক জন। নেসবতে ছিল বিবি তাহার কারণ॥ হামেল হইল যবে বিবি মরিয়মের। য়ূষফ্ আপন দিলে ভাবিলেক ঢের॥ ভাবিয়া ভাবিয়া মর্দ্দ হইল হাল্লাক। এরাদা করিল তারে দিতে যে তাল্লাক॥ এক দিন সেই মর্দ্দ খোয়াবে দেখিল। ফেরেস্তা কহিল বাত খোয়াবে শুনিল॥ হে য়ূষফ ভেবে২ হোও না হাল্লাক। আপন জরুরে তুমি দিও না তাল্লাক॥ আল্লার রূহের হেল্লা পেয়ে তোর নারী। হই-

করিল পেসিনগোই হরেক বয়ানে॥ আসিবেন একজন এই দুনিয়ায়। মানুষে নজাত্ পাবে যাঁহার হেল্লায়॥ নজাত্দেহেন্দা নাম হইবে তাঁহার। করিবে ভালাই তিনি সারা দুনিয়ার॥

আছিল দায়ূদ রাজা পেয়ারা খোদার। শুনিয়া থাকিবা তুমি নাম সে জনার॥ এ কথা জানিল তিনি খোদার হেল্লায়। জনিবেন সেই জন তাঁর ঘরানায়॥ নজাত্ দেহেন্দা হবে কুলে আপনার। শুনি দিলে বড় খুশ হইল তাঁহার॥ নজাত্ দেহেন্দা যে আসিবে দুনিয়ায়। করিল পেসিনগোই আল্লার হেল্লায়॥ ইস্রায়েলে যত নবি হইল জাহির। তাঁহারি তরফে সবে করিল তাহির॥ মউত হইল যবে দায়ূদ পাত্শার। দুই শ পঞ্চাশ্ বরশ বাদেতে তাহার॥ ছিলেন এহুদা দেশে নবি এক জন। খোদা হৈতে বুদ্ধি পায়্যা সেই মহাজন॥ খোদার রৌশনে খুলে দিলের নয়ান। ইসার তরফে এই করিল বয়ান॥ মোদের লাগিয়া এক বেটা পএদা হবে। মোদের লাগিয়া এক লড়কা দেওয়া যাবে॥ যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি পারেন করিতে। তাঁর মত নাহি কেহ আস্মান জমিতে॥ দায়ূদের তক্তে রাজ্য করিবে সে জন। করিবেন আপনার প্রজার পালন॥ এরূপ বয়ান নবিদের মুখে শুনে। খোসালিত হৈত লোক ইসার কারণে॥ নেকবান লোক যত দেখিতে তাঁহারে। এরাদা করিয়া ছিল তাঁর এন্তেজারে॥ তাঁহার আশায় থাকি তাঁরে না দেখিয়া। বুঢ়া হয়ে বহু লোক গেল যে মরিয়া॥ তাঁহার আশায় থেকে তাঁহার হেল্লায়। নজাত্ পাইল তারা ইমান আনায়॥

জিব্রিয়েল নামে এক ফেরেস্তা খোদার। জানহ মমিন ভাই খবর তাঁহার॥ আছিল কুমারী এক মরিয়ম নামে। আসিল তাঁহার কাছে খোদার হুকুমে॥ বহুত খাতির

ও দোসরা জবানে বাত লাগিল কহিতে॥ সে ওক্তে খোদারে যারা পেয়ার করিত। অএছা হরেক লোক সে খানে থাকিত॥ তাহারা বেবাকে দেখ বাহিরে আসিয়া। দোস্রা জবানে বাৎ কহিতে দেখিয়া॥ আপন২ দেলে তাজ্জব মানিল। সবব বেগানা বোলি তাহারা কহিল॥ লড়কাই হইতে সেই শাগরেদগণ। যে বেগানা বোলি নাহি জানিত কখন॥ আজি পাক রূহ কদ্দুসের অছিলায়। সে সব জবানে বাৎ কহিল সবায়॥ হর এক লোক যেই মুল্লুকে থাকিত। সেই মুল্লুকের লোকে যে বোলি কহিত॥ শাগরেদগণের মুখে সে বোলি শুনিয়া। খাড়া হৈয়া রৈল সবে তাজ্জব মানিয়া॥ আপোসেতে তারা এই বাৎ চিৎ করে। থাকে নাকি এ লোকেরা গালিল সহরে॥ তবে মোরা যে মুল্লুকে পএদা হইয়াছি। সে দেশী জবান তবে কেন শুনিতেছি॥ যে আজব কাম খোদা করিলা জমিনে। তাহার বেওরা শুনি আপন জবানে॥ লেকিন কহিল কেহ মজাকা করিয়া। মাতিয়াছে এরা আঙ্গুরের রস পিয়া॥ তখন পিতর ইহা শুনিতে পাইয়া। কহিল বেবাক লোকে সেথা খাড়া হৈয়া॥ আয় যত লোকগণ শুনহ বয়ান। আমার জবানে এবে সভে দেহ কান॥ তোমরা গুমান কোরে কহিতেছ সভে। এই সব লোকগণ মাতোয়ালা হবে॥ কিন্তু তাহা নহে শুন মেরে ভাইগণ। আজি জাস্তি বেলা দেখ হয়নি এখন॥ লেকিন যোয়েল নামে যে নবী আছিল। তাঁহার মার্ফতে যেই বাত কহা গেল॥ তাহা এই, খোদা কহে আখেরি ওখতে। দেখিবে লোকেরা সবে অএছা ঘটিতে॥ মেরা রূহ বেবাকের পরে ঢালা যাবে। লড়কা লড়কীগণ যত নবুয়ৎ করবে॥

য়াছে গর্ভবতী দোষ নাহি তারি॥ শুনি ফেরেস্তার বাত য়ূষফ তখন। নাহি দিল কবিলারে ফার্খতি কখন॥ সময় হইলে পূরা কিছু দিন পরে। গেল দুই জন বৈৎলেহম্‌ শহরে॥ শহরেতে যেই এক সরাই আছিল। আদ্‌মিতে সে সব ঘর পূরা হয়ে গেল॥ ছিল না তাহাতে ঘর থাকিবার তরে। তাহার গোয়াল ঘরে রহিলেন পরে॥ সেই ঘরে মরিয়ম রাতের বখত। জনিলেন বেটা এক বড় খুবছুরত॥ ভেস্তের মালিক যিনি খোদা মেহেরবান। গোয়ালে হইল পয়দা তাঁহার সন্তান॥ লেপ্‌টিয়া কাপড়ে তাঁরে তাঁর বাপ মায়। শোয়ায়ে রাখিল এক গোরুর গাম্‌লায়॥ আদ্‌মির গুনা লাগি বেহেস্ত ছাড়িয়া। আইল খোদার বেটা রহম করিয়া॥ কত যে তক্‌লিফ্‌ তাঁর আদমির তরে। হইল দুনিয়া মাঝে বলেছি তোমারে॥ কেমনে আইলা ইসা দুনিয়া মাঝার। কেমনে আজব কাম করিলা আবার॥ কেমনে মারিল তাঁরে লোকেরা ধরিয়া। কেমনে গেলেন ইসা আস্মানে উঠিয়া॥ সে সব বয়ান করা হৈয়াছে আমার। তা বাদে ঘটিল যাহা কহিব এবার॥ তাঁহার হুকুম মতে শাগরেদগণ। যিরূশালমেতে রহে হর এক জন॥ থাকিয়া সে খানে রূহ কুদ্দসের তরে। দিন রাত তারা সবে এন্তেজার করে॥ আন্দাজ এক শও কুড়ি শাগ্‌রেদ ইসার। সেই ওক্তে জমা হৈয়া করে ইন্তে-জার॥ তুফানের বরাবর আস্মান হইতে। জোরেতে আ-ওয়াজ এক আইল সেথাতে॥ যে ঘরের বিচে তারা সবে বোসে ছিল। একেবারে সে আওয়াজে সে ঘর ভরিল॥ আগুনের মত জুদ্দা জবান আইল। হর এক জনের পরে আসিয়া বসিল॥ ভরিল তাহাতে তারা রূহ কদ্দসেতে।

দোজোকেতে ডালিবেন গুনাগারগণে॥ হামেশা থাকিয়া সেথা হবে পেরেশান। সেথা হৈতে নিকালিতে নারিবে ইস্মান॥ আদমির গুনার তরে এলাহিদিগর। গোস্মা হৈয়াছেন বড় তাহার উপর॥ অতএব তৌবা কর দেলজান সাতে। যাইও না কোন মতে গুনার রাহেতে॥ মসীহের নামে আর ইমান আনিবে। তাঁহার নামেতে ফের বাপ্তিস্মা লইবে॥ তাহাতে এলাহি আল্লা পাক পরোয়ার। বক্শিবে তোমার তরে রূহ আপনার॥ তাহাতে তোমার দেল পাক সাফ হবে। গুনাহের কামে আর খাহেশ না রবে॥ নজাৎ মিলিবে তুঝে ইসার হেল্লায়। মরিলে বেহেস্তে জাগা মিলিবে তোমায়॥ যত লোক সে জাগাতে হাজের আছিল। তাহাদের মাঝে যারা এ বাত মানিল॥ রসুলগণের কাছে তাহারা আসিয়া। বাপ্তিস্মা লইল সবে ইমান আনিয়া॥ হাজার তিনেক লোক একই রোজেতে। বাপ্তিস্মা পাইয়াছিল সেই মুল্লুকেতে॥

অএছা ছুরতে দিন ইসামসীহের। সারে মুল্লুকেতে শেষে হইল জাহের॥ ইমান আনিয়া লোকে মসীহের পরে। নজাৎ আনিয়া গেল বেহেস্ত উপরে॥ অতএব ভাইগণ মিনতি আমার। আসিয়া জোনাব ধর মসীহ ইসার॥

আখের।

BHOWANIPORE.

PRINTED BY B. M. BOSE, FOR THE CALCUTTA BRANCH OF THE CHRISTIAN VERNACULAR EDUCATION SOCIETY, AT THE SAPTAHIK SAMBAD PRESS, 1878.

জোয়ান লোকেরা সবে খেয়াল দেখিবে। বুঢ়া যারা তারা সবে খোয়াব পাইবে॥ আপন গোলাম আর বান্দী লোক-পরে। ঢালিব আপন রূহ আমি সে পহরে॥ পাইয়া আমার রূহ মেরা লোক সবে। বেবাকের সাম্‌নে তারা নবুয়ৎ কবে॥ বুলন্দ আস্মানে আমি মাজেজা করিব। আগ আর ধুয়াঁ আমি জমিনে দেখাব॥ সূরজ আন্ধেরা আর চাঁদ লহু হবে। মেরা ডরানির দিন সে ওক্তে আসিবে॥ খাবিন্দের নাম লৈয়া যে দোয়া মাঙ্গিবে। কেবল তাহারি তরে নজাৎ মিলিবে॥ আর বনি ইস্রায়েল শুন এই বাৎ। ইসামসী দেখালেন কত কেরামৎ॥ মাজেজা নিশানি আর ঢের দেখাইয়া। খোদার মক্‌বূল গেলা সাবুৎ করিয়া॥ লেকিন নাদান হৈয়া তোমরা তেনারে। কতল করিলা নিয়া সলিবের পরে॥ লেকিন এলাহি খুলি বান্ধন মৌতের। গোর হৈতে মসীহেরে উঠাইলা ফের॥ উঠিয়া মোদের সাথে থাকিয়া বসিয়া। গিয়াছেন তিনি ফের আস্মানে উঠিয়া॥ খোদার ডাহিনে থাকি মসীহ আবার। পাঠালা মোদের তরে রূহ আপনার॥ যে কাম করিনু মোরা রূহের হেল্লায়। দেখিয়াছ তোরা সবে দাঁড়ায়ে হেথায়॥ আয় ইস্রায়েল লোক শুন দিল দিয়া। যে ইসারে মারিয়াছ সলিবে তুলিয়া॥ খোদাবন্দ কোরে তাঁকে এলাহি দিগর। বেবাকের তরে কোরেছেন মুকরর॥ এহা শুনে তারা সবে দিলে ঘরড়াইল। রসুলগণের কাছে পুছিতে লাগিল॥ কি কাম করিতে তবে হবে মোসবার। বয়ান করিয়া তাহা কহ এই বার॥ রসুলেরা কহিলেন তাহাদের তরে। গুনাগার আছ সবে ঢের গুনা কোরে॥ এলাহি আল্‌মিন আল্লা তাহার কারণে।